মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০২

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدني علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد: ٥ عدد: ٦، ذوالحجة و محرم ٢٣-١٤٢٢هـ/مارس ٢٠٠٢م

رئيس التحرير: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ)-এর সৌজন্যে নব নির্মিত দূর্গাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, নওগাঁ।

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/-
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।
বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHRAEEK**
Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Muhammad Sakawat Hossain.
Published by : Hadees Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
যুলহিজ্জাহ ও মুহাররাম ১৪২২-১৪২৩ হিঃ
ফালগুন ও চৈত্র ১৪০৮ বাং
মার্চ ২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮; সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১; কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - হাদীছ কি ও কেন? ০৩
    - মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী
  - আশূরা ও কারবালা ০৭
    - মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল
  - মাহে মুহাররাম ১৩
    - গোলাম রহমান
  - ইল্ম-ই অজ্ঞতা ধ্বংসকারী ১৬
    - শেখ মাহদী হাসান
  - কতিপয় শিরকী আমল ২১
    - আহমাদ আবদুল লতীফ নাছীর
- ছাহাবা চরিতঃ ২২
  - কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ)
    - নূরুল ইসলাম
- মনীষী চরিতঃ ২৫
  - ইমাম মুসলিম (রহঃ)
    - মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- নবীনদের পাতাঃ ২৭
  - রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা
    - এইচ, এম, মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন
- চিকিৎসা জগৎঃ ২৯
  - এপেনডিসাইটিস
- কবিতা ৩১
- সোনামণিদের পাতা ৩২
- মহিলাদের পাতা ৩৫
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৬
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- পাঠকের মতামত ৪৮
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সম্পাদকীয়

ধর্ম নিরপেক্ষতার ভয়াল রূপ

ভারতের গুজরাট রাজ্যের প্রধান শহর আহমদাবাদের অনতিদূরে গোদরা রেলস্টেশন ও তৎসন্নিহিত এলাকা ছাড়িয়ে অন্যূন ৩৭টি শহরে ও গ্রামে চলছে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার বহ্ন্যুৎসব। নিকটাত্মীয়ের শেষ বিদায়কালে অশ্রুসিক্ত নয়নে দরদভরা অন্তরে প্রার্থনা করার বদলে কলিজার টুকরা সন্তান যেদেশে তাদের মা-বাপের মুখে আগুন দিয়ে বিদায় করে এবং তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে শ্মাশানঘাটে নিয়ে পুড়িয়ে মা-বাপের নগ্নদৃশ্য অবলোকন করে। অতঃপর খাড়া হয়ে যাওয়া দগ্ধীভূত কংকালটিকে পুনরায় লাঠি মেরে চূর্ণ করা যাদের মানবরচিত ধর্মীয় বিধানের অন্তর্ভুক্ত। ধর্মের নামে জীবন্ত নরবলি ও সতীদাহ প্রথা যাদের মাত্র সেদিনের ঘটনা। এহেন লোকদের হাতে তরতাজা মানুষ তাও যদি সে তাদের ভাষায় যবন, ম্লেচ্ছ মুসলমান হয়, তাহ'লে তো তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা রীতিমত উৎসবের বিষয় বৈ-কি! ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, হিন্দু চরমপন্থী নেতাদের সাম্প্রদায়িক হিংসা ও দাঙ্গাবাজি রাজনীতির কারণেই 'মুসলিম লীগ' নেতারা বাধ্য হয়ে সেদিন ভারতবর্ষের বিভক্তিতে সম্মত হয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত তাদের সেই মুসলিম বিদ্বেষ ষোলআনা বজায় রয়েছে। বিভক্তির পর থেকে বিগত ৫৫ বছরে একটি বিদেশী পত্রিকার হিসাব মতে ভারতে ছোট-বড় অন্যূন ১৮০০০ প্রকাশ্য দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছে। যেখানে হিন্দুরা ঘোষণা দিয়ে মুসলমানদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করেছে এবং যেখানে নিহত মুসলিমের সংখ্যা ৫ থেকে ৬ লক্ষের মত। অসংখ্য কবরস্থানকে বানানো হয়েছে খেলার মাঠ কিংবা গরুর বাথান। দখল করা হয়েছে অগণিত মসজিদ। এমনকি মসজিদকে ক্লাব, সিনেমা হল বা গরুর গোয়াল বানানোর ঘটনাও ঘটেছে অসংখ্য।

কিন্তু মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে বিগত ৫৫ বছরে অনুরূপ ৫টি দাঙ্গার রেকর্ড কেউ দেখাতে পারবেন কি? যেখানে মুসলিম দাঙ্গাবাজরা কেবল ধর্মের কারণে হিন্দুদের খুঁজে খুঁজে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে? নেই, একটিও নেই। তার কারণ 'ইসলাম'। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে পরধর্মে সহিষ্ণু হ'তে শিখিয়েছে। মানুষকে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষ হিসাবে ভালবাসতে শিখিয়েছে। দ্বীনের ব্যাপারে কারো উপরে যবরদস্তি না করার নির্দেশ দিয়েছে। বিশ্বধর্ম ইসলামের এই বিশ্বজয়ী আদর্শকে বিশ্বের বৈষয়িক শক্তিধর মোড়লরা সর্বদা ভয়ের চোখে দেখে। আর তাই ইসলামের অগ্রযাত্রাকে তারা যেকোন মূল্যে রুখে দিতে চায়। অজুহাত না পেলেও নিজেরা অজুহাত সৃষ্টি করে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের উপরে তারা চালিয়ে যাচ্ছে একের পর এক লোমহর্ষক নিধনযজ্ঞ। ইহুদী-খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণ্যবাদী লবী একাট্টা হয়ে আজ নিশ্চিহ্ন করে চলেছে ফিলিস্তীন, কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের মুসলিম পরিচিতিকে। ইরাকে বিগত সোয়া একযুগ ধরে তারা চালিয়ে যাচ্ছে নীরব ধ্বংসযজ্ঞ। সোমালিয়া, চেচনিয়া, ফিলিপাইনে চলছে তাদের হিংস্র আগ্রাসন। লিবিয়া ও ইরানের প্রতি রয়েছে তাদের সদা শ্যেনদৃষ্টি। সর্বাধিক মুসলিম অধ্যুষিত দেশ ইন্দোনেশিয়া থেকে পূর্ব তিমুর প্রদেশটিকে তারা ইতিমধ্যে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে। লৌহমানব বলে খ্যাত সুহার্তোকে হটিয়ে বহুদলীয় হৈ চৈ তন্ত্র সৃষ্টি করে সেখানে তাদের আজ্ঞাবহ দুর্বল শাসক বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৩৭০০ কোটি ডলার ঋণের জালে আটকিয়ে পাকিস্তানী জেনারেলকে কাবু করে প্রথমে আফগানিস্তানকে পদানত করেছে। অতঃপর পাকিস্তানের ইসলামী শক্তিগুলিকে তার হাত দিয়েই নিশ্চিহ্ন করার নীলনকশা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাকী রইল দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে পকেটস্থ করা। বর্তমানে তারই প্রক্রিয়া চলছে। যদিও এর সূচনা হয়েছে ভারত বিভক্তির পর থেকেই। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন কিছু তাযা ইস্যু সৃষ্টি করার এবং তার চাইতে বেশী প্রয়োজন হিন্দুবাদী নেতা বাজপেয়ী ও আদভানীর ক্ষমতায় টিকে থাকার।

প্রথমোক্ত কারণে গত ১লা অক্টোবরে জাতীয় নির্বাচনের পরপরই তাদের এদেশীয় এজেন্টদের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের জিগির তোলা হয় এবং সেইসব নির্যাতনের কল্পচিত্র সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য কলিকাতায় বসেই নীলনকশা আঁকা হয়। কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি। গত ২২শে নভেম্বর জনৈক শীর্ষ ভারতীয় এজেন্ট ও ঘাদানিক নেতা ভিডিও-সিডি সহ ঢাকা বিমান বন্দরে হাতেনাতে ধরা পড়ায় সব জারি-জুরি ফাঁস হয়ে যায়। ফলে এর মাত্র দু'মাসের মাথায় নতুন আরেকটি ইস্যু সৃষ্টির জন্য ২২ শে জানুয়ারী কলিকাতার মার্কিন কনস্যুলেটে হামলা চালিয়ে দোষ চাপানো হয় বাংলাদেশের উপরে।

কিন্তু না, ষড়যন্ত্র বসে থাকবেনা। বাজপেয়ী-আদভানীকে ভারতের ক্ষমতায় টিকে থাকতেই হবে। তাই যে হিন্দুত্বকে উস্কে দিয়েই বিজেপি রাতারাতি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়েছিল ও তাদের নেতা বাজপেয়ী ও আদভানী যথাক্রমে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হ'তে পেরেছিলেন, সেই প্রেসক্রিপশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি শাসিত গুজরাট প্রদেশে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করা হ'ল। তার আগে তারা কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের অন্যতম শরীক দল 'বিশ্বহিন্দু পরিষদ' ও তার সহগামী শিবসেনা, বজরং প্রভৃতি দলের মাধ্যমে ও বিশেষ করে করসেবকদের মাধ্যমে ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বিজেপি নেতাদের ইন্ধনে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদের স্থলে রামমন্দির নির্মাণের জন্য ১৫ই মার্চ ২০০২ শুক্রবার তারিখ ঘোষণা করে। যদিও এবিষয়ে সেদেশের সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল, এর মাধ্যমে মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করা এবং তাদেরকে নিধন করার জন্য ইস্যু তৈরীর সাথে সাথে নিজেদেরকে হিন্দুত্বের সোল এজেন্ট হিসাবে যাহির করা। যাতে সর্বত্র হিন্দুত্বের উন্মাদনা সৃষ্টি হয় ও এর মাধ্যমে আগামী জাতীয় নির্বাচনে পুনরায় ক্ষমতায় আসা যায়। অতএব কাজটি হঠাৎ করে ঘটেনি; বরং পূর্ব পরিকল্পিতভাবে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে কাজটি করা হয় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় গিয়েই। 'করসেবক' নামীয় এইসব ধর্মান্ধরা গোদরা স্টেশনে নেমে একজন বৃদ্ধ মুসলিম দোকানদারের দাড়ি ধরে টানাটানি করে ও তাকে মারধর করে। এমতাবস্থায় তার ষোড়শী কন্যা বাপকে বাঁচাতে আসলে তারা বৃদ্ধকে রেখে তার মেয়েটিকে ট্রেনে উঠিয়ে নেয়। সন্তানকে উদ্ধারের জন্য বৃদ্ধের আর্ত চিৎকারে দু'জন হকার লাফিয়ে চলমান ট্রেনে উঠে চেইন টেনে ট্রেনটিকে স্টেশনের অদূরে থামিয়ে দেয়। তখন ট্রেনে অবস্থানরত করসেবকরা লাঠিসোটা নিয়ে জনতার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এভাবেই শুরু হয় মারামারি। এক্ষণে ঐ উন্মত্ত জনতার মাঝে উগ্রবাদী শিবসেনা, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বজরং প্রভৃতি দলের ক্যাডাররা যে লুকিয়ে ট্রেনে আগুন ধরিয়ে দেয়নি- একথা কে হলফ করে বলবে? অথচ মুসলমানদের নামে এই অগ্নিকাণ্ডের গুজব দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। অতঃপর শুরু হয় ব্যাপক মুসলিম নিধনযজ্ঞ। যে গুজরাটের মাটি মুসলমানদের রক্তে বারবার রঞ্জিত হয়েছে এবং যা মুসলমানদের বধ্যভূমি বলে পরিচিত, সেখানকার ভীত-কম্পিত মুসলমানেরা কোন্ সাহসে হিন্দুবাদী বিজেপির শাসনকালে হিন্দুদেরকে পুড়িয়ে মারার সাহস করবে? তাই আসল বিষয়টি বুঝতে কারু কষ্ট হওয়ার কথা নয়। অতএব, হে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ! ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলী ছেড়ে প্রকৃত ধার্মিক হৌন! দেশে ধর্মীয় শিক্ষা ও পরিবেশ বজায় রাখুন। ধর্মান্ধ নয়, প্রকৃত ধার্মিক নাগরিক সৃষ্টি করুন। কেননা ধার্মিক ব্যক্তিগণ কখনোই ধর্মের কারণে সহিংসতা করেন না। কারু জান-মাল-ইযযতের উপরে হামলা করেন না। বাংলাদেশী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরাও সাবধান হৌন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দ্বীনদার ও ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন! (স.স)

হাদীছ কি ও কেন?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীয নদভী**

(৩য় কিস্তি)

এতক্ষণ আমরা 'হাদীছ'-এর পরিচিতি এবং কুরআন, সুন্নাহ ও সালাফে ছালেহীনের দৃষ্টিতে-এর মর্যাদা আলোচনা করলাম। এক্ষণে 'হাদীছ' কেন? বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরতে চাই। অর্থাৎ কুরআন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হাদীছের প্রয়োজনীয়তা আছে কি? কুরআন-হাদীছ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর তথা হাদীছের প্রয়োজনীয়তার অনেক কারণ জানতে পারব। এখানে সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হ'লঃ

১. হাদীছ বা সুন্নাহ হ'ল কুরআনের ব্যাখ্যাঃ

কুরআন-হাদীছের মধ্যেকার বাস্তব সম্পর্ক হ'ল মতন আর ব্যাখ্যার সম্পর্ক। যেহেতু কুরআন মাজীদ উচ্চাঙ্গের ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি, পাণ্ডিত্য এবং সর্বোচ্চ সাহিত্য সমৃদ্ধ একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ। সেহেতু সর্বসাধারণের পক্ষে তার মর্ম বুঝা বা তার সত্যিকার অর্থ উদঘাটন করা অসম্ভব ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ 'আপনার কাছে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐসব বিবৃত করেন, যেগুলি তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ৪৪)*।

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কুরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বুঝা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান লাভ করেই কুরআনের বিধানাবলী আল্লাহ্‌র অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে সক্ষম হ'ত, তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ থাকত না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 'এরপর বিশদ বর্ণনা আমারই দায়িত্ব' *(ক্বিয়ামাহ ১৯)*।

এই আয়াতে বলা হ'ল যে, কুরআন মাজীদের আয়াত সমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলা নিজদায়িত্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি তা স্বীয় কথা, কাজ, অনুমোদন ও আখলাক্ব-চরিত্র দ্বারা নির্ভুলভাবে বলে দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে উত্তরে তিনি বলেন, كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ। 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্র হ'ল কুরআন'।[১] অর্থাৎ তিনি ছিলেন এক জীবন্ত কুরআন। তাঁর থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত হয়েছে, তা সব কুরআনেরই বক্তব্য।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, جَمِيْعُ مَا تَقُوْلُهُ الْأُمَّةُ شَرْحٌ لِلسُّنَّةِ وَجَمِيْعُ السُّنَّةِ شَرْحٌ لِلْقُرْآنِ- '(মুহাদ্দিছগণ) যা বলে তা সব সুন্নাহ বা হাদীছের ব্যাখ্যা। আর সব সুন্নাহ কুরআনেরই ব্যাখ্যা'।[২]

ইমাম শাত্বেবী (রহঃ) 'মুওয়াফাকাত' গ্রন্থে বলেছেনঃ وَكَانَتِ السُّنَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّفْسِيْرِ وَالشَّرْحِ لِمَعَانِيْ أَحْكَامِ الْكِتَابِ 'সুন্নাহ আগাগোড়া কুরআনের বিধি-বিধানের অর্থের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ'।[৩]

আল্লামা ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেনঃ عَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِّلْقُرْآنِ وَمُوَضِّحَةٌ لَهُ 'তুমি হাদীছের অনুসরণ কর, কেননা হাদীছ হ'ল কুরআনের ব্যাখ্যা'।[৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيْهِ وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ-

'আমি আপনার প্রতি এজন্যই গ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে এবং তা ঈমানদারদের জন্য হিদায়াত ও রহমত' *(নাহল ৬৪)*।

এই আয়াতেও আল্লাহ তা'আলা একথাই বললেন যে, কুরআন মাজীদের সঠিক মর্ম, উদ্দেশ্য ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মানুষকে বুঝিয়ে দেয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নবুঅতের মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং বড় দায়িত্ব। সূরা জুম'আহ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হয়েছে। সারমর্ম এই যে, যদিও কুরআন মাজীদ একটি পূর্ণ গ্রন্থ, তথাপি তা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের

---

১. মুসলিম, আহমাদ, আবুদাঊদ, ছহীহুল জামে' হা/৪৮১১।
২. সুয়ূত্বী, আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন, ২/১২৬।
৩. আল-মুওয়াফাক্বাত ৪/১০ পৃঃ।
৪. মুক্বাদ্দামাহ তাফসীর ইবনু কাছীর, পৃঃ ১১।

** খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।*

মুখাপেক্ষী। আর হাদীছে রাসূলই হ'ল তার সেই আসল ও নির্ভুল ব্যাখ্যা। ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, اَلْكِتَابُ أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ السُّنَّةِ إِلَى الْكِتَابِ 'হাদীছ কুরআনের তত মুখাপেক্ষী নয়, কুরআন হাদীছের যত মুখাপেক্ষী'।[৫] মোট কথা, হাদীছ কুরআন মাজীদের এমন এক ব্যাখ্যা, যা ব্যতীত কুরআন বুঝা অসম্ভব। এই কারণেই ইমাম আবুহানীফা (রহঃ) বলেছেন, لَوْلاَ السُّنَّةُ مَا فَهِمَ أَحَدٌ مِّنَّا الْقُرْآنَ 'যদি হাদীছ না থাকত, তাহ'লে আমাদের কেউ কুরআন বুঝতো না'।[৬]

২. হাদীছ কুরআনের মত স্বতন্ত্র অহি ঃ

আল্লাহ তা'আলা মানুষের হিদায়াতের জন্য যে 'অহি' পাঠিয়েছেন, তা দু'প্রকার। 'অহি মাতলূ' ও 'অহি গায়র মাতলূ'। 'অহি মাতলূ' অর্থাৎ যার অর্থ ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নাযিল হয়। এর নাম কুরআন মাজীদ। আর 'অহি গায়র মাতলূ' অর্থাৎ যার কেবল অর্থ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই অর্থ নিজের ভাষায় ব্যক্ত করেন। এর নাম হাদীছ ও সুন্নাহ। কুরআন মাজীদের বহু আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত। উদাহরণস্বরূপ দু'একটি আয়াত এখানে উল্লেখ করছি। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ج فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ-

'যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে বললেন। তখন স্ত্রী বলল, কে আপনাকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন? নবী (ছাঃ) বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন' *(তাহরীম ৩)*।

এই আয়াতে উল্লেখিত গোপন কথাটি হ'ল এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত যয়নব (রাঃ)-এর কাছে মধু পান করার কারণে অন্য বিবিগণ যখন মনঃক্ষুণ্ন হ'লেন, তখন তাদেরকে খুশী করার জন্য তিনি মধু পান না করার কসম খেলেন এবং বিষয়টি প্রকাশ না করার জন্য বলে দিলেন, যাতে যয়নব (রাঃ) মনে কষ্ট না পান। কিন্তু সেই বিবি এই গোপন কথা ফাঁস করে দিলেন। পরে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘটনাটি জানিয়ে দিলেন। ঘটনাটি যেহেতু আল্লাহ তা'আলাই জানিয়ে দিয়েছেন সেহেতু তা 'অহি' হবে, অন্য কিছু নয়। অথচ কুরআনে এরূপ কোন আয়াত নেই। কাজেই বোঝা গেল যে, কুরআন ব্যতীত অন্য 'অহি'ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসত। তাই হ'ল হাদীছ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ - 'আল্লাহ আপনার প্রতি ঐশীগ্রন্থ ও প্রজ্ঞা অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে এমন কিছু বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন, যা আপনি জানতেন না' *(নিসা ১১৩)*। এই আয়াতে 'হেকমত' শব্দের অর্থ হ'ল, হাদীছ ও সুন্নাহ। অর্থাৎ কুরআন যেমন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তেমনি হাদীছও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অহি, যাকে অমান্য বা অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ 'অতঃপর বিশদ বর্ণনা আমার দায়িত্ব' *(ক্বিয়ামাহ ১৯)*। এই আয়াতে কুরআনের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য জানিয়ে দেওয়া আল্লাহ্‌র দায়িত্ব অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা নিজেই বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং তা 'অহি' হবে বৈকি। কিন্তু কুরআনের কোথাও এসবের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় না। এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কুরআন ব্যতীত অন্য অহিও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি আসত। বস্তুতঃ হাদীছ ও সুন্নাহ্‌ই হ'ল সেই 'অহি'।

আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় আরো স্পষ্টভাবে বলেন,

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى-

'তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। তিনি যা বলেন, তা 'অহি' বৈ কিছু নয়' *(নাজম ৩,৪)*। এই আয়াতটি হাদীছ 'অহি' হওয়ার ব্যাপারে এক সুস্পষ্ট দলীল। এরূপ আরো অনেক আয়াত আছে, যা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে, হাদীছে রাসূলও স্বতন্ত্র 'অহি' এবং আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নাযিলকৃত।

ইমাম আওযাঈ (রহঃ) হাস্‌সান ইবনু আত্বিয়াহ থেকে বর্ণনা করেন, كَانَ جِبْرَئِيلُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ-

'জিব্রাঈল (আঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে কুরআন নিয়ে যেমন অবতরণ করতেন, তেমনি হাদীছ নিয়েও অবতরণ করতেন' (দারিমী)। তাই নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, أَلاَ إِنِّى أُوْتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ 'জেনে রেখো। আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার অনুরূপও'।[৭] হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

---

৫. মিফতাহুল জান্নাহ, পৃঃ ৪৩।

৬. শায়খ আবু গুদ্দা, লামহাত মিন তারীখিস সুন্নাহ, পৃঃ ৩২।

৭. তিরমিযী, হাকেম, আবুদাঊদ, হা/৪৬০৪।

أَحْكَامُ السُّنَّةِ الَّتِيْ لَيْسَتْ فِى الْقُرْآنِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَكْثَرَ مِنْهَا لَمْ تَنْقُصْ عَنْهَا-

'হাদীছে বর্ণিত সেসব বিধি-বিধান যা কুরআনে নেই, তা যদিও কুরআনের চেয়ে বেশী নয়, তথাপি কমও হবেনা'।[৮]

সারকথা, আল্লাহ্‌র অহি-র দু'টি অংশ। কুরআন ও হাদীছ। এখন কেউ হাদীছকে বাদ দিতে চাইলে আল্লাহ্‌র 'অহি' অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে, যা কোন দিনও সম্ভব হবে না।

৩. হাদীছ শারঈ বিধানের উৎসঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা অনেক গুণে গুণান্বিত করেছেন। তাঁর গুণাবলীর মধ্যে এটিও আছে যে, তিনি হালাল-হারামের বিধানাবলী বর্ণনা করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ -

'তিনি তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তু সমূহ' *(আ'রাফ ১৫৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ كَمَا حَرَّمَ اللّٰهُ। 'আল্লাহ্‌র রাসূল যা হারাম করেছেন, তা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তারই অনুরূপ'।[৯] এজন্যই আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামী শরী'আতের হালাল-হারাম সম্পর্কিত অনেক বিধান শুধু হাদীছ থেকেই গ্রহণ করা হয় অথচ কুরআনে তার কোন উল্লেখ নেই। উদাহরণস্বরূপ দু'একটি এখানে উল্লেখ করছিঃ

(ক) এ কথা সবার জানা যে, ইসলামের শুরু অবস্থায় এমনকি হিজরতের পরেও কিছুদিন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ ছালাতের জন্য 'বায়তুল মুক্বাদ্দাস'কেই ক্বিবলা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে যে, এটি আল্লাহ্‌র আদেশেই করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ-

'আপনি যে ক্বিবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই ক্বিবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসারী থাকে, আর কে পিঠ টান দেয়?' *(বাক্বারাহ ১৪৩)*। কিন্তু কুরআনের কোথাও বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা বানানোর কোন আদেশ পাওয়া যায় না। তাহ'লে বুঝা গেল যে, এটি হাদীছ থেকেই পাওয়া একটি বিধান।

(খ) মানুষের যখন মৃত্যু হয়, তখন মুমিন হ'লে তার জানাযার ছালাত পড়া ফরয। অথচ কুরআনের কোথাও জানাযার ছালাতের আদেশসূচক কোন আয়াত নেই। কুরআনে এতটুকু বর্ণিত আছে যে, وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَدًا 'আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হ'লে তার উপর কখনও ছালাত পড়বেন না' *(তওবা ৮৪)*। এখানে মুনাফিক্ব মারা গেলে তার উপর জানাযার ছালাত পড়তে নিষেধ করা হ'ল। কিন্তু মুসলমানের মৃত্যু হ'লে জানাযার ছালাত পড়া হবে কি-না সে ব্যাপারে কোন আদেশ কুরআনে নেই; বরং এই বিধান আমরা একমাত্র হাদীছেই পেয়ে থাকি।

(গ) ছালাতের জন্য আযান দেয়া ছহীহ উক্তি মতে ফরযে কেফায়া। অথচ আযানের আদেশসূচক কোন আয়াত কুরআনে নেই এবং আযানের শব্দগুলি কি হবে, তারও কোন বর্ণনা কুরআনে নেই। কুরআনে শুধু এতটুকুই বলা হয়েছে যে, যখন মুসলমানেরা আযান দেয়, তখন ইহুদী-খৃষ্টানেরা হাসি-তামাশা বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّ لَعِبًا ط ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّيَعْقِلُوْنَ-

'আর যখন তোমরা ছালাতের জন্য আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ তারা নির্বোধ' *(মায়েদাহ ৫৮)*। অন্যত্র বলা হয়েছেঃ إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ 'জুম'আর দিনে যখন ছালাতের আযান দেয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণের পানে ত্বরা করে এস' *(জুম'আহ ৯)*। তাহ'লে বুঝা গেল যে, আযানের বিধানটিও আমরা পেলাম শুধুমাত্র হাদীছ থেকে, কুরআন থেকে নয়।

(ঘ) সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, মৃত প্রাণী হারাম, অথচ দুই মৃত প্রাণী আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তাহ'ল মাছ এবং টিড্ডি বা পঙ্গপাল। কিন্তু এসবের কোন বর্ণনা কুরআনে নেই, শুধু হাদীছ থেকেই এই বিধান পাওয়া যায়।

(ঙ) এমনিভাবে সাধারণতঃ মনে করা হয় রক্ত হারাম, অথচ দুই প্রকারের রক্ত খাওয়া হালাল। তাহ'ল কলিজা ও যকৃত। কিন্তু এগুলির কোন বর্ণনাও কুরআনে নেই; বরং শুধু হাদীছ থেকেই আমরা পেয়ে থাকি। যেমন রাসূলে করীম (ছাঃ) এরশাদ করেনঃ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ-

'আমাদের জন্য দুই মৃত প্রাণী ও দুই রক্ত হালাল। দুই মৃত

---

৮. *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন ২/২৯০ পৃঃ।*
৯. *ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৬০৪, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ।*

প্রাণী হ'লঃ মাছ এবং টিড্ডি, আর দুই রক্তের অর্থ হ'ল কলিজা ও যকৃত'।[১০]

(চ) পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশমের কাপড় ব্যবহার যে হারাম তাও আমরা কুরআনে পাইনি; বরং হাদীছ থেকেই পেয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক হাতে স্বর্ণ ও অন্য হাতে রেশমের কাপড় নিয়ে উভয় হাত উপরে উঠিয়ে বললেন,

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِى حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ-

'এ বস্তুদ্বয় আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। তাদের মহিলাদের জন্য হালাল'।[১১]

(ছ) গৃহপালিত গাধা ও ছেদন দাঁতওয়ালা হিংস্র পশুর গোশত হারাম হওয়ার বিধানটিও শুধু হাদীছ থেকেই জানা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেনঃ أَلاَ لاَيَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلاَ كُلُّ ذِيْ نَابٍ مِّنَ السَّبُعِ 'জেনে রেখ, গৃহপালিত গাধা তোমাদের জন্য হালাল নয় এবং ছেদন দাঁতওয়ালা কোন হিংস্র পশুও হালাল নয়'।[১২]

(জ) এমনিভাবে চান্দ্রগ্রহণের ছালাত, সূর্যগ্রহণের ছালাত, প্রত্যেক নেশাযুক্ত দ্রব্য হারাম হওয়া ইত্যাদি আরো অনেক বিধানাবলী শুধু হাদীছ থেকেই আমরা জানতে পারি, কুরআন থেকে নয়। সুতরাং ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য হাদীছের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৪. সঠিকভাবে কুরআন বুঝা হাদীছের উপর নির্ভরশীলঃ

কুরআন মাজীদের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য জানার জন্য অথবা শুদ্ধভাবে তার অর্থ ও তাফসীর বুঝার জন্য শুধু আরবী ভাষা জ্ঞান ও সাহিত্যে পারদর্শী হওয়াই যথেষ্ট নয়; বরং এর জন্য চাই অনেক জ্ঞানে পারদর্শিতা। মুফাসসির আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, 'সঠিকভাবে কুরআন মাজীদের অর্থ ও তাফসীর বুঝার জন্য পনের রকমের জ্ঞানে পারদর্শী হ'তে হয়। যথা, আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, ইলমে ছরফ, ইলমে ইশতেক্বাক, মা'আনী, বয়ান, বদীঈ, ইলমে ক্বিরাআত, উছূলে দ্বীন, উছূলে ফিক্বহ, আসবাবে নুযূল ও ঘটনাবলী, নাসেখ, মানসূখ, ইলমে ফিক্বহ, হাদীছ এবং ইলমে লাদুন্নী। এসকল জ্ঞান হ'ল তাফসীরে কুরআনের জন্য মাধ্যম। উক্ত জ্ঞানগুলিতে গভীর পারদর্শিতা অর্জন ব্যতীত কেউ কুরআনের তাফসীর করলে, তা হবে 'তাফসীর বিররায়' অর্থাৎ মনগড়া তাফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ'।[১৩] ইমাম ইবনু কাছীর বলেন, 'মনগড়া তাফসীর করা হারাম'।[১৪] আসল কথা হ'ল সব জ্ঞান থাকলেও যদি হাদীছের জ্ঞান না থাকে অথবা হাদীছকে বাদ দেয়া হয়, তাহ'লে কুরআন বুঝা অসম্ভব। এখানে আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।-

(ক) আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُوْنَ-

'যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত' *(আন'আম ৮২)*।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন ছাহাবীগণ একে ভারী মনে করলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে পাপের মাধ্যমে নিজের উপর কোন যুলুম করেনি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, তোমরা আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে সক্ষম হওনি। আয়াতে 'যুলুম' বলে শিরককে বুঝানো হয়েছে। দেখ অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ 'নিশ্চিত শিরক বিরাট যুলুম' *(লোক্বমান)*।[১৫]

কাজেই আয়াতের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র সত্ত্বা ও গুণাবলীতে এবং ইবাদতের বেলায় কাউকে অংশীদার স্থির করে না, সে শাস্তির কবল থেকে নিরাপদ ও সুপথপ্রাপ্ত।

(খ) হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ 'ক্বিয়ামতের দিন যে ব্যক্তিরই হিসাব নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে'। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একথা শুনে আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য কোরবান করুন। মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ কি বলেননি, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيْنِه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا 'যাকে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, তার হিসাব খুব সহজ করে নেওয়া হবে'। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ذَاكَ الْعَرْضُ، يُعْرَضُوْنَ، وَمَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ। 'এতো আমলনামা পেশ করার কথা, যা এভাবে পেশ করা হবে। কিন্তু পরখ করে যার হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে'।[১৬]

[চলবে]

১০. *ইবনু মাজাহ হা/৩৩৭৭।*
১১. *ছহীহ ইবনু মাজাহ ৩/১৯৭ পৃঃ, হা/৩৬৬২।*
১২. *আবুদাউদ হা/৪৬০৪; তিরমিযী হা/২৬৬৪; ইবনু মাজাহ।*
১৩. *আল-ইত্বক্বান ফী উলূমিল কুরআন ২/১৮০, ১৮১ পৃঃ।*
১৪. *তাফসীরে ইবনে কাছীর পৃঃ ১৩।*
১৫. *ছহীহ বুখারী, কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া, হা/৩৪২৯।*
১৬. *ছহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর হা/৪৯৩৯।*

আশূরা ও কারবালা

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল**

ভূমিকাঃ

চান্দ্রবৎসরের প্রথম মাস হিসাবে মুহাররাম মাসের বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদা রয়েছে। এই মাসটি 'আশহুরুল হুরুম' এরও অন্যতম। তাছাড়া এই মাসের দশ তারিখ নিয়ে বহু কাহিনী ও বর্ণনা আমরা শুনে থাকি। তবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যে ঘটনাটি আমরা পেয়ে থাকি তা হ'ল, সাড়ে তিন হাযার বছরেরও পূর্বে মিসরের স্বেচ্ছাচারী ও স্বৈরাচারী শাসক আল্লাহদ্রোহী ফির'আউনের চরম নির্যাতন ও নিপীড়ন এবং নিষ্পেষণের হাত হ'তে উক্ত দশই মুহাররামে হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মাত বনী ইসরাঈল মুক্তি পেয়েছিলেন। আর সেই কারণে উক্ত তারিখটি 'আশূরা' হিসাবে স্বীকৃত।

কালক্রমে ১০ই মুহাররামে হয়তঃ আরো ঘটনা ঘটতে পারে বা ইতিপূর্বে সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের অর্ধ শতাব্দী পর তাঁর নয়নের মণি কলিজার টুকরা প্রিয় দৌহিত্র এবং ফাতিমা (রাঃ)-এর আদরের ধন হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ) ও আহলে বায়তসহ সফর সঙ্গীদের যে মর্মান্তিক শাহাদত বরণের ঘটনা উক্ত তারিখে সংঘটিত হয়েছিল তা ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ত্যাগ ও সততার যে মহান দৃষ্টান্ত সেইদিন স্থাপন করেছিলেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে ক্বিয়ামত পর্যন্ত উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হয়ে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে এবং ন্যায়ের পথের সংগ্রামীদের যুগ-যুগান্তর ধরে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

তাই আমাদের জানা প্রয়োজন উক্ত তারিখে সংঘটিত দু'টো ঘটনার কোন্টি প্রকৃতভাবে 'আশূরা'র সাথে সম্পৃক্ত। দু'টো ঘটনার তাৎপর্য ও শিক্ষণীয় দিকইবা আমাদের জন্য কী নিহিত রয়েছে।

আশূরার প্রেক্ষাপটঃ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রেক্ষাপটে 'আশূরা'র প্রকৃত ঘটনা হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের মুক্তি বা বিজয়ের মধ্যেই নিহিত এবং সীমাবদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে উক্ত বিজয়ের পূর্বাপর বর্ণনা দিতে গিয়ে সূরা ক্বাছাছে এরশাদ করেন, 'ফির'আউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয়ই সে ছিল বিপর্যয় সৃষ্টিকারী। আমার ইচ্ছা হ'ল- তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার, যাদেরকে এই পৃথিবীর মধ্যে দুর্বল করা হয়েছিল, আর তাদেরকে নেতা ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে পৃথিবীর ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফির'আউন, হামান ও তাদের সৈন্যদের তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত' *(ক্বাছাছ ৪, ৫, ৬)*।

ফির'আউন যখন জ্যোতিষী মারফৎ তার স্বপ্নের ব্যাখ্যায় জানতে পেরেছিল যে, বনী ইসরাঈল হ'তে এমন একজন মহান পুরুষ জন্মগ্রহণ করবেন, যিনি তার প্রভুত্বের যবনিকাপাত ও সাম্রাজ্যের অবসান করবেন। যার ফলে ফির'আউন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত উপরোক্ত বর্বরতার উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও তাফসীরে সেই বিষয়ে বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এহেন প্রতিকূল অবস্থায় সেই মহামানবের জন্ম। তাই আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর শৈশব, যৌবন ও তাঁর প্রতিপালন এবং উত্থান সম্পর্কে সূরা 'ক্বাছাছে' ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে গিয়ে ফির'আউনের পতন সম্পর্কে উক্ত সূরার ৩৯ ও ৪০ নং আয়াতে এরশাদ করেনঃ 'ফির'আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না। অতঃপর আমি তাকে ও তার বাহিনীকে পাকড়াও করলাম, তৎপর আমি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলাম। অতএব পর্যবেক্ষণ কর অত্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে'।

আল্লাহ তা'আলা এখানে ফির'আউনের পতন তথা বনী ইসরাঈলের উত্থান প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন। আর এই যে বিজয়! এই দিনটিই ছিল দশই মুহাররাম। তথা 'ইয়াওমে আশূরা'। আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে লক্ষ্য করে উক্ত বিজয় দিবসের স্মরণ করিয়ে দিয়ে সূরা বাক্বারাহ্‌র ৫০ নং আয়াতে এরশাদ করেছেন, 'আর যখন আমি তোমাদের জন্য সাগরকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছিলাম, অতঃপর তোমাদেরকে মুক্তি দিয়েছি এবং নিমজ্জিত করেছি ফির'আউনের লোকদেরকে। আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করেছিলে'।

বিজয়ের অপূর্ব আনন্দ বনী ইসরাঈল উপভোগ করেছিল। স্বাধীনতার কি চরম সুখ ও পরম তৃপ্তি তারা সেদিন অনুধাবন করতে পেরেছিল। এই মহা আনন্দের দিনে হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করেন এবং পরবর্তীতে এই মহান বিজয়ের স্মরণে তিনি 'আশূরা'র ছিয়াম পালন করতেন। আর এই ধারাবাহিকতায় বিশ্বনবী (ছাঃ) ছিয়াম পালন করতেন।

হযরত মূসা (আঃ)-এর ছিয়াম ও বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর নির্দেশনাঃ

'আশূরা' যে মূলতঃ প্রভুত্বের দাবীদার ফির'আউনের চির পতন এবং যুগে যুগে নিপীড়িত বনী ইসরাঈলের মুক্তির ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয় সে প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখযোগ্য,

* *সুপারেনটেনডেন্ট, ভারাডাঙ্গী দারুস-সুন্নাহ দাখিল মাদরাসা, বিরল, দিনাজপুর।*

عن إبن عـبـاس أن رسـول الله صلى الله عليـه وسلم قـدم المدينـة فـوجـد اليـهـود صيـامـا يوم عاشوراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا اليـوم الذى تصـومـونـه فـقـالوا هذا يوم عظيم انجى الله فـيـه مـوسى وقـومـه وغـرق فـرعـون وقـومـه فصامـه موسى شكرا فنحـن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه –

'হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে ইহুদীদেরকে আশূরার দিনে ছিয়ামরত অবস্থায় পেলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ বললেন, এটি কোন্ দিন, যাতে তোমরা ছিয়াম পালন করছ? তারা বলল, এটি একটি মহান দিন। আল্লাহ তা'আলা এই দিনে মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায়কে নাজাত প্রদান করেছিলেন এবং ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়কে (সমুদ্রে) নিমজ্জিত করেছিলেন। তাই এই দিনে মূসা (আঃ) শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম রেখেছিলেন। অতএব আমরাও এই দিনে ছিয়াম রাখি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের তুলনায় আমরাই মূসার বেশী হক্বদার ও নিকটতম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম রাখলেন এবং এই দিনে ছিয়াম রাখার নির্দেশ প্রদান করলেন।[১]

আশূরার ছিয়াম সম্পর্কে অন্য বর্ণনায় ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা উক্ত দিনের সংশ্লিষ্টতা কিসের সাথে তা আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যেমনঃ

هذا يوم نجى الله بنى اسـرائيل من عـدوهم فصامه موسى عليه السلام.... الخ

'এই দিনে আল্লাহ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেন। ফলে মূসা (আঃ) এই দিনে ছিয়াম পালন করেছিলেন' *(হাদীছটি মুসলিম শরীফেও বর্ণিত হয়েছে)*।[২]

বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা শুধু এটাই স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, আশূরা হ'ল ফির'আউন ও তার বাহিনী কর্তৃক যুগ-যুগান্তর যাবৎ চরম নির্যাতিত বনী ইসরাঈলের মুক্তি।

জাহেলী যুগে কুরাইশরা আশূরার ছিয়াম পালন করত। নবুঅতের পূর্বে বিশ্বনবী (ছাঃ)ও তা পালন করেছেন। মদীনায় হিজরতের পরেও তিনি পালন করেছেন এবং লোকদেরকে তা পালন করতে বলেছেন...'।[৩] অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনান্তে আমরা সুস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারি যে, হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর উম্মত বনী ইসরাঈলের মুক্তি ও সফলতা, যা আজ হ'তে সাড়ে তিন হাযার বছরেরও অধিক সময় পূর্বে ১০ই মুহাররামে সংঘটিত হয়েছিল তাই হ'ল আশূরা। আর সেখানেই আশূরার তাৎপর্য ও স্বকীয়তা নিহিত। গোলামীর শিকল ভেঙ্গে একটি মযলূম জাতির স্বাধীনতা অর্জন, অন্যায়ের উৎপাটন এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাই এর মর্মবাণী।

আশূরাতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে স্মরণ করতে চাই, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ছিয়াম রাখতেন এবং তাঁর উম্মাতগণকে উহা পালনে উৎসাহ প্রদান করেন। রামাযানের ছিয়ামের পর এই ছিয়ামকে তিনি সর্বোৎকৃষ্ট ছিয়াম হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪] তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি এই ছিয়াম রাখবে তার এক বছরের গুনাহ সমূহ মাফ হয়ে যাবে।[৫] তবে মহানবী (ছাঃ) তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে ইহুদীদের বিপরীত পন্থা অনুসরণের লক্ষ্যে ১০ই মুহাররামের পূর্বে অথবা পরে আরো একদিন ছিয়াম রাখার আশা ব্যক্ত করেন।[৬] আমরা কেউ আশূরার ছিয়াম পালন করতে চাইলে আমাদের দু'টো ছিয়াম রাখতে হবে। আর তা হ'ল ৯ ও ১০ই মুহাররাম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররাম। সেই সঙ্গে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস রাখতে হবে 'আশূরা' বা ১০ই মুহাররামের সাথে শারঈ বিধানের সম্পর্ক এতটুকুতেই সীমাবদ্ধ।

আশূরার শিক্ষা ও ফির'আউনের পতনঃ

মিথ্যা যতই শক্তিশালী হোক না কেন সত্যের কাছে তার পতন ও পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্বৈরাচারিতা ও আল্লাহদ্রোহীতার সকল সীমা-পরিসীমা অতিক্রমকারী পৃথিবীর সর্বকালের ইতিহাসে নিকৃষ্টতম নরকীট ফির'আউনের সকল দর্প, আভিজাত্য ও অহমিকা এই দিনে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং একত্ববাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিধায় উক্ত দিনে আমাদের সেই মহান প্রভুর কথাকে স্মরণ করে তাঁর প্রতি সদা-সর্বদা আনুগত্যশীল থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এই পৃথিবীতে কেউ কোনদিন টিকতে পারেনি এবং পারবে না।

এক ফির'আউন মহান স্রষ্টার ন্যায়বিচারে পৃথিবীর বুক হ'তে পর্যুদস্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হ'লেও যুগে যুগে এবং দেশে দেশে শত শত ফির'আউনের আবির্ভাব ঘটেছে। কিন্তু সেই

১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'নফল ছিয়াম' অধ্যায় পৃঃ ১৮০।*
২. *মুসলিম হা/১১৩০।*
৩. *বুখারী, ১ম খণ্ড, ২৬৮ পৃঃ হা/২০০২ 'ছওম' অধ্যায়।*
৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অধ্যায়।*
৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪।*
৬. *মুসলিম হা/১১৩৪।*

সাথে অন্যায়ের প্রতিরোধ শক্তির উন্মেষ ও উত্থানও ঘটেছে যথেষ্ট পরিমাণে। ফলে মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিকতার শোচনীয় পরাজয় হয়েছে। শত প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সত্যের শাশ্বত বিধান টিকে থেকেছে। আশূরার শিক্ষার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য তখনই আমরা অনুধাবন করতে পারব যখন আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভয়ে সকল অত্যাচারী, সীমালংঘনকারী ও বাতিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে পারব।

উল্লেখ্য যে, মিসরের শাসকগণকে ফির'আউন বলা হ'ত। আর হযরত মূসা (আঃ)-এর সময় যে ফির'আউন ছিল তার নাম নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন, তার নাম 'দ্বিতীয় রামেসিস'। আর কারো মতে 'মারণেপতাহ'। বিভিন্ন গবেষণার প্রেক্ষিতে ডক্টর মরিস বুকাইলি উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বের গোড়ার দিকে হযরত মূসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন। এরপর তিনি চলে যান মাদায়েনে। সেখানে তাঁর অবস্থান কালেই ৬৭ বছর রাজত্ব করার পর দ্বিতীয় রামেসিস প্রাণত্যাগ করেন।[৭] পরবর্তীতে মারণেপতাহ পিতার উত্তরাধিকারী হয়। সেও পিতার মত ঔদ্ধত্য আচরণের অধিকারী এবং আল্লাহদ্রোহী ও সীমালংঘনকারী ছিল। পরবর্তীতে হযরত মূসা (আঃ) তার রাজত্বকালে মিসরে ফিরে আসেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى 'ফির'আউনের কাছে যাও, নিশ্চয়ই সে সীমালংঘন করেছে' *(নাযি'আত ১১)*।

ফির'আউনের মমির উপর গবেষণার প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত গবেষক ও বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলি আরো উল্লেখ করেছেন, 'দ্বিতীয় রামেসিসের সন্তান মারণেপতাহ-ই ছিলেন সেই ফির'আউন, যিনি হযরত মূসার নেতৃত্বে ইহুদীদের মিসর ত্যাগের ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন এবং মারা পড়েছিলেন সমুদ্রে ডুবে। এই ফির'আউন মারণেপতাহ্‌র মমিকৃত দেহটি আবিষ্কার করেন মিঃ লরেট ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে থেবেসের রাজকীয় উপত্যকা থেকে। সেখান থেকে মমিটিকে কায়রো নিয়ে আসা হয়। ১৯০৭ সালের ৮ই জুলাই এলিয়থ স্মীথ এই মমিটির আবরণ উন্মোচন করেন।[৮]

যাই হোক يوم عاشوراء তে নিমজ্জিত ফির'আউনের নিষ্প্রাণ দেহটি আল্লাহ তা'আলা ভবিষ্যতে সকল সচেতন মানুষ এবং সেই সাথে অপরিণামদর্শী আল্লাহদ্রোহীদের জন্য শিক্ষণীয় করে রাখতে তার দেহটি সংরক্ষণের ঘোষণা সংক্রান্ত আয়াতে ইরশাদ করেনঃ

'আর বনী ইসরাঈলকে আমি পার করে দিয়েছি নদী। অতঃপর তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে ফির'আউন ও তার সেনাবাহিনী দুরাচার ও বাড়াবাড়ির উদ্দেশ্যে। এমনকি যখন তারা ডুবতে আরম্ভ করল তখন বলল, এবার বিশ্বাস করে নিচ্ছি যে, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যাঁর উপর বনী ইসরাঈল ঈমান এনেছে। বস্তুতঃ আমিও মুসলমানগণের অন্তর্ভুক্ত। এখন এই কথা বলছ! অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করেছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। অতএব আজকের দিনে আমি তোমার দেহকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি। যাতে তা তোমার পশ্চাদবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়। আর নিঃসন্দেহে বহু লোক আমার মহাশক্তির প্রতি লক্ষ্য করে না' *(ইউনুস ৯০-৯২)*।

ফির'আউনের পতনের মধ্যেই ১০ই মুহাররাম বা আশূরার শিক্ষা নিহিত। আর সেই শিক্ষা গ্রহণ করতঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বদা মহান স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যশীল থাকতে হবে। জীবনের শেষ মুহূর্তে বা অন্তিমলগ্নে আত্মসমর্পণের কোনই মূল্য নেই। যেমন ফির'আউনের জীবনে তা কাজে আসেনি। বরং আল্লাহ তা'আলা নছীহত স্বরূপ তার দেহটি রেখে দিলেন। তাই সত্যের প্রতি সদা বিশ্বাসী থাকতে হবে। এই প্রসঙ্গে ডঃ মরিস বুকাইলির নিম্নোক্ত বক্তব্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণঃ

'এ যুগের অনেকেই আধুনিক তথ্য প্রমাণের আলোকে ধর্মীয় গ্রন্থের বিভিন্ন বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাই করে নিতে চান। তাদের কাছে অনুরোধ, তারা যেন মেহেরবানী করে কায়রো গমন করেন এবং তথাকার মিসরীয় যাদুঘরের 'রয়্যাল মমিজ' কক্ষে সংরক্ষিত ফির'আউনের এই মমিটি দর্শন করে আসেন। আর তাহ'লেই তারা বুঝতে পারবেন, কুরআনের আয়াতে ফির'আউনের মরদেহ সংরক্ষণ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তার বাস্তব উদাহরণ কত জাজ্বল্যমান।[৯]

কারবালার ঘটনাঃ

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তিরোধানের প্রায় ৫০ বছর পর ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররাম কারবালার বিয়োগান্ত ও মর্মান্তিক ঘটনা তথা রাসূল (ছাঃ)-এর কলিজার টুকরা হযরত হুসাইন (রাঃ) এবং তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের হৃদয় বিদারক শাহাদতের ঘটনা সংঘটিত হয়।

প্রেক্ষাপটঃ

হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তৎপুত্র ইয়াযীদ খিলাফতের দায়িত্বে আসীন হ'লে অধিকাংশ মুসলমান বিশেষতঃ মক্কা-মদীনা ও কূফার মুসলমানগণ ইয়াযীদের আনুগত্য স্বীকার করেনি। এমনকি কূফাবাসী হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে কূফায় আসার আমন্ত্রণ জানায় এবং খিলাফত পুনরুদ্ধারে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়। উল্লেখ্য, হযরত আলী (রাঃ) মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী মদীনা হ'তে কূফায় স্থানান্তর করেছিলেন। আর কূফাতেই তাঁর শাহাদতের মধ্য দিয়ে প্রকৃত খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। অতঃপর হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সিরিয়ার দামেশককে রাজধানী স্থাপন করেন।

---

৭. *ড. মরিস বুকাইলি বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, রূপান্তরঃ আখতার-উল-আলম, (ঢাকাঃ রংপুর পাবলিকেশন্স লিমিটেড,, ২য় সংস্করণঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮), ৩৭৫ পৃঃ।*

৮. *প্রাগুক্ত, ৩৮২ পৃঃ।*

৯. *প্রাগুক্ত ৩৮৫ পৃঃ।*

পরবর্তীতে কূফাবাসীরা খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে কূফায় এসে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করে বার বার পত্র পাঠায়। তাদের এরূপ বহু অনুরোধ সম্বলিত পত্র প্রাপ্তির ফলে হযরত হুসাইন (রাঃ) তাঁর চাচাত ভাই মুসলিম বিন আক্বীলকে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে কূফায় প্রেরণ করেন। মুসলিম সেখানে গিয়ে পরিস্থিতি অনুকূল মনে করে হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে তা অবহিত করেন।

অবশেষে যখন তিনি কূফা অভিমুখে রওয়ানা করতে উদ্যত হ'লেন তখন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস সহ অনেক ছাহাবী (রাঃ) ও মদীনাবাসী তাঁকে স্বীয় পিতার করুণ শাহাদতের কথা ও কূফাবাসীদের সিদ্ধান্তহীনতা এবং আচরণের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইরাকে না যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি সকল বাধা ও শত অনুরোধ উপেক্ষা করে কূফা অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। যাবার প্রাক্কালে শেষবারের মত স্বীয় মাতামহ, বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর 'রওযা মুবারক' যিয়ারত করে নিলেন।

হিতাকাংখীদের সকল বাধা ও শত অনুরোধ পিছনে রেখে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুমহান লক্ষ্যে কূফা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলেন হুসাইন (রাঃ)। পরিবার-পরিজন তথা আহলে বায়তসহ ১৪৫ জন সঙ্গী নিয়ে ধূসর মরুভূমির পথ-প্রান্তর পাড়ি দিলেন। পথিমধ্যেই তিনি কূফার অবস্থা অবহিত হ'লেন এবং জানতে পারলেন যে, ইবনু যিয়াদ কঠোর হস্তে ইয়াযীদ বিদ্রোহীদের দমন করে দামেশকের পক্ষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন। আর তাঁর দূত মুসলিম বিন আক্বীল তাদের হাতে শহীদ হয়েছেন। অতঃপর তিনি ঐতিহাসিক ক্বাদেসিয়া প্রান্তরের তিন মাইল দূরে থাকতে ইয়াযীদ সেনাপতি অথবা গোত্রপ্রধান তাঁরই হিতাকাংখী হুর বিন ইয়াযীদের সম্মুখীন হ'লে তার মাধ্যমে কূফার বিস্তারিত অবস্থা অবহিত হয়ে মক্কা-মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১০]

কিন্তু মুসলিম হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাঁর ভাইয়েরা মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে ফিরে যেতে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু ইতিমধ্যে কূফার সৈন্যরা হুসাইন (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের ঘিরে ফেলে। ফলে ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর পশ্চিম তীরে কারবালার ধূসর মরু প্রান্তরে তাঁরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। যালিম সৈন্যরা ফোরাতের তীরও ঘিরে রাখে। যাতে তাঁরা পানিটুকুও গ্রহণ করতে না পারে।

ঘটনার সূত্রপাতঃ

হযরত হুসাইন (রাঃ) কোন উপায় না দেখে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য গভর্ণর ইবনু যিয়াদের সেনাপতি ওমর ইবনু সা'আদের নিকট নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাব পাঠান- (১) আমাকে অন্য সীমান্তবর্তী অঞ্চলে চলে যেতে দেওয়া হোক অথবা (২) আমাকে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের সুযোগ প্রদান করা হউক কিংবা (৩) ইয়াযীদের নিকট নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

সেনাপতি শর্তসমূহ গ্রহণ করতঃ সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির জন্য প্রাদেশিক রাজধানী কূফায় দূত পাঠালেন। গভর্ণর দূরাচার ওবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদের কুটিলতা সবকিছুকে ধূলিস্যাৎ করে দিল। সে কোনরূপ কর্ণপাত না করে বার্তা প্রেরণ করল যে, হুসাইন (রাঃ)-কে সর্বপ্রথম ইয়াযীদের অনুকূলে আমার হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে হবে। হযরত হুসাইন (রাঃ) এহেন অপমানের চেয়ে জিহাদ করে শাহাদতের অমৃত সুধা পান করা অতি উত্তম মনে করলেন।

শুরু হ'ল মুখোমুখি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। ফোরাতের তীরে যারা হুসাইন (রাঃ)-এর ইমামতিতে ছালাত আদায় করল সেই সৈনিকগণ এবার হুসাইন ও তাঁর পরিজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করল। অবরুদ্ধ কারবালা। নদীর তীর ঘেষে যালিম সৈনিকগণ, যাতে আল্লাহ তা'আলার অফুরন্ত নে'মত পানিটুকুও তাঁরা গ্রহণ করতে না পারে। খাদ্য নেই, পানি নেই। শিশুদের হাহাকার আর স্নেহময়ী মাতার বুক ফাটা করুণ আর্তনাদ। মাত্র ৭২ জন বীর মুজাহিদ নিয়ে হযরত হুসাইন (রাঃ) বীর বিক্রমে জিহাদ করে শাহাদত বরণের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর জন্য উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলেন। সিনান ইবনু আনাস তাঁর দেহ হ'তে মস্তক বিচ্ছিন্ন করার চরম পাশবিকতার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম সেই করুণ আর্তনাদ ও হৃদয় বিদারক ঘটনার দৃশ্য তাঁর 'মোহররম' কবিতায় এইভাবে তুলে ধরেছেনঃ

'গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদে কচি মেয়ে ফাতিমা
আম্মাগো! পানি দাও, ফেটে গেল ছাতিমা।
নিয়ে তৃষা সাহারার দুনিয়ার হাহাকার
কারবালা প্রান্তরে কাঁদে বাছা আহা কার।
দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভি দামামা
হাঁকে বীর 'শির দেগা নেহি দেগা আমামা'।
অথবা
'হলকুমে হানে তেগ্ ও কে বসে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁধিয়ারা বাতিতে।
আসমান ভরে গেল গোধূলীতে দুপুরে
লাল-নীল খুন ঝরে কুফরের উপরে। (অগ্নিবীনা)[১১]

পরবর্তী ঘটনাঃ

অবরুদ্ধ বা বন্দী মহিলা ও শিশুদেরসহ মানব মুকুট বিশ্বনবী (ছাঃ)-এর নয়নের মণি হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর ছিন্ন মস্তক প্রথমে কূফার নরপিশাচ, পাষণ্ড গভর্ণর ইবনু

১০. *সাপ্তাহিক আরাফাত, ২৬ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, (ঢাকাঃ ১লা অক্টোবর ১৯৮৪) 'মুহাররম ও তা'যিয়া'- মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ৪র্থ পৃঃ ১ম কলাম।*

১১. *কবিতা সংগ্রহ, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চতুর্থ পুনঃমুদ্রণঃ ডিসেম্বর ১৯৯২) ২৫৭- ২৫৯ পৃঃ।*

যিয়াদের নিকট পাঠানো হয়। এই প্রসঙ্গে ছহীহুল বুখারীর হাদীছঃ

عن انس بن مالك اتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل فى طست فجعل ينكت وقال فى حسنه شيئا فقال انس كان اشبههم برسول الله صلعم وكان مخضوبا بالوسمة-

'আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন হুসাইন (রাঃ)-এর পবিত্র শির কূফার আমীর ইবনে যিয়াদের নিকট আনা হ'ল এবং তা একটি বড় প্লেটের মধ্যে রাখা হ'ল তখন ইবনু যিয়াদ তাঁর চোখ ও নাকের মধ্যে আঘাত করতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করল। অতঃপর আনাস (রাঃ) বললেন, হুসাইন (রাঃ)-এর আকৃতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আকৃতির সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল।[১২] কূফা হ'তে ছিন্ন মস্তক ও বন্দীদের রাজধানী দামেশকে ইয়াযীদের দরবারে পাঠানো হয়।

'ইয়াযীদ ও তাঁর পরিবারবর্গের কাছে যখন হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের সংবাদ পৌঁছে তখন তাঁরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁর জন্য ক্রন্দন করেছিলেন। অতঃপর ইয়াযীদ হুসাইন (রাঃ)-এর পরিবারবর্গকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জানান এবং বিশেষ সম্মানের সাথে মদীনায় পাঠান।[১৩]

কারবালার ফলাফলঃ

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়। হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের মাধ্যমে যে শী'আ মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তা কারবালার ঘটনার মধ্য দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে শী'আ মতাবলম্বীদের সীমাহীন মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বর্ণনা এবং কল্পিত ও বানোয়াট অসংখ্য হাদীছসমূহ কারবালার ঘটনাকে জনগণের কাছে অতি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। শোক-মাতম, তা'যিয়া-মুর্ছিয়া ইত্যাদি রসম-রেওয়াজ ইবাদত ও অশেষ পুণ্যের কাজে পরিণত হয়েছে। যা কথিত সুন্নীগণও ছওয়াব ও পারলৌকিক মুক্তির আশায় ১০ই মুহাররামে 'আশূরা'র নামে পালন করে থাকেন। আবার অনেকে এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন যে, এই ঘটনাটির সাথেই আশূরার সম্পর্ক নিহিত। এই ঘটনার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে একটি বিভ্রান্তিকর মতবাদ শী'আ মতবাদ কারবালার যথাযথ শিক্ষাকে গ্রহণ না করে অপব্যাখ্যা প্রদানেই লিপ্ত।

কারবালার ঘটনায় শী'আগণ উজ্জীবিত হয়। পরবর্তীতে তারা মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় 'ফাতেমীয় খিলাফত' প্রতিষ্ঠিত করে তাদের মতবাদ ও অভিনব ফেৎনাসমূহকে আরো প্রসারিত করে। সুন্নীগণের মাঝেও তাদের ধ্যান ধারনা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) 'হুসাইন ইবনু আলী (রাঃ) ও ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া' নামক লেখনীতে শী'আদের মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীছ এবং অলীক কথাগুলির অসারতা প্রমাণ করে কারবালার নামে বানোয়াট বা হুসাইন (রাঃ)-এর অতিরঞ্জিত প্রশংসা ও তাঁর সম্পর্কে শরী'আত বহির্ভূত বক্তব্য এবং ইয়াযীদের মাত্রাতিরিক্ত কুৎসা ও বিষোদগারের তথ্য ও প্রমাণভিত্তিক এবং যুক্তিসঙ্গত জওয়াব দিয়েছেন। তাঁর দু'একটি বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

'শাহাদতনামা' নাম দিয়ে আশূরার দিনে যে বইগুলি পঠিত হয়, তার অধিকাংশই মিথ্যা, জাল, প্রক্ষিপ্ত ও কিংবদন্তিতে পরিপূর্ণ। অথচ এই শ্রেণীর বই-পুস্তককে সম্বল করেই আজকাল গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ চালানো হয়। প্রকৃত ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য যে যোগ্যতা ও শ্রমস্বীকার আবশ্যক মূলতঃ তার অভাবই সবচাইতে বেশী। আর এর কুফলও অত্যন্ত মারাত্মক। যারা এইসব বই প্রণয়ন করেছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল গোলযোগের নিত্য নতুন দ্বারোদঘাটন করা এবং মুসলিম সমাজে কলহ ও শ্রেণীসংগ্রামের বিষ ছড়ানো।

হুসাইন (রাঃ)-এর প্রতি সহানুভূতির দাবীদার শী'আদের নেতা ছিল মুখতার ইবনু উবায়দ আল-কায্যাব। এ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, ছাক্বীফ গোত্রে মিথ্যাবাদী ও ঘাতক উত্থিত হবে। আর শী'আ মুখতারই ছিল সেই মিথ্যাবাদী'।[১৪]

কারবালার ঘটনা শী'আ মতবাদকে আহলে বায়তের প্রতি সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শনের নামে মিথ্যার বেসাতি গড়তে সাহায্য করে। যার খপ্পরে পড়ে কথিত আহলুস্-সুন্নাতও বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আতের মহড়া দিয়ে চলেছে। আশূরার প্রকৃত শিক্ষা ও তাৎপর্য অনুধাবন না করে তারা কারবালার শোক-মাতম করাই আশূরার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে করেন। এক্ষেত্রে পাক-ভারত উপমহাদেশের মুসলমানগণও যথেষ্ট অগ্রসর। উর্দূ, ফার্সী ও বাংলা সাহিত্যের কল্পিত গল্প-উপন্যাসের ন্যায় কারবালার ঘটনাও সেই খাতে প্রবাহিত হয়েছে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ 'বিষাদ সিন্ধু'। প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধানের অলসতা কিংবা জ্ঞানের স্বল্পতা কারবালার ফলাফলকে বাতিল প্রতিষ্ঠা করার সহায়ক করে তুলেছে (না'উযুবিল্লাহ)। অতএব এর ফলাফল যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক হয় সেই লক্ষ্যে আমাদের সচেষ্ট হ'তে হবে।

আশূরা ও কারবালার সম্পর্কঃ

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করতে পারি যে, আশূরার সাথে কারবালার কোনই সম্পর্ক

১২. সহীহ আল-বুখারী, ৩য় খণ্ড, 'মানাকিব' অধ্যায় হাদীছ নং ৩৪৬৫।
১৩. সাপ্তাহিক আরাফাত, ১৯ বর্ষ ১৭ সংখ্যা (ঢাকাঃ ৩রা জানুয়ারী ১৯৭৭ ইং) ২য় পৃঃ, ৩য় কলাম।
১৪. মাসিক আত-তাহরীক, মে '৯৮ সংখ্যা, পৃঃ ১৫; গৃহীতঃ মুসলিম 'ফাযায়েলে ছাহাবা' অধ্যায় হা/২৫৪৫।

নেই। কেননা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যা সহজেই অনুমেয়, তা হ'ল ফির'আউনের পতন এবং হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির মাধ্যমে প্রদত্ত বিজয়ই 'আশূরা'। সেই সুবাদে হযরত মূসা (আঃ) শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম রেখেছিলেন। আর বিশ্বনবী (ছাঃ)ও তা নিজে পালন করেন এবং উম্মাতগণকে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

মহানবী (ছাঃ)-এর তিরোধানের ৫০ বছর পর কারবালার ঘটনার সাথে কোনভাবেই আশূরার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক থাকতে পারে না। হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের গুরুত্ব অবশ্যই ইসলামে রয়েছে। কিন্তু আশূরার তাৎপর্যমণ্ডিত এই দিনে এই শাহাদত সংঘটিত হওয়ার কারণেই এর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়ে তা মহিমান্বিত হয়েছে। যদি তা না হ'ত তাহ'লে হযরত ওমর, উছমান, আলী, হামযা, ইবনু যুবাইর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীদের শাহাদতের ন্যায় আমাদের দৃষ্টিতে সাধারণ শাহাদতের মর্যাদা পেত। বিধায় কারবালার ঘটনাই যে আশূরা তা নিছক সীমালংঘন ব্যতীত অন্য কিছু নয়। অতএব আশূরা এমন একটি দিন, যা কারবালার ঘটনার দুই হাযার বছর পূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনা। যার বর্ণনা এবং উক্ত দিনের করণীয় সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। তাই ১০ই মুহাররামে কারবালার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার কারণে তা কোনক্রমেই আশূরার সাথে সম্পৃক্ত হ'তে পারে না।

আশূরার নামে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আত সমূহঃ

কারবালাকে কেন্দ্র করেই আশূরার নামে বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আত যুক্ত রসম-রেওয়াজ অদ্যাবধি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সমাজে চালু রয়েছে। যেমন-

(১) 'হায় হোসেন, হায় হোসেন!' করে বুক চাপড়ানো ও রক্ত ঝরানো (২) লাঠি খেলা (৩) মহানবী (ছাঃ)-এর নামে জাল হাদীছ চালু করে এই ধারনা পোষণ করা যে, যে ব্যক্তি ১০ই মুহাররামে চোখে সুরমা লাগাবে, তার সারা বছর চোখের অসুখ হবে না (৪) ১০ই মুহাররামে গোসল করলে সারা বছর অসুখ হবে না মর্মে গোসল করা (৫) মুহাররামের চাঁদে বিয়ে-শাদী না করা (৬) বিশেষ খানাপিনার ব্যবস্থা করা (৭) হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও ইয়াযীদকে গালমন্দ করা। এমনকি কাফির বলা (না'উযুবিল্লাহ)। (৮) মিথ্যা কান্নার অভিনয় করা ও জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা (৯) তা'যিয়ার নামে মিথ্যা কুবর বানিয়ে সেখানে সিজদা করা (যা করলে অবশ্যই মুশরিক হ'তে হবে)। (১০) মিথ্যা কুবরের গিলাফ ও খাটিয়া ধরে চুমু খাওয়া এবং তার ধূলো-বালি শরীরে লাগানো। (১১) তার নিকট কল্যাণ ভিক্ষা করা। (১২) হুসাইন (রাঃ)-এর নামে তাবারক বিতরণ করা।

উল্লেখ্য, হিন্দুদের 'দশহরা' অনুষ্ঠান কোন এক মাসের দশ তারিখে কোন এক যুদ্ধের ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে হয়ে থাকে। সেখানে তারা রাম রাম (?) বলে বুক চাপড়ায়। হতভাগা মুসলমানরাও মুহাররাম মাসের দশ তারিখে হুসাইন-ইয়াযীদের লড়াইয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'হায় হোসেন! হায় হোসেন! শব্দে চারদিক মুখরিত করে তোলে'।[১৫]

তা'যিয়াঃ

'তা'যিয়া' অর্থ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা। হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের পর তাঁর পরবর্তী জীবিত বংশধরকে সমবেদনা প্রকাশের জন্য এই কল্পিত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। যা স্পষ্টতঃ কুবর পূজার শামিল। তা'যিয়া বানিয়ে দূর্গা ডুবানোর ন্যায় তা মাটিতে দাফন করা হয়ে থাকে। চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে ফাতেমীয় শাসক মুঈয্যুদ্দৌলা সর্বপ্রথম এর প্রচলন করেন। ৮০১ হিজরীতে তৈমূর লং ভারত জয় করার পর তার মাধ্যমে এ দেশে তা'যিয়ার প্রচলন হয়। তৈমূরের পর সম্রাট হুমায়ূন স্বীয় তুর্কী মন্ত্রী বৈরাম খাঁকে কারবালাতে পাঠিয়ে যমরদ পাথরের তৈরী ৪৬ তোলা ওযনের একটি তা'যিয়া ভারতে নিয়ে আসেন।

অতএব 'আশূরা'র নামে প্রচলিত উপরোক্ত শিরক ও বিদ'আত হ'তে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করে আশূরার তাওহীদি চেতনায় উজ্জীবিত হ'তে হবে। পাশাপাশি কারবালার যে প্রকৃত আদর্শ হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের মাধ্যমে লুক্কায়িত সেই সুপ্ত আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে হবে। খিলাফতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আমাদের তাওহীদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'তে হবে।

কারবালার শিক্ষাঃ

১০ই মুহাররামে কারবালার প্রান্তরে হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত এবং এই গৌরবদীপ্ত আত্মদান পরবর্তীদের জন্য এক চিরন্তন অম্লান শিক্ষা। এই দিনকে কেন্দ্র করে দেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাজনীতিবিদগণ বিবৃতি দিয়ে থাকেন। জ্ঞানী-গুণী ও বুদ্ধিজীবি এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ এর তাৎপর্য ও শিক্ষার উপর সভা, সেমিনারে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করে অনেকেই বলেন, তিনি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ইয়াযীদের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সেই সাথে পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী কথিত ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও উক্ত বক্তব্য দিয়ে থাকেন। কোন্ জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা এহেন কথা বলে থাকেন তা আমাদের বোধগম্য নয়।

প্রকৃতপক্ষে তিনি খুলাফায়ে রাশেদার আদর্শে উজ্জীবিত খিলাফতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ইয়াযীদের রাজতন্ত্র ও তার রাজকীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং অমিত

১৫. সাপ্তাহিক আরাফাত, ২৬ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, 'মুহাররম ও তা'যিয়া', ৪র্থ পৃঃ, ২য় কলাম।

তেয়ে জিহাদ করতে করতে শাহাদত বরণ করেন। নিঃসন্দেহে গণতন্ত্র আর খিলাফত এক বিষয় নয়। তাঁর এই জ্বলন্ত এবং জীবন্ত আদর্শ অন্তরে প্রদীপ্ত রাখতে খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। সকল মুসলমানকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে 'হায় হোসেন! হায় হোসেন!' রবে চিৎকার করা, মুর্ছিয়া গাওয়া, কুম্ভিরাশ্রু ফেলা এবং লাঠিখেলা দেখিয়ে ও যুদ্ধের মিথ্যা অভিনয় আর নকল কারবালা বসিয়ে এবং সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে কারবালার শিক্ষা নিহিত নয়। শোক-মাতম নয়; বরং মুসলমানদের মাথাকে উচ্চ রেখে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য অকুতোভয়ে লড়তে হবে। তাই জাতীয় কবির সেই উদাত্ত আহ্বান আমাদের উজ্জীবিত করে তোলে।

'কত মোহররম এলো, গেল চলে বহু কাল,
ভুলিনিগো আজো সেই শহীদের লহু লাল।
মুসলিম! তোরা আজ 'যয়নাল আবেদীন'
'ওয়া হোসেনা! ওয়া হোসেনা' কেঁদে তাই যাবে দিন!
ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,
ত্যাগ চাই, মর্ছিয়া ক্রন্দন চাহিনা।
উষ্ণীষ কুরআনের, হাতে তেগ আরবীর,
দুনিয়াতে নত নয় মুসলিম কারো শির।
তবে শোন ঐ শোন বাজে কোথা দামামা
শমশের হাতে নাও, বাঁধো শিরে আমামা'। (অগ্নিবীনা)[১৭]

১৭. *কবিতা সংগ্রহ, ২৫৯ পৃঃ।*

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই
শতরূপার অঙ্গীকার
শতরূপা জুয়েলারী হাউস
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

নিরাময় হোমিও হল
এখানে অর্শ. আঁচিল, টিউমার, বাত, পুরাতন আমাশয়, মাথা ব্যাথা, চক্ষু রোগ, হাঁপানী, চর্মরোগ, মুত্রকষ্ট, ধ্বজভঙ্গ, মহিলাদের রক্তস্রাব, সাদাস্রাব, গ্যাষ্টিক, আলসার রোগ সহ সর্বপ্রকার জটিল রোগীর সু-চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।
ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীন রেযা
(ডি,এইচ,এম,এস), ঢাকা।
চেম্বারঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের ১নং গেটের সামনে নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

মাহে মুহাররাম

*গোলাম রহমান**

চান্দ্রবৎসরের প্রথম মাসের নাম মুহাররাম। আল্লাহ পাক আরবী বার মাসের মধ্যে চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সে চারটি মাস হ'ল মুহাররাম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ। এ মাসগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-খারাবী ইত্যাদি অন্যায়-অপকর্ম হ'তে দূরে থেকে এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মীয় কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ 'এই মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার কর না' *(তওবা ৩৬)*।

ফযীলতঃ

মুহাররাম মাসে ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে অনেক পুণ্য অর্জন করা যায়। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিনে ছিয়াম পালন করেন। অতএব আমরাও এদিনে ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন'।[১]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল- মুহাররাম মাসের ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত'।[২]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে এই দিন (আশূরার দিন), এই মাস (রামাযান মাস) ছাড়া কোন দিনের ছিয়াম পালনের জন্য এত অধিক খেয়াল রাখতে এবং উহাকে অপর দিন সমূহের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করতে দেখিনি।[৩]

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশূরার দিন ছিয়াম পালন করলেন এবং উহাতে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ দিলেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এ দিবসকে তো ইহুদী ও খৃষ্টানরা সম্মান করে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যদি আগামী

* *শিক্ষক, হোসেন বিশ্বাস সালাফিয়া মাদরাসা, শুকুলপট্টি, নাটোর।*
১. *মুসলিম, হা/১১৩০।*
২. *মুসলিম, মিশকাত, হা/২০৩৯, 'নফল ছিয়াম' অধ্যায়।*
৩. *মিশকাত, হা/২০৪০।*

বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহ'লে ইনশাআল্লাহ ৯ই মুহাররাম সহ ছিয়াম পালন করব'।[৪]

প্রচলিত আশূরাঃ

আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী এ মাসে রক্তপাত হারাম ও অবৈধ। কিন্তু হযরত হুসাইন (রাঃ) কারবালা প্রান্তরে মর্মান্তিকভাবে শাহাদত বরণের পর যতবার মুহাররম মাসের আগমন ঘটেছে, ঠিক ততবারই মুসলিম সমাজের একটি দল রক্তের হুলিয়া খেলেছে। পৃথিবী যেন ততবারই কারবালার প্রান্তরের মর্মান্তিক দৃশ্য অবলোকন করেছে। ইসলামের অভ্রান্ত নীতিকে পরিত্যাগ করে এরা ভ্রান্ত ও স্বকপোল কল্পিত নীতি প্রণয়ন করে ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্যকলাপ দ্বারা বিদ'আতী আচার-অনুষ্ঠানের সয়লাব করেছে। অথচ প্রচলিত মুহাররাম পর্বের সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। ইসলামী বিধান মতে মুহাররাম হচ্ছে মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলের ফেরাউনের বন্দীশালা থেকে মুক্তিলাভ। এ কারণে নফল ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। পক্ষান্তরে বিদ'আতী মুহাররাম হচ্ছে শাহাদতে হুসাইনকে কেন্দ্র করে ধুমধামের সাথে শোকদিবস পালন করা।

অথচ শোকদিবস পালন করা ইসলামী শরী'আত বিরোধী। যেখানে ছিয়ামের পবিত্রতা নেই, আছে কেবল নানা প্রকারের শিরকী ও বিদ'আতী কুসংস্কারপূর্ণ কার্যকলাপ। যেমন ভূয়া কবর বানিয়ে তা'যিয়া প্রদর্শন করা, সেখানে গিয়ে তার কাছে কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা, তাকে ইষ্ট-অনিষ্টের একচ্ছত্র অধিপতি মনে করে তাঁর কাছে কল্যাণ লাভের ও অকল্যাণ থেকে মুক্তি কামনা করা, কবরের ধুলা গায়ে মালিশ করা, তার দিকে অবনমিত হয়ে সিজদা করা, তার সম্মানে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে হায় হুসাইন! হায় হুসাইন বলে চিৎকার করা, বুক চাপড়িয়ে রক্ত বের করা, তা'যিয়া দেখার মানত করা, তা'যিয়ার সম্মানে রাস্তায় জুতা খুলে খালি পায়ে চলা, হুসাইনের নামে মোরগ-উড়িয়ে দেওয়া, ঐ নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে স্ত্রীলোকদের বাতি জ্বালানো, ঐ নামের কেক বানিয়ে বরকতের জন্য বিক্রি করা ও বরকত লাভের আশায় তা ক্রয় করা, শোক মিছিল করা, কালো ব্যাজ পরিধান করা, 'তবারক' বিতরণ করা, হুসাইন ও ইয়াযীদের নামে ভূয়া সৈন্য সেজে উভয় পক্ষে ভীষণভাবে লাঠালাঠি ও মারামারি করা এবং সেটাকে খুব বরকতপূর্ণ মনে করা, তৈরীকৃত 'ইমামবাড়া'গুলিতে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে ছাগল বেঁধে নিশান করে আঘাত করতে করতে সেটাকে তিলে তিলে কষ্ট দিয়ে হত্যা করা এবং সেটাকে মহাপুণ্যের কাজ সম্পাদন করা হয়েছে বলে মনে করা ইত্যাদি কাজগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ কুসংস্কার, বিদ'আত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শিরকী বিদ'আত।[৫]

৪. মিশকাত, হা/২০৪১।

৫. অধ্যাপক আবদুন নূর সালাফী, সুন্নাত বনাম বিদ'আত (রংপুরঃ ১৯৮৬), পৃঃ ৯২-৯৪।

তা'যিয়ার ইতিহাসঃ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে কারো তা'যিয়া তৈরী করা হয়নি। ৬৬ হিজরীতে মুখতার ছাক্বাফী হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দাবি নিয়ে মাথাচাড়া দেন এবং একটি চেয়ারকে হযরত আলী (রাঃ)-এর নাম করে বনী ইসরাঈলের ত্বাবূতের মত পবিত্র এবং বিজয় লাভের উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেন।[৬] এই চেয়ারটির অনুকরণ করে প্রায় আড়াইশ' বছর পর তা'যিয়া আবিষ্কৃত হয়।

ঐতিহাসিকরা বলেন, হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের ৩৫০ বছর পর্যন্ত পৃথিবীর কোথাও তা'যিয়া এবং মুহাররাম উৎসব পালিত হয়নি। ৩৫২ হিজরীতে ফাতেমীয় খলীফা মুইয্যুদ্দৌলা সর্বপ্রথম ইরাকের বাগদাদে তা'যিয়া তৈরী করেন এবং শী'আদের সমস্ত প্রথা জারী করেন। তিনি হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে 'ঈদের দিন' হিসাবে ঘোষণা করেন। শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও অধিক গুরুত্ব পায়।

অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররামকে তিনি 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন ও মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাঁথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন।[৭] এরপর শী'আ রাজা তৈমুরলঙ্গ এই তা'যিয়া প্রথাকে বাজারে চালু করেন। তারপর মোগল সম্রাট হুমায়ূন ৯৬২ হিজরীতে তাঁর পুত্র আকবরের গৃহ শিক্ষক বৈরাম খাঁকে ইরাকের কারবালায় পাঠিয়ে সবুজ মার্বেল পাথরের নির্মিত ৪৬ তোলা ওযনের একটি তা'যিয়া ভারতে আনেন। তখন থেকেই ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য শী'আ অধ্যুষিত প্রান্তে তা'যিয়া প্রথা চালু হয়ে পড়ে।[৮]

হানাফী আলেমগণের দৃষ্টিতে তা'যিয়াঃ

ভারতের বিখ্যাত হানাফী আলেম মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী বলেন, মুহাররামের ১০ম দিনে কিংবা অন্য কোন সময়েও তা'যিয়া, ঝাণ্ডা ও দুলদুল প্রভৃতি তৈরী করা বিদ'আত। এর প্রমাণ নবী করীম (ছাঃ) থেকে তাবেঈন

৬. শাহরস্তানী, আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল ১/১৯৯ পৃঃ।

৭. ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ ৮/১৮৪ পৃঃ; শাহ মঈনুদ্দীন আহমাদ, তারীখে ইসলাম ৪/১৩ পৃঃ; মাসিক আত-তাহরীক, মে ১৯৯৮, পৃঃ ১২।

৮. তালখীছ মোরাক্কায়ে কারবালা ও তোহফাতুল বোকআহ-এর বরাতে মাসিক আহলেহাদীছ, (কলিকাতাঃ ১৯ নং মারকুইস লেন) ৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৬৫ ও ৬৬।

পর্যন্ত পাওয়া যায় না। এসব জিনিষ নিজেদেরই আবিষ্কৃত এবং নির্ধারিত। যার সম্মান করা 'ঠাকুর পূজা'র মতই। এ ব্যাপারে ইমাম শা'বী (রহঃ)-এর কিতাব 'কিফায়াহ'তে যে হাদীছটি আছে, যার উপর ভিত্তি করে জাহেলরা তা'যিয়া জায়েয বলে, তার বিশদ বর্ণনা হচ্ছে- একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি জান্নাতের দরজা ও সুলোচনা হুরদের চুমু খাবার কসম করেছি। নবী করীম (ছাঃ) তাকে তার মায়ের পা ও কপাল এবং পিতার ললাট চুমু খাবার হুকুম দিলেন। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! যদি আমার বাপ-মা না থাকে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাদের কবরে চুমু খাও। লোকটি বলল, যদি আমি তাদের কবর চিনতে না পারি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি দু'টি রেখা টান এবং তন্মধ্যে একটিকে মায়ের ও অপরটিকে বাপের কবর মনে করে চুমু খাও। তাহ'লে তোমার কসম ভঙ্গ হবে না'।

আলোচ্য হাদীছটি শি'আদের তৈরি করা অসংখ্য জাল হাদীছের একটি।[৯]

তিনি আরো বলেন, 'তা'যিয়ার কাছে কিছু চাওয়া নাজায়েয। যদি কেউ তা'যিয়ার কাছে এই বিশ্বাস রাখে যে, সে আমার আশা পূরণ করবে, তাহ'লে এরূপ ব্যক্তি কাফের'।[১০]

ব্রেলী হানাফী দলের প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আহমাদ রেযা খান বলেন, 'তা'যিয়া রাখা নিঃসন্দেহে এবং নাজায়েয ও হারাম। যারা তা'যিয়ার সামনে মানত করে তারা জেনে নিন যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ছাড়া অন্য কারো কাছে মানত করা হারাম।[১১] এ মর্মে রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ نَذْرَ فِيْ مَعْصِيَةِ الرَّبِّ 'আল্লাহ্‌র নাফারমানীতে কোন মানত নেই'।[১২] তথাপি যদি কেউ ভুল করে আল্লাহ্‌র অবাধ্যমূলক কাজের মানত করে ফেলে তার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ 'আল্লাহ্‌র নাফরমানীমূলক কোন কাজের মানত করলে তা পূরণ করতে হবে না'।[১৩] সুতরাং তা'যিয়ার সামনে মানত করা হারাম।

৯. *আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী, মাজমু'আহ ফাতাওয়া (দেওবন্দঃ ১৯৬৯ খৃঃ) পৃঃ ৯৩ ও ৯৪।*
১০. *ঐ, পৃঃ ৯৫।*
১১. *মাসিক আহলেহাদীছ, প্রাগুক্ত; গৃহীতঃ রেসালা তা'যিয়াদারী, পৃঃ ৪; ফাতাওয়া সালাফিইয়াহ ২/৪২০ পৃঃ।*
১২. *আবূদাঊদ।*
১৩. *আবূদাঊদ ২/১১৩ পৃঃ; মিশকাত, পৃঃ ২৯৮।*

হানাফী ফিক্বহের বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানযুদ দাক্বায়েক্ব'-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে আছে- الاجماع على حرمة النذر للمخلوق অর্থাৎ 'কোন সৃষ্টজীবের কাছে মানত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম'।

মাওলানা আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী বলেন, আল্লাহ ছাড়া অপরের নামে শিরনী কিংবা ফিরনী ধনী-গরীব সবার উপরেই হারাম।[১৪]

কোন কোন জায়গায় দশই মুহাররামে শরবত বাঁটা হয় এবং উহার নাম 'নাযরে হুসাইন' বা হুসাইনের মানত বলা হয়। এই শরবতও ঐ মানতের পর্যায়ে পড়ে বিধায় ইহা পালন করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যা উৎসর্গিত হয় তা হারাম' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

তা'যিয়াকে সিজদা করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সূর্যকে সিজদা কর না এবং চন্দ্রকেও নয়; বরং সেই আল্লাহ্‌কে সিজদা কর, যিনি উহাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে চাও' *(হা-মী-ম সাজদাহ ৩৭)*।

আল্লামা শা'বী হানাফী লিখেছেন, اما فى شريعتنا لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد لوجه من الوجوه د من فعل ذلك فقد كفر- অর্থাৎ 'আমাদের শরী'আতে কোন উপায়েই একজনের অপরজনকে সিজদা করা জায়েয নয়। আর যে এরূপ করবে সে কাফের' *(কিফায়া)*।

মুহাদ্দিছ আবদুল হক হানাফী বলেন, 'কবরে চুমু দেওয়া, সিজদা করা এবং গাল রগড়ানো হারাম' *(মাদারেজুন নুবুউওয়াহ)*।

হানাফী ফাতাওয়া 'তাতারখানিয়া'য় আছে যে, কবরে চুমু দেওয়া খৃষ্টানদের স্বভাব। মুসলমানরা যেন এরূপ না করে।

মুহাদ্দিছ মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, يحرم الطواف حول قبور الانبياء والاولياء অর্থাৎ 'নবী ও অলিদের কবরের চারপাশে চক্কর দেওয়া হারাম'।[১৫]

অমুসলিমদের দৃষ্টিতে তা'যিয়াঃ

ঐতিহাসিক এম, গ্রাসিন ডি ট্যাসিন বলেন, 'মুহাররামের

১৪. *মাজমূ'আহ ফাতাওয়া ২/৮৫ পৃঃ।*
১৫. *মাসিক আহলেহাদীছ, প্রাগুক্ত; গৃহীতঃ মিরক্বাত শরহে মিশকাত, মীরাতে মুহাম্মাদী, পৃঃ ১৬ ও ১৭।।*

তা'যিয়া অবিকল হিন্দু 'দুর্গাপূজা'র অনুকরণ। দুর্গোৎসব যেমন দশ দিন ধরে চলে এবং শেষ দিন ঢাক-ঢোল বাদ্য বাজনাসহ পূজারীগণ প্রতিমাসহ মিছিল করতঃ তাকে নদী অথবা পুকুরে বিসর্জন দেয়, মুসলমানগণও অনুরূপভাবে দশ দিন ধরে মুহাররামের উৎসব পালন করে। শেষ দিন দুর্গা বিসর্জনের ন্যায় ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মিছিল করে তা'যিয়া পানিতে বিসর্জন দেওয়া হয়।[১৬]

ডাঃ জেমস্ ওয়াইজ মুহাররাম উৎসবকে হিন্দুদের 'রথযাত্রা' উৎসবের অনুরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। মিসেস এইচ আলী বলেন, দীর্ঘদিন হিন্দুদের সংস্পর্শে থেকে মুসলমানগণ তাদের ধর্মীয় উৎসবগুলিকে হিন্দুদের অনুকরণে মিছিলের আকারে বাহ্যিক জাঁক-জমকপূর্ণ করে তুলেছে। ইউরোপীয়দের ন্যায় বিদেশী মুসলমানগণ বাংলার মুসলমানদের এ ধরনের ধর্মীয় উৎসবাদিকে ইসলামের বিকৃতকরণ ও অপবিত্রকরণ মনে করেছেন।[১৭]

উপরের আলোচনা হ'তে স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, মুহাররাম মাসের দু'টি ছিয়াম পালন করা আমাদের করণীয়। এছাড়া যা কিছু করা হয় তার সবটুকুই শিরক এবং বিদ'আতে পরিপূর্ণ। আসুন! এসব বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন! আমীন!!

১৬. আব্বাস আলী খান, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশঃ মার্চ ২০০০) পৃঃ ৬২।
১৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬২। গৃহীতঃ এ, আর, মল্লিক, বৃটিশ পলিসি ও বাংলার মুসলমান।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম
আপনাকে আতিথেয়তা করাই হোক আমাদের একমাত্র
কফি হাউস
চাইনিজ রেস্টুরেন্ট
নতুন আঙ্গিকে মজাদার ... ারের জগতে
উপভোগ করুন, আজই
আপনি পেতে পারেন
খাবারের স্বাদ! হ্যাঁ, আ
মাত্র ৬০ টাকায় চাইনিজ
কোন খাবার সরবরাহ
কোন অনুষ্ঠান, বিয়ের জ

ইল্ম-ই অজ্ঞতা ধ্বংসকারী

*শেখ মাহদী হাসান**

অন্ধকার বিদূরণে আলোকের কামনায় জ্ঞানের ভূমিকাই মুখ্য। জ্ঞান মানবজীবনের আলোকবর্তিকা স্বরূপ। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার সবই অজ্ঞতার বিষবাষ্পে এককেটি বিষফোঁড়া হয়ে মানব সমাজকে আক্রান্ত করে তোলে। প্রকৃত জ্ঞানই মানব সমাজে বিদ্যমান যাবতীয় সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে। ইল্ম বা জ্ঞান প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে তোলে, উদ্ভাসিত করে তোলে অপার মহিমায়। বলা বাহুল্য, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক নর-নারীর উপর ইল্ম তথা জ্ঞানার্জন করা ফরয।[১] জ্ঞান অর্জন বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে। তবে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে, 'পাঠ করা'। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে,

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ،

'পাঠ কর! তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন' *(আলাক্ব ১)*। এই পাঠ করার ফলে অন্তরে জ্ঞানের নহর বইতে থাকে। পাঠকের হৃদয়ে পঠিত বিষয়বস্তু স্থায়ীভাবে গেঁথে যায়। তারপর সেগুলি মুখের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তিনিই তাকে (মানুষকে) শিখিয়েছেন' *(আর-রহমান ৪)*। এই বর্ণনা অপরের হৃদয়ে ঝংকার তোলে, জাগিয়ে তোলে সুপ্ত-ঘুমন্ত চেতনাকে। আবার অনেক সময় লব্ধ জ্ঞানকে লেখনীর মাধ্যমে শৃংখলাবদ্ধও করা হয়ে থাকে।

'যত বেশী আস্বাদন করা যায়, পড়া যায় ততই জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটে। একটি জিনিস একবার না বুঝলে, বার বার পড়তে হয়। মহান আল্লাহ্র নাযিলকৃত প্রথম আয়াত সমূহে পড়ার কথা দু'বার বলা হয়েছে। এখানে 'পড়' কথাটাকে দু'বার ব্যবহারের তাৎপর্য এটা হ'তে পারে যে, বার বার না পড়লে, কোন বিষয় আয়ত্ত হয় না। কুরআন যতই পড়া হয়, ততই নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার খুলে যায়।[২] আর এতেই জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, নতুন জ্ঞানের অভিজ্ঞতায় সুসমৃদ্ধ হয় হৃদয়-মন। তারপর আমরা সেটিকে লিখে প্রকাশ করতে পারি। মহান আল্লাহ বলেন, اَلَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ 'যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন' *(আলাক্ব ৪)*। কত স্পষ্ট ঘোষণা। কলমকে ব্যবহার করতে হবে। অক্ষরের

** কারবালা রোড, ওয়াপদা, যশোর।*
১. মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট ২০০১, পৃঃ ২৬ গৃহীতঃ বায়হাক্বী, ছহীহ ইবনু মাজাহ ১/৯২ পৃঃ হা/১৮৪ সনদ সহীহ তাখরীজু ফিক্বহিস সীরাহ হা/৭১।
২. মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (ডিসেঃ ১৯৯৭), 'দরসে কুরআন' জ্ঞান অর্জন কর; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃঃ ৬।

সাথে নিবিড় পরিচয় রাখতে হবে।[৩] একটি আছারে রয়েছে, 'জ্ঞানকে লিখে নাও'।[৪] অতএব জ্ঞানকে কলমের মাধ্যমেই লিখে নিতে হবে। বর্ণিত আছে যে, সাবা-এর রাণী বিলক্বীস-এর সিংহাসন চোখের পলকে উঠিয়ে আনার দায়িত্বপ্রাপ্ত 'কাওযান' (كوزن) নামক জনৈক দুষ্ট জিন ইফরীত (عفريت)-কে হযরত সুলায়মান (আঃ) জিজ্ঞেস করেন, 'কথা' কি? সে বলল, 'হাওয়া, যা স্থায়ী থাকে না'। তিনি বললেন, তাহ'লে তা ধরে রাখার উপায় কি? জিন বলল, 'লেখনী'। অতএব কলম হ'ল ধারক, যা ইল্‌মকে ধরে রাখে। যা পাঠককে কাঁদায় ও হাসায় *(তাফসীরে কাবীর)*।[৫]

তাহ'লে বুঝা যাচ্ছে, জ্ঞানকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার মাধ্যম হচ্ছে লেখা, যা কলম ব্যবহারে সম্পাদিত হয়। যদিও আধুনিক আবিষ্কারে কলম ছাড়াও পৃথিবীতে বিদ্যমান জ্ঞান ভাণ্ডারের অধিকাংশই হাতে লেখা প্রাচীন বই-পুস্তকে লিপিবদ্ধ। মূল কথা হচ্ছে, লেখার জন্য কলম উপকরণ মাত্র। আধুনিক প্রযুক্তিতে অন্য কিছুও এর স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে।

'ক্বলম' আরবী শব্দ, যার অর্থ কর্তন করা। মুখে উচ্চারিত কিংবা হৃদয়ে উৎসারিত ভাষাকে কলমের রেখা দিয়ে কেটে কেটে বর্ণ ও শব্দ তৈরি করতে হয় বলে একে 'কলম' বলা হয়। কলমের মাধ্যমে হাযার বছরের প্রাচীন বিষয়কে আমরা সদ্যজাত দেখতে পাই, মৃত জ্ঞানী মানুষের কথা জানতে পারি। তাঁর জ্ঞানবত্তা সম্পর্কে অবহিত হই। অন্ধকারে পথ খুঁজে পাই। 'কলম' তাই জ্ঞান বিকাশের স্থায়ী মাধ্যম। 'কলম' তাই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগের একমাত্র বাহন।[৬] অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত জ্ঞানের যে ধারাবাহিকতা, জ্ঞানের যে পরিশীলন-পরিপঠন ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তা করলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে যে, প্রথম কখন কিভাবে জ্ঞানের চর্চা শুরু হ'ল? সৃষ্টির আদিতেই শিক্ষা ছাড়াই মানুষ সবকিছু জেনে ফেলেছে, এটা অসম্ভব। বস্তুতঃ মানুষ কিছুই জানত না। আল্লাহ তা'আলাই তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। তাদেরকে সর্বপ্রথম ইল্‌ম শিক্ষা দিয়েছেন, অজানা বিষয় জানিয়েছেন, যা মানুষ জানত না। মহান আল্লাহ বলেন, عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 'তিনি শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না' *(আলাক্ব ৫)*। অর্থাৎ অজানা বিষয় আল্লাহ মানুষকে জানিয়ে অজানার প্রতি মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন, যার ফলে মানুষ জ্ঞানের পরিস্ফূরণ ঘটাল, নতুন নতুন জ্ঞানালোকে বিচরণ করতে লাগল। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا 'আর তিনি আদমকে যাবতীয় নাম শিক্ষা দিলেন' *(বাক্বারাহ ৩১)*।

এই সমস্ত নাম আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে কিভাবে শিক্ষা দিলেন? সমস্ত বস্তুর নাম একত্রে শিক্ষা দিলেন, নাকি বিশেষ বিশেষ বস্তু সম্পর্কে ধারণা দিলেন? হাফেয ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, 'বিশুদ্ধ মত এই যে, আল্লাহ তা'আলা আদমকে সকল কিছুর নাম, শ্রেণী, গুণাবলী ও কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত করলেন। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, উদরোৎসারিত মরুৎ পর্যন্ত বাদ পড়েনি। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রাণী, বস্তু, শ্রেণী ও তাদের ছোট-বড় সর্ববিধ কার্যকলাপ সম্পর্কে তাকে জ্ঞান দান করা হয়েছে'।[৭] ক্বিয়ামতের সেই কঠিন দিনে মুমিনগণ সমবেত হয়ে বলাবলি করবে, কেউ যদি আমাদের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করত! এরপর তারা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি মানব জাতির পিতা। আল্লাহ পাক আপনাকে নিজের হাতে গড়েছেন। তাঁর ফেরেশতারা আপনাকে সিজদা করেছেন। তিনি আপনাকে সব কিছুর নাম শিখিয়েছেন....।[৮]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সকল কিছুর নাম কি অগোছালো বা অবিন্যাস্তভাবে তাঁকে (আদমকে) শিখানো হ'ল, নাকি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে শিখানো হ'ল? মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সেগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে শিখানোই সমীচীন। ইবনু জারীর (রহঃ) আবূবকর আল-হাসান ও ক্বাতাদাহ্ হ'তে সনদসহ বর্ণনা করেন যে, 'তাঁকে (আদমকে) আল্লাহ সকল কিছুর নাম শিখিয়েছেন এবং প্রত্যেকটি বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে পেশ করা হয়েছে'।[৯] অতএব বুঝা গেল, মহান আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছুর নাম 'শ্রেণীবিন্যাস' করে আদম (আঃ)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন, যাতে সমস্ত কিছু সুবিন্যাস্তভাবে মনে রাখা সম্ভব হয়। অথচ অবাক ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমানে জীববিদ্যা (উদ্ভিদবিদ্যা+প্রাণীবিদ্যা) সম্পর্কিত আলোচনায় গ্রীক দার্শনিক এরিস্টোটল্‌কে 'শ্রেণীবিন্যাস' পদ্ধতির জনক বলা হচ্ছে। আর সুইডিশ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াসকে বলা হচ্ছে আধুনিক শ্রেণীবিন্যাসের জনক।[১০] কিন্তু উপরের দলীল-প্রমাণ সমৃদ্ধ আলোচনায় আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, জ্ঞানের এই ধারাটির স্রষ্টা চিরাচরিত নিয়মে মহান আল্লাহ তা'আলা এবং তিনিই সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-কে 'শ্রেণীবিন্যাস' পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব এই পদ্ধতি

---

৩. *মাসিক দারুস সালাম, নভেম্বর-ডিসেম্বর-২০০০, ৩য় বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, প্রবন্ধঃ আল-কুরআনের আলোকে শিক্ষা এ.এইচ.এম শামসুর রহমান, পৃঃ ৫৮।*

৪. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৮শ খণ্ড পৃঃ ২১৪।*

৫. *মাসিক 'আত-তাহরীক' ঐ, পৃঃ ৭।*

৬. *মাসিক 'আত-তাহরীক' ঐ, পৃঃ ৭।*

৭. *তাফসীর ইবনে কাছীর, অনুবাদঃ অধ্যাপক আখতার ফারূক, ১ম খণ্ড (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯২), পৃঃ ২৮১।*

৮. *বুখারী, কিতাবুত তাফসীর (তাফসীর অধ্যায়)।*

৯. *ইবনে কাছীর, ঐ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৩।*

১০. *নাসিম বানু, উচ্চ মাধ্যমিক প্রাণিবিজ্ঞান, (রঙ্গন পাবলিশার্স, জুন ১৯৯৯), পৃঃ ১০৯।*

অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। এরিস্টোটল্, লিনিয়াসরা এই পদ্ধতি আদৌ আবিষ্কার করেননি। তারা পুরনো পদ্ধতির নতুন সংস্করণ করেছিলেন মাত্র। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনের উপর যতবেশী গবেষণা করা যাবে, ততই জ্ঞানের বিভিন্ন উৎস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এবং দেখা যাবে, পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞানের উৎস হচ্ছে মহান আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' তথা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ।

পরম দয়ালু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সঠিক জ্ঞান লাভের ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের হেদায়াতের জন্য আলো-অন্ধকারকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে জ্ঞানকে আলোকের সাথে তুলনা করেছেন, আর অজ্ঞতাকে অন্ধকার বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمى وَالْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمَاتُ وَالنُّوْرُ। 'বল, অন্ধ ও চক্ষুষ্মান কি সমান? অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? *(রা'দ ১৬)*। যেমনিভাবে অন্ধ ও চক্ষুষ্মান সমান হ'তে পারে না, তেমন একত্ববাদী এবং মুশরিক (বহুশ্বরবাদী) কখনও সমান হ'তে পারে না। কারণ একত্ববাদীর হৃদয় সর্বদা তাওহীদের জ্ঞানে পরিপূর্ণ থাকে, যেটা থেকে মুশরিক সম্পূর্ণরূপে মাহরূম থাকে। একত্ববাদীর চোখ আছে, তিনি তাওহীদের আলো দেখতে পান। কিন্তু মুশরিকের দৃষ্টিসীমায় এই তাওহীদের নূর কখনই প্রতিফলিত হয় না। ফলে সে অন্ধই থেকে যায়।[১১] আর এই অজ্ঞতা-অন্ধকার কখনই সমাজের জন্য শান্তি বয়ে আনতে পারে না। শিরকপূর্ণ কলুষিত সমাজের মানুষ ক্রমেই বিপথগামী হ'তে থাকে।

মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন, وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمى وَالْبَصِيْرُ وَلاَ الظُّلُمَاتُ وَلاَ النُّوْرُ وَلاَ الظِّلُّ وَلاَ الْحَرُوْرُ অর্থঃ 'সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, আর না ছায়া ও রৌদ্র' *(ফাতির ১৯-২১)*। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি পথ দেখে চলতে পারে, অন্ধ চলতে গিয়ে অহরহ হোঁচট খায়। আলো আমাদের পথ দেখায়। গভীর নিশীথেও আলো পথকে করে তোলে উজ্জ্বল, নির্বিঘ্নে নির্দিষ্ট গন্তব্যে যাওয়ার উপযোগী। পক্ষান্তরে অন্ধকার বিপদসংকুল, হাযারো ভয়-উৎকণ্ঠা পূর্ণ পথ। লক্ষণীয় যে, উপরোক্ত আয়াতে 'অন্ধকার' বলা হয়েছে বাত্বিলকে আর 'আলো' বলা হয়েছে হক্বকে। বাত্বিলের প্রকার অগণিত। এজন্য এটার বহুবচন ظلمات ব্যবহার করা হয়েছে এবং হক্বের যেহেতু কোন ভাগ নেই, হক্ব একটাই সেহেতু এক্ষেত্রে একবচনের 'শব্দ' ব্যবহার করা হয়েছে।[১২] অতএব জ্ঞান আহরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, হক্ব পথ চেনা, জানা এবং সেই পথে চলার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আর এজন্য হক্বের পথ নিরূপণে জ্ঞানার্জন করতে হবে, জ্ঞানার্জনের জন্য পড়তে হবে। পড়ার উদ্দেশ্য হবে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে জানা ও তাঁর সৃষ্টি রহস্যকে উপলব্ধি করা। কারণ যে লেখাপড়া মানুষকে তার প্রভু থেকে গাফেল (উদাসীন) করে দেয়, সে লেখাপড়া প্রকৃত মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। সেকারণ পড়াকে ঢালাওভাবে অনুমতি দেওয়া হয়নি; বরং 'পড় তোমার প্রভুর নামে' (আলাক্ব ১) বলে লেখাপড়াকে এলাহী জ্ঞানের সাথে শর্তযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অতএব বিজ্ঞান ও ভাষাজ্ঞানে পারদর্শী ব্যক্তিকে প্রকৃত জ্ঞানী তখনই বলা হবে, যখন তার জ্ঞান তাকে তার প্রভুর সন্ধান দিবে ও মহাজ্ঞানী প্রভুর বিধানের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করে দিয়ে নিজের জ্ঞানের দীনতা নিঃসংকোচে স্বীকার করে নিবে। অন্যথায় নাস্তিক পণ্ডিতরা জাহান্নামের খোরাক ছাড়া আর কিছুই হবে না।[১৩]

মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَيَعْلَمُوْنَ-

'বল, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? *(যুমার ৯)*। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে ছওয়াব এবং আযাবের ওয়াদা করেছেন, এটাকে যে সত্য বলে জানে আর যে সত্য মনে করে না এরা দু'জন সমান নয়। একজন জ্ঞানী (আলিম) এবং অন্যজন মূর্খ (জাহিল)। যেমনিভাবে ইল্ম ও মূর্খতার মধ্যে প্রার্থক্য রয়েছে, তেমনি জ্ঞানী ও মূর্খের মধ্যেও প্রভেদ রয়েছে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র অনুগত বান্দা এবং অবাধ্য বান্দা কখনই এক নয়। কতিপয় তাফসীরকার এটার তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আলিম হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি ইল্ম মোতাবেক আমল করেন। কেননা তিনি তার অর্জিত জ্ঞান থেকে ফায়দা লাভ করতে পেরেছেন। আর যিনি ইল্ম মোতাবেক আমল করেন না, তিনি এরকম যে, তার কোন ইলমই নেই। এটা নিশ্চিত যে, আমলকারী ব্যক্তি এবং আমলহীন ব্যক্তি কখনই সমান নয়।[১৪] মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ-

'তোমরা কি মানুষকে সৎকার্যের নির্দেশ দাও, আর নিজেদেরকে ভুলে যাও! অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর। তবে কি তোমরা বুঝ না?' *(বাক্বারাহ ৪৪)*। সুদ্দী ও

---

১১. আল-কুরআনুল কারীম, উর্দু তরজমা ও তাফসীর, মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী ও মাওলানা ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, (মদীনা মুনাওয়ারাহঃ শাহ্ ফাহদ কুরআনুল কারীম প্রিন্টিং কমপ্লেক্স), পৃঃ ৬৮২।

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২২৩।

১৩. আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃঃ ৪, ৫।

১৪. আল-কুরআনুল কারীম, ঐ, উর্দু তাফসীর, পৃঃ ১২৯৪।

ইবনু জারীর বলেন, اتأمرون الناس بالبر 'অর্থাৎ বনী ইসরাঈল ও মুনাফিক্বরা মানুষকে ছালাত-ছিয়াম পালন করতে বলত এবং মানুষকে মুখে মুখে ভাল কাজ করার জন্য আহ্বান জানাত। তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার করে বলছেন, তোমরা যা কিছু আদেশ করছ, তাতো তোমাদের বেশী করে করা উচিত।[১৫] অতএব প্রকৃত জ্ঞানী হবেন সর্বাধিক আল্লাহভীরু, ইলম অনুযায়ী আমলকারী এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ-

'আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী, তারাই তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল' *(ফাতির ২৮)*। انما শব্দটি আরবীতে সীমাবদ্ধতা বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। তাই এই বাক্যের বাহ্যিক অর্থ এই যে, কেবল আলিম তথা জ্ঞানীগণই আল্লাহ্কে ভয় করে। কিন্তু ইবনু আত্বিয়া প্রমুখ মুফাস্সির বলেন, انما শব্দটি যেমন সীমাবদ্ধতার অর্থ প্রকাশ করে, তেমনি কারো বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়ও এটি ব্যহৃত হয়। এখানে তাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয় আলিমগণের বিশেষ ও অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যে আলিম নয়, তার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় কম থাকে।[১৮] অতএব শুধু অধিক পাণ্ডিত্য নয়; বরং আল্লাহভীরু জ্ঞানীই প্রকৃত আলিম। এ আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, যার মধ্যে আল্লাহভীতি নেই, সে আলিম নয়।[১৯] নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'দু'টি স্বভাব মুনাফিক্বদের মধ্যে কখনও এক হ'তে পারে না, নৈতিকতা ও দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান'।[২০] তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সুষ্ঠু জ্ঞান দান করেন'।[২১] অতএব একজন আল্লাহভীরু প্রকৃত আলিম ব্যক্তি মহান আল্লাহ্র কাছে অত্যন্ত প্রিয়। আর যিনি (প্রকৃত) জ্ঞানী তিনি আল্লাহ তা'আলার উচ্চ মর্যাদা এবং কামালিয়াত সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারেন। আর এই জ্ঞান অর্থ হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান।[২২] কিন্তু প্রকৃত আলিমের সংখ্যা সব সময় কম ছিল। আর বর্তমানে সেই সংখ্যা অতি নগণ্য। এই অল্প সংখ্যক বান্দাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ।[২৩] হাদীছে এসেছে 'নবীগণ কোন দীনার বা দিরহাম মীরাছ (উত্তরাধিকার) রেখে যান না; তাঁরা মীরাছরূপে রেখে যান শুধু ইল্ম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইল্ম গ্রহণ করেছে সে পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে'।[২৪] নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, আরবদের উপর আলিমের মর্যাদা, তোমাদের উপর আমার মর্যাদার ন্যায়। অতঃপর তিনি বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র তাঁর ফেরেশতা মণ্ডলী এবং আসমান ও যমীনবাসী এমনকি গর্তের পিপীলিকা ও পানির মধ্যকার মাছ পর্যন্ত আলিমের জন্য দো'আ করে থাকে।[২৫]

আলিমের সংখ্যা কমে যাওয়া, অজ্ঞতার বিস্তার লাভ করা ক্বিয়ামতের আলামত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের অন্যতম হ'ল ইল্ম উঠে যাওয়া, মূর্খতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া, মদ্যপান ও ব্যভিচারের প্রসার ঘটা।[২৬] নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তর হ'তে টেনে বের করে ইল্ম উঠিয়ে নিবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইল্ম উঠিয়ে নিবেন। অবশেষে যখন (দুনিয়ায়) কোন আলিম বাকী থাকবেন না, তখন লোকজন অজ্ঞ জাহিলদেরকে নেতা রূপে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট (শরী'আতের মাসআলা-মাসায়েল) জিজ্ঞেস করা হবে। আর তারা বিনা ইল্মেই ফৎওয়া দিবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরকেও গোমরাহ করবে।[২৭] অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূজারী আলিম নামধারী জাহিলরা (মূর্খরা) জনগণের নেতা হয়ে যাবে। তখন দলে দলে মানুষ গোমরাহীর দিকে ধাবিত হবে। সর্বত্র অজ্ঞতা-মূর্খতা প্রসার লাভ করবে। যেনা-ব্যভিচার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রসার লাভ করবে। মদ্যপান বেড়ে যাবে।

এর কোনটি নেই আমাদের সমাজে? যাবতীয় অনৈসলামিক উপাদানে পরিপূর্ণ পূতিগন্ধময় এই সমাজে একটি শিশু যেমন প্রকৃত জ্ঞানী হয়ে বেড়ে উঠতে পারে না। তেমনি এই সমাজে প্রকৃত আলিমদেরকে মূল্যায়ন করা হয় না, তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটান হয়, অপবাদে-অপবাদে জর্জরিত করা হয়। মুত্তাক্বী-পরহেযগার ব্যক্তির নেতৃত্ব মানা

---

১৫. *ইবনে কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৬।*
১৬. *শরহুস সুন্নাহ, মিশকাত (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯৫), ১ম খণ্ড হা/১৬০; ইমাম নববী তাঁর 'আরবাঈনে' বলেছেন, 'এটা একটি ছহীহ হাদীছ, ওটাকে আমি 'কিতাবুল হুজ্জাতে' ছহীহ সনদ সহকারে রেওয়ায়াত করেছি'।*
১৭. *ইবনে কাছীর (ই.ফা.বা.), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৭।*
১৮. *হাফেয মাওলানাঃ হুসাইন বিন সোহরাব কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি, (ঢাকাঃ দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯), পৃঃ ৩৬৭ গৃহীতঃ আবু হাইয়ান, বাহরে মুহীত।*
১৯. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৮ গৃহীতঃ তাফসীরে মাযহারী।*
২০. *তিরমিযী, মিশকাত, ২য় খণ্ড, (ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী ১৯৯৫) হা/২০৮।*
২১. *ঐ, হা/১৯০।*
২২. *আল-কুরআনুল কারীম, ঐ, উর্দূ তাফসীর, পৃঃ ১২২৫।*
২৩. *মুসলিম।*
২৪. *আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/২০২।*
২৫. *তিরমিযী, মিশকাত, ২য় খন্ড, হা/২০৩।*
২৬. *মুসলিম, কিতাবুল ইলম, অনুচ্ছেদ; 'আখেরী যামানায় ইল্ম উঠে যাওয়া, মূর্খতা ও ফিতনা প্রকাশ পাওয়া প্রসঙ্গে।*
২৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৬।*

হয় না, মানা হয় জাহিল-ফাসিক্ব ব্যক্তির নেতৃত্ব। যুবকরা সমাজ তথা দেশের শক্তি। এরা যদি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে না ওঠে, তাহ'লে সমাজের কোন পরিবর্তন সাধিত হ'তে পারে না। কিন্তু ধর্মহীন পাশ্চাত্য মডেলের শিক্ষাব্যবস্থায় একজন সম্ভাবনাময় যুবকের ঝরে যাওয়া ছাড়া কোনই গতি থাকে না। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়ম-দুর্নীতি, ঘুষ, চাঁদাবাজি, নকলবাজি যেভাবে অব্যাহত গতিতে ক্রমবর্ধমান, তাতে সামনে অন্ধকার ছাড়া আলোর কোন রেখাই গোচরীভূত হয় না। কে ধরবে সমাজের এ ভাঙ্গা হাল? কে গড়বে পরিচ্ছন্ন ইসলামী সমাজ? গুড়ের ভাঁড় খুলে রেখে মাছিকে যদি নছীহত করা হয়, হে মাছি! তুমি গুড় খেয়ো না। মাছি তা কখনই শুনবে না। সুস্থ্য, সঠিক জ্ঞানের ধারাকে স্তব্ধ করে দিয়ে, ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থা বহাল রেখে, অশ্লীলতা-যৌনতাকে অবাধ করে দিয়ে কখনই সমাজ থেকে সন্ত্রাস-অন্যায়, খুন-রাহাজানি, ব্যভিচার-ধর্ষণ দূর করা যায় না। সমাজের মূল সমস্যায় হাত দিতে হবে, শিক্ষার ইসলামীকরণ করতে হবে, সঠিক ইল্‌মের ফল্গুধারা সমাজের পরতে পরতে বইয়ে দিতে হবে। তবেই দেশ থেকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, খুন-ধর্ষণ দূর হবে। নতুবা বড় বড় ওয়াদা, ফাঁকা বুলি সবই চলমান ঝড়ো হাওয়ায় দূর-দিগন্তে মিশে যাবে। মানুষ পরকালে পাড়ি জমানোর পরও তার যে আমল অব্যাহত থাকে,[২৮] যে ইল্‌মের ধারা বইতে থাকে যুগ থেকে যুগান্তরে তাকে আর অবজ্ঞা অবহেলা নয়, এসো! তাকে বরণ করে নিই হাসি মুখে। এসো হে যুবক! সত্য-মিথ্যার গোলকধাঁধা থেকে আমরা বেরিয়ে আসি, বেরিয়ে আসি অজ্ঞতা থেকে, অন্ধকার থেকে, কুসংস্কার থেকে। ছড়িয়ে দিই নিজেকে দীপ্ত আলোর নতুন আঙ্গিনায়। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

وَلاَتَلْبِسُوْا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন কর না' *(বাক্বারাহ ৪২)*। সত্য দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। বিবেক দ্বারা এটা উপলব্ধি করতে হবে, বুঝতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। ইল্‌ম অর্জন করতে হবে স্রেফ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। লোক দেখানো ইল্‌ম বা প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভের জন্য অর্জিত ইল্‌ম কোনই কাজে আসবে না; বরং সেটি বুমেরাং হয়ে নিজেকেই ধ্বংস করে দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত করা হবে, যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে (এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে)। আল্লাহ প্রথমে তাকে আপন নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ সকল নে'মতের শুকরিয়াতে কি করেছ? সে উত্তর দিবে, আমি ইল্‌ম শিক্ষা করেছি ও অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার (খুশীর) জন্য কুরআন পড়েছি। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি এজন্য ইল্‌ম শিক্ষা করেছিলে যেন তোমাকে 'আলিম' বলা হয় এবং এজন্য কুরআন পড়েছিলে, যেন তোমাকে 'ক্বারী' বলা হয়। আর তা তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর (ফেরেশতাদেরকে) তার সম্পর্কে আদেশ করা হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[২৯] অতএব, একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইল্‌ম অর্জন করে তা সমাজের দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মুসলিম সমাজ আজ এতই পশ্চাৎপদ যে, বিশ্বব্যাপী তারা নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হচ্ছে। তাদের ভিতরে না আছে কোন ধর্মীয় জ্ঞান, না আছে বৈষয়িক জ্ঞান, আর না আছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান। এক সময় পশ্চিমা সমাজ যে মুসলমানদের দুয়ারে ধর্ণা দিয়েছে একটু জ্ঞান লাভের আশায়, সেই মুসলিমরা আজ কাঙ্গাল-নিঃস্ব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক শাখায় আজ মুসলমানদের কোন অবদান নেই। পৃথিবীর তাবৎ তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণকারী ইহুদী-খ্রীষ্টান সমাজ অনেক ভ্রান্ত মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করে চলেছে। অবাধ তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে বার বার ইসলাম তথা মুসলমানদের উপর আঘাত হানা হচ্ছে। অথচ এসবের যথাযথ জবাব মুসলিম সমাজ দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এজন্য আমাদেরকে আর বসে থাকলে চলবে না অধ্যয়ন করতে হবে, জ্ঞানের পরিশীলন ঘটাতে হবে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তিগত জ্ঞানকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইসলামী নীতিমালার আলোকে ব্যবহার করতে হবে। তাহ'লেই দূর হবে অন্ধকার, দূর হবে অজ্ঞতা।

ইসলামকে বুলন্দ করার উদ্দেশ্যে নিজেদের অর্জিত সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুক্তিকে ব্যয় করতে হবে। তাহ'লে অসুস্থ্য সমাজেও সুস্থ্য জ্ঞানের নহর আবার প্রবাহিত হবে। এজন্য দরকার নিরন্তর প্রচেষ্টা, আর আল্লাহ্‌র উপর অগাধ আস্থা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তাওফীক্ব দান কর। আমীন!

---

২৮. মুসলিম, মিশকাত, ২য় খণ্ড, হা/১৯৩; নবী করীম (ছাঃ) বলেন, মৃত্যুর পরে মানুষের সমস্ত আমলই বন্ধ হয়ে যায়। শুধুমাত্র তিনটি আমল অব্যাহত থাকে। একটি হচ্ছে, উপকারী ইল্‌ম।

২৯. মুসলিম, মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/১৯৫।

Contents

কতিপয় শিরকী আমল

*আহমাদ আবদুল লতীফ নাছীর**

*['আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত দু'দিন ব্যাপী **'তাবলীগী ইজতেমা ২০০২'**-এর ১ম দিনে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দা'ওয়াতে সাড়া দিয়ে 'এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী' বাংলাদেশ অফিস-এর পরিচালক জর্ডানের অধিবাসী শায়খ আবু আবদুল বার্র আহমাদ আবদুল লতীফ আন-নাছীর ইজতেমায় উপস্থিত হন। তিনি 'তাবলীগী ইজতেমা'র এ বিরাট আয়োজন এবং বিশাল জনতার ঢল দেখে অভিভূত হন এবং আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত প্রদানের এ মহৎ আয়োজনের জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নেতৃবৃন্দকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানান। অতঃপর উপস্থিত জনগণকে উদ্দেশ্য করে এক নাতিদীর্ঘ বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তব্যের মর্মার্থ আলোচ্য নিবন্ধে পাঠকদের উদ্দেশ্য পত্রস্থ করা হ'ল। -সম্পাদক]*

যাবতীয় প্রশংসা জগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহ পাকের জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর। নিঃসন্দেহে হক্ব-এর পথ কন্টকময়। প্রতিরোধের শত দেয়াল ডিঙিয়ে আমাদেরকে লক্ষ্য পানে অবিরাম ছুটতে হবে। তবে সেক্ষেত্রে আমাদের ধৈর্যের বাঁধ আরো মযবূত করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দা'ওয়াত দিতে গিয়ে মক্কাবাসী ও তায়েফবাসী কর্তৃক নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন এবং অকাতরে সে নির্যাতন সহ্য করে তাদের হেদায়াতের জন্য দো'আ করেছিলেন। আমাদেরকেও ঠিক তেমনি দা'ওয়াতী কাজে হিমাদ্রির ন্যায় অবিচল থাকতে হবে।

এক্ষণে ইসলামের মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয় 'শিরক' সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। শিরক এমন একটি জঘন্যতম অপরাধ, যার ফলে মানুষের সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যায় এবং সে পরকালে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়। তওবা ব্যতীত আল্লাহ পাক এ পাপ ক্ষমা করেন না। নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে কতিপয় শিরকী আমল আলোচিত হ'লঃ

১. গায়রুল্লাহ বা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট দো'আ করা। যেমন নবী-রাসূল ও অলী-আউলিয়াদের মৃত্যুর পর বা তাঁদের অনুপস্থিতিতে তাঁদের নিকটে দো'আ করা। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ ছাড়া এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার ভাল করতে পারবে না, মন্দও করতে পারবে না। বস্তুতঃ তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহ'লে অবশ্যই তুমি যালিমদের (মুশরিকদের) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' *(ইউনুস ১০৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(বুখারী)*।

নির্ভেজাল তাওহীদের বিপরীতে চিরদিন যাদের অবস্থান, তাওহীদের কথা শুনলে যাদের গাত্রদাহ হয়, কেবল তারাই নবী-রাসূল, অলী-আউলিয়াদের নিকট দো'আ বা সাহায্য প্রার্থনা করাকে পসন্দ করে। এমনকি তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনার সময় তাদের অন্তর খুশীতে বাগবাগ হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ্র ক্ষেত্রেও তাদের এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় না। এগুলি মুশরিকদের প্রকাশ্য আলামত। আল্লাহ বলেন, 'যখন খাঁটিভাবে আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। আর যখন আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যদের নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লাসিত হয়ে উঠে' *(যুমার ৪৫)*। যারা একমাত্র আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের সাথে শত্রুতা পোষণকারীদের ক্ষেত্রেও আলোচ্য আয়াতটি প্রযোজ্য। তাদেরকে তারা 'ওয়াহাবী' বলে সম্বোধন করে। কারণ 'ওয়াহাবী'রাই মানুষকে তাওহীদের দিকে ডাকে।

২. রাসূল (ছাঃ) অথবা অন্য কারো নামে কোন পশু যবেহ করা। আল্লাহ বলেন, 'তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর' *(কাওছার ২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহ্র নামে যবেহ করে, আল্লাহ পাক তার উপর লা'নত বর্ষণ করেন' *(মুসলিম)*। অথচ বাংলাদেশের মাযারগুলিতে ওরস বা অন্যান্য সময়ে গরু-ছাগল যবেহ করার হিড়িক পড়ে যায়, যা সত্যিই দুঃখজনক।

৩. নৈকট্য হাছিল ও ইবাদতের নিয়তে কোন সৃষ্টির নিকট নযর-নেওয়ায পেশ করা। কারণ নযর-নেওয়ায বা অন্য কোন কিছু শুধু আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গ করা সাজে, অন্য কারো উদ্দেশ্যে নয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'ইমরানের স্ত্রী যখন বলল, হে আমার রব! আমার পেটে যে বাচ্চা রয়েছে, তা আমি তোমার নামে উৎসর্গ করলাম' *(আলে ইমরান ৩৫)*।

৪. নৈকট্য হাছিল কিংবা ইবাদতের নিয়তে কোন কবরের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা। কারণ তাওয়াফের বিষয়টি কেবল কা'বা গৃহের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ বলেন, 'আর তারা যেন এই সুসংরক্ষিত গৃহের তাওয়াফ করে' *(হজ্জ ২৯)*।

৫. গায়রুল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। আল্লাহ বলেন, 'একমাত্র তাঁরই (আল্লাহ্র) উপর ভরসা কর। যদি তোমরা মুসলমান হয়ে থাক' *(ইউনুস ৮৪)*।

৬. জেনে-বুঝে কোন রাজা-বাদশাহ কিংবা জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে সেজদা করা। রুকূ বা সেজদা অন্যতম একটি ইবাদত বলে তা কেবল আল্লাহ্র জন্য করা চলে।

৭. ইসলামের কোন রুকন বা বুনিয়াদকে অস্বীকার করা। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি।

৮. পুরো ইসলামকে অথবা ইবাদত-বন্দেগী, লেন-দেন, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ের মধ্যে ইসলামের কোন বিষয়কে অপসন্দ করা। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপসন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের আমলসমূহকে বিনষ্ট করে দিবেন' *(মুহাম্মাদ ৯)*।

[চলবে]

* *ডাইরেক্টর, এহইয়াউত তুরাছ আল-ইসলামী, বাংলাদেশ অফিস, ঢাকা।*

ছাহাবা চরিত

কা'ব বিন যুহাইর (রাঃ)

*-নূরুল ইসলাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলাম গ্রহণের পূর্ববর্তী জীবনচিত্রঃ

যৌবনের প্রথম উন্মেষেই কবি কা'ব ইসলামের বিরোধিতায় কুৎসাপূর্ণ কাব্য রচনা ও তার ব্যাপক প্রচার দ্বারা উত্তেজিত করতে লাগলেন আরবের আপামর জনসাধারণকে। আবদুল্লাহ ইবনু যিবা'রাহ, আবু সুফইয়ান বিন হারিছ প্রমুখ পৌত্তলিক কবির সাথে যোগ দিয়ে তিনি ইসলামের বিরোধিতার কাজে ছিলেন বিশেষ অগ্রগামী। তার কাব্যকলা মূর্তিপূজারী আরবদের মনে একটা বিরাট আলোড়ন ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। আর ঠিক দুশমনের রণভেরীর মতই সৃষ্টি করেছিল আরবদের গণমনে ইসলামের বিরুদ্ধে এক বিরাট বিক্ষোভ। উহুদ এবং খন্দক যুদ্ধের আগে তিনি মূর্তিপূজারী আরবদেরকে অতিমাত্রায় ক্ষিপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।[২১]

ইসলাম গ্রহণ ও 'বানাত সু'আদ' কাব্য রচনার পটভূমিঃ

মক্কা বিজয়ের পর সেখানকার অধিবাসীরা দয়ার সাগর শেষ নবীর ক্ষমা ও স্নেহ লাভ করলেন। তবে অতীতের জঘন্য অপরাধ ও দুষ্কৃতির জন্য প্রায় দশজন তখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অবশ্য এদের সাতজন পরে অনুতপ্ত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে নবী (ছাঃ)-এর স্নেহছায়ায় আশ্রয় লাভ করেন। মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে কবি কা'ব ও তাঁর ভাই বুজাইর পলায়ন করে মদীনা হ'তে বিশ মাইল দূরে এক মরুদ্যানের পাশে অবস্থান শুরু করেন। দু'ভাই সেই মরুদ্যান হ'তে জানতে পারলেন যে, শেষ নবী মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধ শেষে মদীনা মুনাউওয়ারাতে ফিরে এসেছেন। বুজাইর শেষ নবীর গতিবিধি ও ধর্মাচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য মদীনায় উপস্থিত হ'লেন। মদীনা পৌঁছেই পুরাতন বন্ধু আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাঁকে শেষ নবীর দরবারে নিয়ে যান। রাসূল (ছাঃ)-এর অনুপম চরিত্র মাধুর্য ও তাঁর প্রচারিত ধর্মের সত্য-শান্তিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি তখন নবী করীম (ছাঃ)-এর হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২২]

এ সংবাদ পেয়ে কবি অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত হ'লেন। তিনি ব্যথিত ও বেদনাবিধুর অন্তরে সহোদর ভাই বুজাইরকে ইসলাম ধর্ম পরিহার করে আবার পৈত্রিক ধর্মে প্রত্যাবর্তন করার আহ্বান জানিয়ে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে পত্র লিখে পাঠালেন-

ألا أبلغاعنى بجيرا رسالة + فهل لك فيما قلت ويحك هل لك
فبين لنا إن كنت لست بفاعل + على أى شيئ غير ذلك دلكا
على خلق لم ألف يوما أباله + عليه، وما تلفى عليه أبالك
فإن أنت لم تفعل فلست بآسف + ولا قائل إما عثرت: لعالك
سقاك بها المأمون كأسا روية + فانهلك المأمون منها وعلكا-

অনুবাদঃ

ওহে! বুজাইরের কাছে আমার এ বার্তা পৌছে দাও-
তুমি যা বলেছ সে কি তোমার কথা?
ধিক তোমাকে, সে কি তোমার নিজের কথা?
তুমি আমাদের পরিষ্কার জানিয়ে দাও, তুমি যদি
আমাদের কথা না মান, তাহ'লে কোন্ সে ধর্মাদর্শের
দিকে তোমাকে কে পথ নির্দেশ করেছে?
এমন কোন ধর্মাদর্শের প্রতি কি, যাতে আমি তার
বাপকেও পাইনি, তুমিও পাবে না তাতে
নিজের বাপ-দাদাকে।
তুমি যদি না-ই মান, তাহ'লে আমার আফসোস নেই।
আমি আর বলব না কিছুই। তুমি পদস্খলিত হয়ে
থাকলে আল্লাহ তোমার শুভবুদ্ধি দিন।
আল-মামূন (মুহাম্মাদ) তোমাকে ভাল করে সে পেয়ালা
পান করিয়েছে। এরপর পান করিয়েছে তোমাকে বারবার।[২৩]

বুজাইর (রাঃ) তার জবাবে লিখলেন-

من مبلغ كعبا فهل لك فى التى + تلوم عليها باطلا وهى أحزم
إلى الله لا العزى ولا اللات وحده + فتنج إذا كان النجاء وتسلم
لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت + من الناس إلا طاهرالقلب مسلم
فدين زهير وهو لا شئ دينه + ودين أبى سلمى على محرم-

অনুবাদঃ

কে পৌছাবে কা'বের কাছে আমার এই বার্তা যে,
তুমি যে আদর্শের জন্য অন্যায়ভাবে ভর্ৎসনা করছ যুবকটিকে
সেটাই কি উৎকৃষ্ট?
উয্যা ও লাত নয়; এক আল্লাহ্র পথে ফিরে এসো।
যদি মুক্তি পেতে চাও, তাহ'লে এ পথেই মুক্তি পাবে,
পাবে নিরাপত্তা।
সেই দিন, যেদিন পবিত্র হৃদয় মুসলিম ছাড়া
আর কোন মানুষ রেহাই পাবে না, পাবে না মুক্তি।
যুহাইরের দ্বীন সে তো কোন দ্বীনই নয়।
আর আবূ সুলমার দ্বীন আমার জন্য নিষিদ্ধ।[২৪]

এভাবে দু'ভাইয়ের মধ্যে পত্র বিনিময় চলতে থাকে। এসব পত্রের কারণে কা'বের জন্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে পড়ল এবং

---

* *বি,এ (অনার্স), ১ম বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

২১. *সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ, পৃঃ ৭।*

২২. *মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, সাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ খৃঃ), পৃঃ ১৩৩।*

২৩. *ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়া, তাহকীকঃ জামাল ছাবেত ও সহযোগীবৃন্দ (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খৃঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১২৯-১৩০।*

২৪. *মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব, মুখতাছার সীরাতির রাসূল (কুয়েতঃ জামঈইয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৪৯০-৪৯১।*

Contents

প্রাণের ভয়ে তাঁর অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। অবশেষে তিনি মদীনায় আগমন করলেন এবং জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তির মেহমান হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। অতঃপর তার সঙ্গে ফজরের ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ করা মাত্রই জুহাইনা গোত্রের লোকটি তাঁকে ইঙ্গিত করলে তিনি উঠে গিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট উপবিষ্ট হয়ে তার হাত রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে রেখে বললেন, يا رسول الله! إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال: نعم–

'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ধরুন কা'ব বিন যুহাইর তওবা করে মুসলমান হয়েছে এবং আপনার নিকট ক্ষমা ও আশ্রয় প্রার্থনা করছে। আমি যদি তাঁকে আপনার খিদমতে হাযির করি, তাহ'লে আপনি কি তাঁকে আশ্রয় প্রদান করবেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'। অতঃপর তিনি বললেন, আমিই কা'ব বিন যুহাইর। একথা শুনে একজন আনছারী ছাহাবী তাঁকে হত্যা করার জন্য লাফ দিয়ে উঠেন এবং তাঁর গ্রীবা কর্তন করার অনুমতি চান। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন,

دعه عنك، فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه–

'ক্ষান্ত হও, এই ব্যক্তি তওবা করেছে এবং তওবা করার কারণে সমস্ত দোষ-ত্রুটি থেকে সে মুক্তি লাভ করেছে'।

এই সময়েই কা'ব বিন যুহাইর তাঁর ইতিহাসবিখ্যাত 'বানাত সু'আদ' কবিতাটি পাঠ করে শুনালেন যার প্রথম চরণটি এরূপঃ

بانت سعاد فقلبى اليوم متبول + متيم إثرها، لم يفد، مكبول–

'সু'আদ চলে গিয়েছে, বিরহ ব্যথায় আমার অন্তর বিদীর্ণ, আমি বন্দী শৃংখলাবদ্ধ, আমার মুক্তিপণ দেওয়া হয়নি'।[২৫]

এই অনবদ্য কবিতাগুচ্ছের প্রথম থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আবৃত্তি করে যখন তিনি অনর্গল শোনাতে লাগলেন, তখন উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম একেবারে 'থ' বনে গেলেন। তাঁর ঐ কাব্য রজনীগন্ধার সুবাসে তাঁরা তখন সবাই মন্ত্রমুগ্ধ। স্বয়ং মহানবী (ছাঃ)ও অতিমাত্রায় প্রীত হয়ে একাগ্রচিত্তে শুনতে লাগলেন। তাঁর এই সুন্দর সুললিত কবিতা পাঠ করতে করতে এমন এক স্থানে পৌঁছলেন কবি, যেখানে বলা হয়েছে-

نبئت أن رسول الله أوعدنى + والعفو عند رسول الله مأمول–

অনুবাদঃ

খবর পেলাম আল্লাহ্‌র রাসূল
আমারে করিবে খুন।
তিনি ক্ষমাশীল তাই মন ভয়
দূর হ'ল বহু গুণ।

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ক্ষমা চাওয়া সে তো আমার কাছে নয়, আল্লাহ্‌র কাছে'।

তারপর এই ক্বাছীদার উপসংহার টানতে গিয়ে কবি কা'ব (রাঃ) আরও একটি অনুপম চরণ আবৃত্তি করলেন। চরণটি হচ্ছে-

إن الرسول لنور يستضأ به + مهند من سيوف الله مسلول –

'নিশ্চয়ই রাসূল আলোকরশ্মি। তাঁর থেকে আলো গ্রহণ করা হয়। তিনি আল্লাহ্‌র তরবারী সমূহ হ'তে একখানি কোষমুক্ত ধারালো তরবারী'।[২৬]

রাসূল (ছাঃ) এ কবিতা শুনে স্বীয় 'বুরদা' বা ডোরাকাটা চাদরখানি কবি কা'ব (রাঃ)-কে উপহার দিলেন। এজন্য এ কবিতার অপর নাম 'ক্বাছীদাতুল বুরদা' বা চাদরের কবিতা।[২৭]

কবি কা'ব (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর এই প্রীতি উপহার কখনো হস্তচ্যুত করেননি জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত। এই পবিত্র চাদরখানি ক্রয় করতে কত আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) তাঁর খিলাফতকালে। বিনিময়ে তিনি কবিকে দিতে চাইলেন দশ হাযার দিরহাম। কিন্তু কবি এই প্রচুর টাকার অংক হেলায় করলেন প্রত্যাখ্যান। আর এই সম্পদ তিনি সযত্নে আঁকড়ে ধরে রইলেন ঠিক যক্ষের ধনের মতোই সারাটা জীবন।[২৮] কবির মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরদের কাছ থেকে মু'আবিয়া (রাঃ) উক্ত চাদরখানি ৪০ হাযার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করে নেন।[২৯] মু'আবিয়া (রাঃ)-এর পর খলীফাগণ রাজ্যাভিষেক ও দুই ঈদের দিনে বরকতস্বরূপ চাদরটি পরিধান করতেন।[৩০] বর্তমানে চারদটি তুরস্কের জাতীয় জাদুঘরে সুরক্ষিত আছে বলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতনামা গবেষক ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩১]

কা'ব (রাঃ)-এর কাব্যে ইসলামী ভাবধারাঃ

ইসলাম গ্রহণের পর কা'ব (রাঃ)-এর জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে তাঁর ইসলাম গ্রহণোত্তর রচিত কবিতায় ইসলামী ভাবধারার উন্মেষ ঘটে। এ জাতীয় কবিতায় কুরআন মাজীদের বিধি-বিধান, সদুপদেশ এবং জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

২৫. ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (রিয়াদঃ মাকতাবাহ দারুস সালাম, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৩ খৃঃ), পৃঃ ৪৪৬।

২৬. সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ, পৃঃ ১৭-১৮।
২৭. ডঃ শাওকী যাইয়েফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী ২/৮৫ পৃঃ।
২৮. সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ, পৃঃ ১৯।
২৯. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ১০৮।
৩০. ডঃ শাওকী যাইয়েফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী ২/৮৫; কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃঃ ৬৯।
৩১. আফজাল চৌধুরী, ঐতিহ্য চিন্তা ও রসূল প্রশস্তি (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ খৃঃ), পৃঃ ২।

(১) لو كنت أعجب من شى لأعجبنى + سعى الفتى وهو مخبوء له القدر

يسعى الفتى لأموريس يدركها + فالنفس واحدة والهم منتشر

والمرء ماعاش ممدود له أمل + لا تنتهى العين حتى ينتهى الأثر[৩২]

অনুবাদঃ

ভালবাসি আমি সেই যে তরুণ ধরাতে প্রয়াস-রত,
ললাট লিখন জানে না তবুও কভু না বিরত কভু না নত।
কামনা-বাসনা অশেষ তাদের, প্রয়াসী চিত্ত রাত্রি দিন,
সকল ইচ্ছা সফল হয় না, আকাংখা তবু দিগন্তে লীন।
মানুষ য'দিন বাঁচিয়া থাকিবে, উচ্চ আশা থাকিবে তার,
চেষ্টা-চরিত থাকে ততদিন, ততদিন থাকে দৃষ্টি ভার।
(কাব্যানুবাদঃ মাহমূদ লশকর)।[৩৩]

(২) أعلم أنى متى مايأتنى قدرى + فليس يحبسه شح ولاشفق

والمرء والمال ينمى ثم يذهبه + مرالدهور ويفنيه فينسحق

فلا تخافى علينا الفقر وانتظرى + فضل الذى بالغنى من عنده نثق

إن يفن ماعندنا فالله يرزقنا + ومن سوانا ولسنا نحن نرتزق-

অনুবাদঃ 'নিশ্চয় আমি জানি যে, আমার চূড়ান্ত পরিণাম বা মৃত্যু এসে পৌঁছলে কৃপণতা বা ভয় তাকে প্রতিহত করতে পারবে না।

মানুষ এবং সম্পদ বর্ধিত হয়। অতঃপর কালের গতি তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় এবং তাকে বিলুপ্ত করে দেয় অতঃপর তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

কাজেই আমার ব্যাপারে কৃপণতাকে ভয় করো না এবং সেই সত্তার পক্ষ থেকে বিত্তশালী হওয়ার অপেক্ষায় থাক- যার উপর আমাদের বিশ্বাস রয়েছে।

আমাদের কাছে যা কিছু আছে তা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহ'লে আল্লাহ্ই আমাদের এবং অন্যদেরকে রিযিক দিবেন। আমরা নিজেরা রিযিক লাভে সক্ষম নই'।[৩৪]

মৃত্যুঃ

তাঁর সঠিক মৃত্যু তারিখ অজ্ঞাত। তবে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন বলে অনুমিত হয়। এ সম্পর্কে Incyclopedia of Islam -য়ে বলা হয়েছে- "The date of kabs death is not known, but he appears to have lived to a ripe old age".[৩৫]

তাঁর মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ও গবেষক হান্না আল-ফাখূরী বলেন, وقد توفى كعب نحو سنة ٦٦٢ م/٢٤ هـ- অর্থাৎ কা'ব (রাঃ) আনুমানিক ২৪ হিজরী মুতাবেক ৬৬২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[৩৬]

অপরপক্ষে আল্লামা বুতরুসুল বুস্তানী বলেন, কবির মৃত্যু ২৪ হিজরীতে নয়; বরং ৪১ হিজরীর ২/১ বছর পরে ঘটেছিল। কারণ ৪১ হিজরীতে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ) খিলাফতের গদীতে উপবিষ্ট হওয়ার পর তিনি কবির কাছ থেকে উক্ত চাদরটি ক্রয় করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু কবি তা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন।[৩৭] সঠিক তথ্য আল্লাহ-ই অধিক জ্ঞাত।

উপসংহারঃ

আরবের কাব্য সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল কবি কা'ব (রাঃ)-এর অনবদ্য অবদান ও অমর সৃষ্টি কাব্যগাঁথা 'বানাত সু'আদ'। এই ক্ষণজন্মা কবি প্রতিভার অবিস্মরণীয় কাব্যগুচ্ছ মহানবী (ছাঃ)-এর যোগ্য প্রশংসা ও গুণকীর্তনে ভরপুর।

তাঁর এই মহাকাব্য সমগ্র আরব সাহিত্যে এক অপূর্ব আলোড়ন ও রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। চৌদ্দশত বছর বিলীন হয়ে গেছে কালের গর্ভে তথা অতীতের পথে অনন্তকাল সাগরে মিশে গেছে। ছোট-বড় কত বিচিত্র ঘটনাপঞ্জী সংঘটিত ও সন্নিবেশিত হয়েছে কালের খাতায়। কিন্তু কবি কা'ব (রাঃ)-এর এই অমর কাব্যের সুখ্যাতি তেমনই অম্লান, অটুট ও অক্ষুণ্ন রয়েছে। কোথাও এর দাগ পড়েনি। বরং সাহিত্যের ক্রমবিকাশের বর্তমান যুগপ্রেক্ষণায় এর জনপ্রিয়তা আরো বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। এমনকি সারা জাহানে আরবী শিক্ষার প্রায় সমগ্র প্রাণকেন্দ্রগুলিতে তাঁর কবিতাবলী পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে অতি আগ্রহ সহকারে পড়ানো হয়।

কবি কা'ব (রাঃ)-এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তাঁর ভাষাশৈলীর আশ্চর্য গতিশীলতা, শব্দ সম্ভারের অতুলনীয় বিন্যাসভঙ্গী এবং রচনারীতি ও বর্ণনার অপূর্ব সাবলীল মুক্তছন্দ। এক কথায় বলতে গেলে তাঁর ভাষাশৈলী ও বর্ণনারীতির মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে এমন একটি শিল্প সৌকর্য এবং আবেগময় প্রাণময়তা, যার অতি আকর্ষণীয় চুম্বক স্পর্শ পাঠক-পাঠিকাকে একটানে তাঁর বক্তব্যের শেষ কথাটি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। এজন্যই কবি কা'ব (রাঃ)-এর কাব্য সজীব ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।[৩৮]

তাঁর রচিত কাব্যকথা 'বানাত সু'আদ'-এর সুখ্যাতি প্রাচ্যের গণ্ডি পেরিয়ে পাশ্চাত্যের সাহিত্যমোদী ও গবেষকদের দোরগোড়ায়ও পৌঁছে গেছে। আরবী ছাড়াও ল্যাটিন, ফরাসী, জার্মানী, তুর্কী, ইংরেজী, ইটালী, উর্দু, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় তার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এটা তাঁর কাব্যের সার্বজনীনতার স্বাক্ষর নয় বৈকি!!

[সমাপ্ত]

৩২. আল-ইছাবাহ ৫/৩০৩ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৩/৫২৬ পৃঃ।
৩৩. সাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা, পৃঃ ১৪০।
৩৪. ড. শাওকী যাইয়েফ, প্রাগুক্ত ২/৮৭ পৃঃ।
৩৫. Inciclopedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, New edition, 1990), p. 316.
৩৬. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ২২৪।
৩৭. সাহাবী কবি কা'ব ও তাঁর অমর কাব্য বানাত সু'আদ, পৃঃ ১৯। গৃহীতঃ জুরজী যায়দান, তারীখুত তামাদ্দুনিল ইসলামী, পৃঃ ১৮৩।
৩৮. ঐ, পৃঃ ৩১-৩২।

মনীষী চরিত

ইমাম মুসলিম (রহঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আকৃতি-প্রকৃতিঃ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) শুভ্র চুল ও দাড়ি বিশিষ্ট দীর্ঘকায় ব্যক্তি ছিলেন।[৪৫] তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর। তিনি সুন্দর পোষাক পরিধান করতেন।[৪৬] তাঁর চেহারায় বার্ধক্যের চিহ্ন অল্প বয়সেই ফুটে উঠেছিল।[৪৭] তিনি দু'কাঁধের মাঝ বরাবর পাগড়ী ঝুলিয়ে পরতেন।[৪৮]

পেশাঃ

তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ইবনু ইমাদ হাম্বলী বলেন, নিশাপুরের হিমস নামক স্থানে তাঁর হোটেল বা সরাইখানার ব্যবসা ছিল।[৪৯] মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল ওয়াহ্হাব ফাররা বলেন, তিনি বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন।[৫০]

ইন্তেকালঃ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) ২৬১ হিঃ রজব মাসের রবিবার দিন সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেন এবং ২৫ রজব সোমবার ২৬১ হিজরী[৫১] মোতাবেক ৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে[৫২] নিশাপুরের শহরতলী নাছিরাবাদ নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।[৫৩] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর।[৫৪]

ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিনব ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছেঃ ইমাম মুসলিম (রহঃ) একদিন হাদীছ পুনরালোচনা বৈঠকে আহূত হ'লেন। তাঁকে একটি হাদীছ জিজ্ঞেস করলে তিনি সেটা চিনতে পারলেন না। বাড়ী ফিরে এসে তিনি আলো জ্বালালেন এবং বাড়ীর লোকদের বললেন, কেউ যেন এ ঘরে প্রবেশ না করে। তখন তাঁকে বলা হ'ল যে, এক ঝুড়ি খেজুর আমাদেরকে হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তিনি তা নিজের কাছে আনার নির্দেশ দিলেন। তাঁর নিকট খেজুর ঝুড়ি রাখা হ'ল। তিনি হাদীছ অধ্যয়ন করতে শুরু করলেন এবং একটা একটা করে খেজুর খেতে থাকলেন। এভাবে ভোর হয়ে গেল। তিনি খেজুর খেয়ে শেষ করলেন এবং হাদীছটিও পেলেন। এই অধিক আহার গ্রহণের ফলে তিনি ইন্তেকাল করেন।[৫৫]

মনীষীদের দৃষ্টিতে ইমাম মুসলিমঃ

ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইলমে হাদীছে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এ কারণে তিনি যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছের আসনে সমাসীন ছিলেন। মনীষীদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন হাদীছ জগতের এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

❑ আদদাবী' তাঁর সম্পর্কে বলেন, كان يقدم فى معرفة الصحيح علي اهل عصره. 'সমকালীন যুগের অধিবাসীদের মধ্যে ছহীহ বিষয় জানার দিক দিয়ে তিনি অগ্রগামী ছিলেন'।[৫৬]

❑ ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ومن حقق نظره فى صحيح مسلم واطلع على ما أودعه فيه علم أنه امام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه، بل يدانيه من اهل وقته ودهره "وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء" (المائدة-٥٤)

'যে ব্যক্তি ছহীহ মুসলিমের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে এবং এতে প্রোথিত ইলম অধ্যয়ন করবে সে সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, ইমাম মুসলিম এমন একজন ইমাম ছিলেন যে, তার পরবর্তী যুগেরও কেউ তাঁর সমকক্ষ হবেন না। তাঁর সমসাময়িক ও তাঁর পরবর্তী যুগের কোন হাদীছবেত্তাই তার সমকক্ষতাতো দূরের কথা তাঁর নিকটেও আসতে পারবেন না। 'এটি আল্লাহ্র অনুগ্রহ তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন' *(মায়েদা ৫৪)*।[৫৭]

❑ মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার বলেন, حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرى ومسلم بنيسابور وعبد الله

৪৫. আল-মুত্তাযাম, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ১৭১; সিয়ার ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭০।
৪৬. সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৬৬।
৪৭. মিন আলামিল হাযারাতিল ইসলামিইয়্যাহ, পৃঃ ৫৫।
৪৮. সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭০ ও ৫৬৬।
৪৯. শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।
৫০. মুক্বাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯।
৫১. আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৪৭; তারীখু বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১০৩-১০৪।
৫২. তারীখুত তুরাছিল আরাবী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৩।
৫৩. ওফায়াতুল আইয়ান, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৫; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৪৭।
৫৪. জামিউল মাসানিদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯১; আল-হিত্তাহ, পৃঃ ২৪৭। কেউ কেউ বলেন, তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৭ বছর। দ্রঃ আল-হাদীছ ওয়াল মুহাদ্দিছুন, পৃঃ ৩৫৭; ইবনু ইমাদ হাম্বলী বলেন, মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। দ্রঃ শাযারাতুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫।
৫৫. তাহযীবুল কামাল, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৭৩; তারীখু বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১০৩।
৫৬. আল-হিত্তাহ, ২৪৭।
৫৭. প্রাগুক্ত।

الدارمى بسمرقند ومحمد بن إسماعيل ببخارى 'দুনিয়াতে হাফিয চারজন। রায় শহরে আবু যুর'আ আররাযী, নিশাপুরে ইমাম মুসলিম, সমরকান্দে ইমাম দারেমী এবং বুখারায় ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল' (রহঃ)।[৫৮]

❑ ইসহাক বুলজী ইমাম মুসলিমকে সম্বোধন করে বলেন, لن نعدم الخير ما ابقاك الله للمسلمين 'যতদিন আল্লাহ আপনাকে মুসলমানদের মাঝে যিন্দা রাখবেন, ততদিন আমরা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হব না'।[৫৯]

❑ আহমাদ ইবনু সালামাহ বলেন, رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن الحجاج فى معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما
'আমি আবু যুর'আ ও আবু হাতিমকে দেখেছি তাঁরা উভয়েই ছহীহ (হাদীছ) জানার ক্ষেত্রে ইমাম মুসলিমকে অগ্রগামী করেছেন'।[৬০]

❑ হুসাইন ইবনু মানছূর বলেন, سمعت اسحاق بن إبراهيم الحنظلى وذكر مسلم بن الحجاج فقال بالفارسية مردا كان بوز المنكدرى وتفسيره أى رجل كان هذا؟

'আমি ইসহাক ইবনু ইবরাহীম হানযালীর নিকট শুনেছি, যখন তাঁর নিকটে ইমাম মুসলিম ইবনু হাজ্জাজের নাম উল্লেখ করা হয় তখন তিনি ফারসী ভাষায় বলেন, "مردا كان بوز" আল মুনকাদিরী বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, 'কোন ব্যক্তি কি তাঁর মত হ'তে পারে'?[৬১]

❑ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকূব ইবন আল-আখরাম বলেন, إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال: محمد بن يحيى ومسلم بن الحجاج وإبراهيم بن أبى طالب

'নিশাপুর তিনজন মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা হ'লেন, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ও ইবরাহীম ইবনু আবী তালিব।[৬২]

৫৮. মুকাদ্দামাহ তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯৯।
৫৯. তাহযীবুল কামাল, ১৮শ খণ্ড, পৃঃ ৭২।
৬০. সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৭৯।
৬১. তারীখু বাগদাদ, ১৩শ খণ্ড, পৃঃ ১০২।
৬২. জামিউল মাসানিদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৯০।

❑ মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল ওয়াহ্হাব আল-ফাররা বলেন, كان مسلم بن الحجاج من علماء الناس ومن أوعية العلم। 'ইমাম মুসলিম ছিলেন মানুষের মধ্যে একজন বিদ্বান ব্যক্তি এবং জ্ঞানের ধারক।[৬৩]

❑ শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) বলেন, 'মহামনীষী ইমাম মুসলিম (রহঃ) ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিভ্রমণ করে সুবিখ্যাত শিক্ষা নিকেতনগুলিতে ভর্তি হয়ে বিভিন্ন ওস্তাযের নিকট থেকে বার লক্ষ হাদীছ আহরণ করেন। এ থেকেই তাঁর অসাধারণ জ্ঞান পিপাসা, সর্বতোমুখী প্রতিভা, অনন্য সাধারণ মেধাশক্তি ও অপরিসীম বিদ্যাবত্তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। এই অতুলনীয় জ্ঞান-গরিমা ও অনুসন্ধিৎসার বলেই তিনি মুসলিম জাহানের সর্বত্রই খ্যাত হয়ে ওঠেন এবং মুহাদ্দিছগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম হওয়ার অত্যন্ত গৌরবময় আসন অলংকৃত করতে সক্ষম হন।[৬৪]

উপসংহারঃ

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ইমাম মুসলিম (রহঃ) ছিলেন ইসলামী বিশ্বের এক অমূল্য রত্ন। ইলমে হাদীছের আকাশে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক, যার দীপ্তিতে হাদীছ শাস্ত্র আলোকিত হয়েছিল। এই মহামনীষীর ঘটনাবহুল জীবনীতে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ আমাদের ইমাম মুসলিমের মত স্মরণীয়, বরণীয় জীবন গঠনের তাওফীক্ব দিন। আমীন!!

৬৩. সিয়ার, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৫৯৭।
৬৪. উলূমুল হাদীছ, পৃঃ ২৮৬।

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় [illegible] ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।
এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো
(সিনথিয়া কম্পিউ
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮

নবীনদের পাতা

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে আক্বীদা

- এইচ, এম, মুহসিন বিন রিয়াযুদ্দীন*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মহানবী (ছাঃ) কোন কোন পার্থিব বিষয়ে ভুলের সম্মুখীনও হয়েছেনঃ

হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলে করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন সেখানকার লোকেরা খেজুর গাছে তাবীর** করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি করছ? তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা তো এরূপ করেই আসছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা যদি এরূপ না করতে তাহ'লে তাই উত্তম হ'ত। অতঃপর তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু এতে সে বছর খেজুর হ্রাস পেল। রাবী বলেন, লোকেরা এ ঘটনা রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করল। অতঃপর তিনি বললেন, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমি যখন দ্বীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোন কিছুর নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা অনুসরণ করবে। আর আমি যখন (পার্থিব বিষয়ে) আমার মতানুসারে তোমাদেরকে কোন ব্যাপারে নির্দেশ দেই, তখন স্মরণ রাখবে যে, আমিও তোমাদের মত একজন মানুষ।[৪]

এছাড়া একবার তিনি আছরের চার রাক'আত ছালাতের স্থানে দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরান।[৫] বলা বাহুল্য ছালাতে সহো সিজদা মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যক্তি জীবনের ভুলের প্রমাণ বহন করে। কেননা মহানবী (ছাঃ) একজন মানুষ হিসাবে মানবিক ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে নন; তাই এক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ ও মতামত ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তবে নবুঅত বা রিসালাতের ব্যাপারে তিনি মা'ছূম বা নিষ্পাপ ছিলেন। কেননা তিনি নিজের থেকে কোন কিছু বলতেন না। তিনি যা বলতেন তা তাঁর কাছে 'অহি' করা হ'ত' *(নাজম ৩ ও ৪)*। আল্লাহ বলেন, 'সে (মুহাম্মাদ) যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম। অতঃপর তাঁর গ্রীবা কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ তাঁকে রক্ষা করতে পারতে না। বস্তুতঃ এটা আল্লাহ্ভীরুদের জন্য একটি উপদেশ' *(হাক্কাহ ৪৪-৪৮)*।

* *৩য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

** *'তাবীর' অর্থ সংশোধন করা। পরিভাষায় মাদী খেজুর গাছের ফুলের কলি ফেঁড়ে তার মধ্যে নর খেজুর গাছের কলি লাগিয়ে দেওয়া। এতে খুব ভাল খেজুর উৎপন্ন হ'ত।*

৪. *মুসলিম, মিশকাত, বাবুল ই'তেছাম বিল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ।*

৫. *প্রাগুক্ত।*

আল্লাহ কোন কোন ক্ষেত্রে নবী করীম (ছাঃ)-কে ধমকও দিয়েছেনঃ

ছহীহ বুখারী সহ অন্যান্য হাদীছের কিতাবে আয়েশা (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যহ নিয়মিতভাবে আছরের ছালাতের পর দাঁড়ানো অবস্থায় সকল বিবির কাছে কুশল জিজ্ঞাসার জন্য গমন করতেন। একদিন হযরত যয়নাব (রাঃ)-এর কাছে একটু বেশি সময় অতিবাহিত করলেন এবং মধু পান করলেন। এতে আমার মনে ঈর্ষা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল এবং হাফছা (রাঃ)-এর সাথে পরামর্শ করে স্থির করলাম যে, তিনি আমাদের মধ্যে যার কাছে আসবেন সেই বলবে আপনি 'মাগাফির'* পান করেছেন। সেমতে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, আমি তো মধু পান করেছি। যয়নাব বললেন, সম্ভবতঃ কোন মৌমাছি 'মাগাফির' বৃক্ষে বসে তার রস চুষেছিল। এ কারণেই মধু দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে সযত্নে বেঁচে থাকতেন। তাই পরবর্তীতে মধু খাবেন না বলে কসম খেলেন।[৬] অতঃপর আল্লাহ নবী (ছাঃ)-কে ধমক দিয়ে বলেন,

يَاَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِىْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ–

'হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে খুশি করার জন্য তা নিজের উপরে হারাম করছ কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু' *(তাহরীম ১)*।

মহানবী (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেনঃ

আল্লাহ বলেন, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে' *(আনকাবূত ৫৭; আলে ইমরান ১৮৫)*। তবে আল্লাহ্র হুকুম ছাড়া কেউ মরতে পারে না। তাই প্রত্যেকের জন্য একটা সময় নির্ধারিত রয়েছে' *(আলে ইমরান ১৪৫)*। উল্লিখিত আয়াতদ্বয়ে نَفْسٌ শব্দ 'নাকেরা' বা অনির্দিষ্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে যাবতীয় প্রাণীকে শামিল করা হয়েছে। কেউ মৃত্যুবরণ করবে না বলে কোন শব্দ দ্বারা পৃথক করা হয়নি। তাছাড়া অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে নির্দিষ্ট করেই বলছেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ إِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ– 'নিশ্চয়ই তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে' *(যুমার ৩০)*। যে ভবিষ্যৎকালে মরবে তাকে مَيِّتٌ এবং যে অতীত কালে মরে গেছে তাকেও مَيِّتٌ বলা হয়। এ আয়াতে একথাই

* *'মাগাফির' এক প্রকার বিশেষ দুর্গন্ধযুক্ত আটাকে বলা হয়।*

৬. *তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, সূরা তাহরীমের শানে নুযূল দ্রঃ।*

বলে দেওয়া উদ্দেশ্য যে, সৃষ্টির সেরা এবং পয়গম্বরগণের মধ্যমণি হওয়া সত্ত্বেও মুহাম্মাদ (ছাঃ) মৃত্যুর আওতা বহির্ভূত নন।[৭] যাতে তাঁর ইন্তেকালের পর মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি না হয় *(কুরতুবী)*।

প্রিয় পাঠক! মহানবী (ছাঃ) একজন মানুষ ছিলেন এবং মানুষের সমস্ত উপাদান তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ 'অহি' মারফত তাঁকে যতটুকু গায়েব জানিয়েছেন তিনি ততটুকু জানেন, তার বেশি নয়। তিনি পার্থিব বিষয়ে কখনো কখনো ভুলও করেছেন। সর্বশেষ তিনি মৃত্যুবরণও করেছেন। এসব বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে ভূরিভূরি দলীল থাকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর মানুষ ভক্তির আতিশয্যে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে উক্ত বিষয়গুলির অপব্যাখ্যা দিয়ে নিজেরা ঈমান হারাচ্ছে। সাথে সাথে হাযার হাযার মানুষেরও ঈমান হরণ করছে। প্রবাদে আছে 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ'। তারা বেশি ভক্তি দেখাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে নিম্নোক্ত বানাওয়াট কথাগুলিকে হাদীছ বলে মানব সমাজে চালিয়ে দিচ্ছে।

(১) '(হে মুহাম্মাদ) আপনাকে সৃষ্টি না করলে আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না'।

(২) 'আমি আল্লাহ্র নূর হ'তে এবং মুমিনগণ আমার নূর হ'তে সৃষ্ট'।

(৩) নূরে মুহাম্মাদী হ'তেই আরশ-কুরসী, জান্নাত-জাহান্নাম আসমান-যমীন সব কিছুর সৃষ্টি।

(৪) আদম (আঃ) সৃষ্টির ৭০,০০০ (সত্তর হাযার) বছর পূর্বে আল্লাহ পাক তাঁর নূর হ'তে মুহাম্মাদের নূরকে সৃষ্টি করে আরশে লটকিয়ে রাখেন।

(৫) আদম (আঃ) সৃষ্টি হয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে জ্যোতির্ময় নক্ষত্ররূপে মুহাম্মাদের নূর অবলোকন করে মুগ্ধ হন।

(৬) মি'রাজের সময় আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে জুতা সহ আরশে আরোহন করতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি হয় (নাউযুবিল্লাহ)।

(৭) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত থেকে মরিয়ম, আছিয়া ও মা হাযেরা সকলে দুনিয়ায় নেমে এসে সবার অলক্ষ্যে ধাত্রীর কাজ করেন।

(৮) নবীর জন্ম মুহূর্তে কা'বার দেব-দেবীগুলি হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং রোমের অগ্নি উপাসকদের 'শিখা অনির্বাণ'গুলি দপ করে নিভে যায়। বাতাসের গতি, নদীর প্রবাহ ও সূর্যের আলো সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি....।[৮]

'নূরে মুহাম্মাদী'র আক্বীদা মূলতঃ অগ্নি উপাসক ও হিন্দুদের অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী আক্বীদার নামান্তর। যাদের দৃষ্টিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে কোন পার্থক্য নেই। যারা এ বিশ্বাস রাখে তারা 'আহাদ' ও 'আহমাদ'-এর মধ্যে মীমের পর্দা ছাড়া আর কোন পার্থক্য দেখতে পায় না। যেমন বলা হয়ে থাকে, 'আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা, আহমাদ 'আহাদ' হ'লে তবে যায় জানা। মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন'।[৯]

বলাবাহুল্য, এই কুফুরী দর্শন ও আক্বীদা প্রচারের মোক্ষম সুযোগ হ'ল মীলাদের মজলিসগুলি। বর্তমানে রেডিও, টিভিতেও চলছে যার জয়জয়কার।

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ও মৃত্যুর দিন যে সোমবার সে বিষয়ে ছহীহ হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু জন্ম তারিখ উল্লেখ নেই। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের অকাট্য হিসাব এই যে, ৮ হ'তে ১২ই রবীউল আউয়ালের মধ্যে ৯ই ব্যতীত সোমবার ছিল না। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর সঠিক জন্ম দিন হয় ৫৭১ খ্রীঃ ২০শে এপ্রিল মোতাবেক ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার ভোরবেলা।[১০]

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখে যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান (?) এ দেশে চালু আছে তা রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের থেকে স্বীকৃত নয় বিধায় উহা স্পষ্ট বিদ'আত। যা এক্ষুণি পরিত্যাজ্য। এই মীলাদ অনুষ্ঠানে ক্বিয়ামীদের যুক্তি হ'ল, তারা রাসূলের সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকে। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূল (ছাঃ)-এর রূহ মোবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী। কারণ রাসূল (ছাঃ)-কে তাহ'লে এ বিষয়ে আগেভাগেই জানতে হবে যে, (১) অমুক এলাকার অমুক বাড়ীর অমুক কক্ষে মীলাদ হচ্ছে এবং (২) বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে অসংখ্য মীলাদের মাহফিলে তাঁকে দৌড়াতে হবে।

প্রথমটি গায়বের খবর জানার বিষয়। যা আল্লাহ কারো পক্ষে ব্যতীত জানা সম্ভব নয়, যা পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিতীয়টির ক্ষমতাও কেবলমাত্র আল্লাহ্র। আল্লাহ পাক বলেন, وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ '(মৃত্যুর পরে) তাদের সামনে পর্দা আছে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত' *(মুমিনূন ১০০)*।

এছাড়া ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) রচিত বলে পরিচিত 'ফিক্বহে আকবার' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, আল্লাহ্র নবী গায়েব জানতেন, সে ব্যক্তি কাফের'। অনুরূপভাবে 'তুহফাতুল কুযাত' কিতাবে বলা হয়েছে, 'যারা ধারণা করে যে, মীলাদের মজলিসগুলিতে রাসূল (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়, তাদের এই ধারণা স্পষ্ট শিরক।[১১]

---

৭. তাফসীরে মাআরেফুল ক্বোরআন, ৩৮০ পৃঃ।
৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ .... ।
৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ।
১০. আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১০১; মওলানা আকরাম খাঁ মোস্তফা চরিত (ঢাকাঃ ঝিনুক পুস্তিকা ১৯৭৫), পৃঃ ২২৫।
১১. মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৬-৭।

উল্লেখ্য, রাসূল (ছাঃ) অতি মানব ছিলেন, তাঁর কোন ছায়া ছিল না ছাহাবীগণ তাঁর পেশাব পান করতেন (নাঊযুবিল্লাহ), স্বয়ং আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করে শেষ করতে পারেননি, মানুষকে কবরে মুনকার নাকীর প্রশ্ন করার সময় ১ লক্ষ ২৪ হাযার নবী ও রাসূলের সঙ্গে মহানবীও প্রত্যেক কবরে আগমন করেন, তিনি মারা যাননি ইত্যাদি অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীদা অনেক মুসলমানের অন্তরে জেঁকে বসে আছে। এসব ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারী লোকেরা তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা সমাজে প্রচার সহজ-সরল করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। এদের থেকে সাবধান থাকা অপরিহার্য এবং এদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া আশু প্রয়োজন।

খত্মে নবুঅতঃ

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী মানতে অস্বীকারকারী কিংবা সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তি আহলেহাদীছ তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা মতে নিঃসন্দেহে কাফির। তাঁকে শেষ নবী হিসাবে স্বীকার করার পর তাঁর আনীত শরী'আতকে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ হিসাবে মানতে অস্বীকারকারীও মুমিন নয়।[১২]

হাশরবাসীদের জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর শাফা'আতঃ

এই শাফা'আত হবে তিন ধরনের। (১) হাশরের ময়দানে উপস্থিত সকলের জন্য, (২) জান্নাতীদের জান্নাতে পাঠানোর জন্য ও (৩) কাবীরা গোনাহগার মুমিনদের জন্য। খারেজী ও মু'তাযেলীগণ শেষোক্ত শাফা'আতকে অস্বীকার করেন। কেননা তাদের মতে কাবীরা গুনাহগার ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী।[১৩]

পরিশেষে বলব, পরকালে মুক্তির লক্ষে মহানবী (ছাঃ) সম্পর্কে যাবতীয় ভ্রান্ত আক্বীদা সমূহ পরিত্যাগ করতঃ সঠিক আক্বীদা পোষণ করা প্রত্যেক মুমিনের একান্ত কর্তব্য। মীলাদ ভক্তরা দরূদের ফযীলত বর্ণনা করে অসংখ্য কেচ্ছা-কাহিনী বিভিন্ন মজলিসে এমনকি জুম'আতেও বর্ণনা করে থাকে, যা অনেক সময় ঈমানের জন্য হুমকি স্বরূপ। আল্লাহ আমাদের সকলকে মহানবী (ছাঃ)-এর প্রকৃত মুহব্বাত ও তাঁর সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা পোষণ করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

---

১২. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ) পৃঃ ১০৮।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১০৭।

চিকিৎসা জগৎ

এপেন্ডিসাইটিস

*ডাঃ মুহাম্মাদ গিয়াসুদ্দীন**

ক্ষুদ্র অন্ত্র (Small intestine) যেখানে বৃহৎ অন্ত্রের (Large intestine) সঙ্গে মিশেছে, সেখানে একটি চওড়া মত অংশ আছে, তাকে বলা হয় সিকাম (Caecum)। এই সিকামের সাথে যুক্ত থাকে একটি উপাঙ্গ বা Vermiform appendix. এটির মুখে থাকে একটি কপাটিকা (Valve)। কপাটিকা থাকার জন্য খাদ্যাংশ appendix-এ প্রবেশ করতে পারে না।

জীবাণুঘটিত কারণে বা অন্য যেকোন কারণে খাদ্যাংশ appendix-এ প্রবেশ করলে প্রদাহ উপস্থিত হয়। এই প্রদাহ জনিত অবস্থাকেই এপেনডিসাইটিস বলে।

কারণঃ মানব শরীর সুস্থ, নিরোগ, নির্মল না থাকলে রোগবীজ, দুষিত বাষ্প, বিষ বাষ্প (Miasm) দেহাভ্যন্তরে সুপ্তাবস্থায় বিরাজ করে। কোন উত্তেজনার কারণে 'মায়াজম' জাগ্রত হয়ে জীবনী শক্তি (Vital force)-কে প্রভাবিত করে এবং appendix-টির প্রদাহ সৃষ্টি করে।

হোমিও প্যাথিক দর্শনে Miasm থেকে রোগের উৎপত্তি এবং রোগ থেকে Bacteria -এর জন্ম। Miasm ও Bacteria এক কথা বা একার্থ বোধক নয়। Bacteria জীবন্ত রোগ জীবাণু। Bacteria-এর মধ্যে রোগের প্রভাব বিদ্যমান। কাজেই Bacteria-এর সংস্পর্শে আসলে রোগ হ'তে পারে। কারণ রোগ প্রবণতা রোগাক্রান্ত হওয়ার অন্যতম শর্ত। রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা না হ'লে এর তিনটি স্তর দেখা যায়।

(ক) প্রথম অবস্থা বা প্রদাহ (Cattarrhal stage)ঃ এই অবস্থায় খাদ্যাংশ প্রবেশ করে বা জীবাণুঘটিত কারণে প্রদাহ সৃষ্টি করে।

(খ) ক্ষতযুক্ত অবস্থা (Ulcerative stage)ঃ এই অবস্থায় উপাঙ্গের ভিতরে ক্ষত হয় অথবা তাতে ছিদ্র সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(গ) পচনশীল অবস্থা (Gangrenous)ঃ এটি সবচেয়ে খারাপ অবস্থা। এতে উপাঙ্গের অগ্রভাগ বা উপাঙ্গের সবটা খসে গলে পচে যায়। এর সঙ্গে Caecum ক্ষুদ্র অন্ত্র আক্রান্ত হয়ে রোগীর মৃত্যু হ'তে পারে। Appendix ফেটে গেলেও রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। মৃত্যুও হ'তে পারে।

** এম,এস-সি, ডি,এইচ,এম,এস, শিক্ষক, দারুস সালাম আলিয়া মাদারাসা, রাজশাহী।*

লক্ষণঃ

সর্বাবস্থায় যে সকল লক্ষণ দেখা যায় তা হ'লঃ

(১) পেটের ভিতরের ডানদিকের তলপেটে (Right Ileac fossa) হঠাৎ তীব্র ব্যথা হ'তে পারে।
(২) বমি হ'তে পারে।
(৩) জ্বর ও জ্বরের লক্ষণাদি।
(৪) নাড়ীর গতির দ্রুততা।
(৫) অন্ত্রের ঝিল্লি ও অন্ত্রনালীর গোলযোগ।
(৬) উপাঙ্গের স্থানের লক্ষণাবলী।
(৭) কোষ্টকাঠিন্য।

প্রধান কতিপয় লক্ষণের বর্ণনাঃ

ডানদিকের তলপেটে তীব্র বেদনাঃ ডান কুঁচকির স্থানের উপর তলপেটে কলিক বেদনার মত তীব্র বেদনা কিংবা এক প্রকার ঘিনঘিনে ব্যথা সর্বদা থাকে। বেদনা তলপেট হ'তে নীচে পেরিনিয়মে (মলদ্বার ও অণ্ডকোষের গোড়ার মধ্যবর্তী স্থান হ'ল পেরিনিয়ম) ও অণ্ডকোষে পরিচালিত হয়। একটু নড়াচড়া করলে কিংবা পেট টিপলে বেদনা বাড়ে।

জ্বরঃ বেদনা প্রথম অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বর দেখা দেয়। জ্বর প্রায় ১০০ ডিগ্রী থেকে ১০২ ডিগ্রী পর্যন্ত হ'তে পারে। নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। পেটের যন্ত্রণা ও স্পর্শকাতর বেদনা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস বুকের উপর দৃষ্ট হয়।

বমি ও বমি-বমি ভাবঃ এই রোগে অনেক সময় বমি থাকে না। কিন্তু যদি বমি-বমি ভাব হয়, তাহ'লে প্রায় দ্বিতীয় দিন হ'তেই আরম্ভ হয়। কঠিন প্রকারের রোগে বমির সাথে হেঁচকি থাকতে পারে। পিপাশা বেশী থাকে। বমি এপেণ্ডিসাইটিসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান লক্ষণ।

জটিল উপসর্গ (Complication)ঃ Appendix থেকে পরে Caecum এবং অন্য অন্ত্রাদির Infection হ'তে পারে। Caecum থেকে পরে peritoneum আক্রান্ত হ'তে পারে এবং তার ফলে peritonitis হ'তে পারে। Caecum পচে ফেটে মৃতবৎ অবস্থা হ'তে পারে। ক্ষুদ্র অন্ত্র আক্রান্ত হয়ে বিপজ্জনক অবস্থা আসতে পারে। সব সময় এই রোগের জটিল উপসর্গের কথা মনে রেখে সঙ্গে সঙ্গে সুচিকিৎসা করা কর্তব্য।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার নীতি (Principle of Homoeopathic treatment)ঃ

হোমিওপ্যাথিক নীতির মধ্যে একটি অতীব তাৎপর্যপূর্ণ নীতি (Principle) হ'ল Treat the patient not the disease অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসা করতে হয় রোগের নয়। এক্ষেত্রে Appendicites একটি রোগ, রোগের ফলমাত্র। এখন যদি Appendix-টির সার্জারী করা হয় বা উচ্চশক্তির এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় তাহ'লে রোগের গতি অন্তর্মুখী ও জটিল হবে। দৃশ্যতঃ রোগের অপসারণ ঘটবে। কিন্তু কার্যতঃ হবে না।

সূত্রপাতেই সুনির্বাচিত হোমিওপ্যাথিক ঔষধাদির ব্যবস্থা করলে প্রদাহ প্রশমিত হয়ে পুঁজোদয় নিবারিত হবে এবং পুঁজ জন্মিলেও তা সহজে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রোগ আরোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ।

Homoeopathy is the symptomatic treatment অর্থাৎ 'হোমিওপ্যাথি একটি লাক্ষণিক চিকিৎসা পদ্ধতি'। তাই রোগীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individualization of patient)-এর উপর ভিত্তি করে ঔষধ নির্বাচন করতে হয়। কারণ সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য অস্বীকার করা যায় না। রঙ্গে-রূপে, গঠনে-মননে, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে, কামনা-বাসনায় সর্বতোভাবে মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসাঃ

Aconite Napঃ এই রোগের তরুণ অবস্থায় Aconite Nap ব্যবহৃত হয়। রোগের প্রধান লক্ষণ হ'ল আক্রান্ত স্থান কিঞ্চিত স্ফীত, বেদনাযুক্ত ও রক্তাধিক্য হয়ে রোগীর ছটফটানী, অস্বস্তি, ভয়, প্রবল পিপাসা, পেশীর কনকনানী বেদনা এবং জ্বরাধিক্য প্রকাশ পায়। এরূপ ক্ষেত্রে Aconite Nap 30/2c ফলপ্রদ।

Belladonaঃ রোগের প্রদাহিক অবস্থায় যখন শরীরস্থ আক্রান্ত স্থান স্ফীত, উত্তপ্ত, চকচকে ও উজ্জ্বল লাল বর্ণ, মুখমণ্ডল রক্তিম, আক্রান্ত স্থানে দপদপানী ব্যাথা, অত্যধিক জ্বালা ও স্পর্শকাতর বেদনা থাকে, তখন Belladona অবশ্যই প্রয়োজন। এই রোগে পুঁজ উৎপন্ন হবার পূর্ব পর্যন্ত Belladona-র প্রয়োগাধিকার অক্ষুণ্ন থাকে এবং তাতে Belladona প্রয়োগে সত্বর রোগ আরোগ্য হয়। এমনও হ'তে পারে Belladona ব্যবহৃত হবার পর রোগী বেশ কয়েকদিন (ছয়/সাত দিন) ভাল থাকল। অতঃপর হঠাৎ ব্যাথার আবির্ভাব ঘটলো। তাহ'লে **Calcarea carb** (Complementary) হিসাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। এতে করে রোগ চিরতরে দূরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ।

Hepar Sulphurঃ ডান কুঁচকির উর্ধ্বাংশে ভয়ানক স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা। এই অবস্থায় খোচামারার মত অথবা যাকে কনকনানি বলে, সেই যাতনা উপস্থিত হয়। যদি ঐ সকল লক্ষণ ও অতিশয় স্পর্শাসহিষ্ণুতার সাথে তাপে উপশম বোধ হয়, তবে Hepar Sulph অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে।

Mercurious Solঃ আক্রান্ত স্থান লাল বর্ণ, শক্ত ও গরম কিন্তু স্পর্শাসহিষ্ণু বেদনা থাকে না, জিহবা সাদা ও থলথলে, মোটা দাঁতের ছাপযুক্ত, জিহ্বা হ'তে লালা নিঃসরণ হ'তে পারে, উত্তাপ প্রয়োগে বা ঠাণ্ডা প্রলেপেও উপশম হয় না, এইরূপ ক্ষেত্রে Merc Sol ব্যবহৃত হয়।

লক্ষণ অনুযায়ী এই রোগে Rhus tox, Lachesis, Lycopodium clavetum, plumbum etc. ব্যবহৃত হয়।

কবিতা

কালাশনিকভ

-গাওছুল বিন আশরাফ
২য় বর্ষ, অর্থনীতি
কা.বি.ক, রংপুর।

ওসামা!
সালাম তোমায় সাহসী বীর
করি সালাম তোমায় ফের,
মুসলমানিত্ব টিকিয়ে রাখতে
জিহাদের প্রয়োজন আছে ঢের।
আফসোস!
স্বার্থের তরে বিকিয়েছে ঈমান
লেবাসধারী মুসলমান সব,
তাদের বিরুদ্ধেও উঁচিয়ে ধরতে
হবে এবার কালাশনিকভ।
কারণ,
মুখে শুধু পড়ে কালেমা
ঈমানের দাবি টিকবেনা,
তাসবীহ্ হাতে যিকির করলে
ইসলাম ধরাতে থাকবে না।
কেবল,
তাহাজ্জুদেই দ্বীন আসলে
রাসূল জিহাদ করতেন না,
বদর, ওহোদ, খন্দকেতে
রক্ত এতো ঝরতো না।
এও ঠিক,
কাপুরুষদের বিজয় কভু
আল্লাহ তা'আলা দিবেন না,
জিহাদ ছাড়া শুধু তস্‌বীহতে
জান্নাত কভু মিলবেনা।

***

কালের সাক্ষী

-মুহাম্মাদ নিযামুদ্দীন
কুষ্টিয়া।

অনন্ত কালের স্মৃতি হয়ে দাঁড়ালে তুমি
যুগ যুগ ধরি মানুষের বোবা কান্নার বহনকারী হয়ে,
যার তরে সৃষ্টি মানুষের, যে আশায় ভব সৃষ্টি
আদি পিতা হ'তে যার পদতলে সোপর্দ এ প্রাণ,
সপিনু পুরাতে এমম প্রাণ তব চরণ তলে।
তোমা হ'তে মনের সৃষ্টি ঈমানের কর জয়,
মানুষের মাঝে থাকবে তুমি, যত দিন না হবে ধরা লয়।
এ সৃষ্টি প্রলয়ের নয়
আবহমান কাল ধরে বেঁচে থাকবে এ সৃষ্টি প্রলয়ের মাঝে
যেখানে রয়েছে মুসলমানের কাল-কৃষ্টি।
তুমি অক্ষত, অবক্ষয়, সমস্ত প্রলয়ের পরেও চিহ্নিত
হয়ত কালের চক্রে সংস্কারিত হবে তব আকৃতির জৌলুশ বাড়াতে
কত মুমিনের হবে অবসান
এই বৈচিত্র্যপূর্ণ রঙ্গিন শেষ বেলার ধরা হ'তে।
আজ এই পবিত্র জুম'আবারের জুম'আয়
যত মুছল্লীর হয়েছে আগমন
নব নব মুছল্লীরও হবে অগনন আঙ্গীনায় এসে তব।
মোরা সবাই পাড়ি দেব অজানার উদ্দেশ্যে
নিরুদ্দেশের মাঝে উদ্দেশ্য বিহীন নয়
কাঙ্ক্ষিত আশা জান্নাত লোভে।
সেদিন যদি আসে পরাজয়ের গ্লানি, কিঞ্চিত সাহায্য করিও
হে কালের সাক্ষী, এঁরা এসেছিল সবাই দুয়ারে মোর
করিতে নত শির তব পাওয়ার আশে।

***

মুজাহিদ

-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
রাজপুর, সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

ওগো মুসলিম! নওকো তুমি ভীরু ভেড়ার জাত,
বিশ্বের বুকে সিংহ হয়ে কাটাবে দিবা-রাত।
কাফের-বেদ্বীন তোমায় দেখে ছুটে সদা পালায়,
পরাজয়ের বাণী তোমার মুখে, কভু কি তা মানায়?
জীবন-মরণ তোমার কাছে, সব হবে একাকার,
মরলে শহীদ বাঁচলে গাযী খুলবে বিজয় দ্বার।
কাপুরুষের আলামতে সইবেনা অপমান,
জিহাদ মাঝে বিলিয়ে দিবে তোমার নিজ প্রাণ।
মরতে যখন হবে, তবে শহীদ হ'তে কি বাধা?
জীনব হবে ধন্য তোমার ঘুচবে সকল দ্বিধা।
কুরআন-সুন্নায় গড়বে জীবন, হবে মুজাহিদ,
জিহাদ হবে কাম্য তোমার, দ্বীন কায়েমে যিদ।
ইহকালের স্বার্থ হাছিল হবে না তোমার কাম্য,
মনে কভু রবে নাকো তামাসা ও রম্য।
ত্যাগ করবে ভবের মায়া, ছুটবে ময়দানে,
তুমি হবে শ্রেষ্ঠ বীর ঐ যে ভীম রণে।
ধন্য হবে জীবন তোমার অসি যদি ধর,
তোমায় দেখে কম্পিবে সব যালিম থরথর।
রবে ধরায় তোমার মান, ক্বায়েম হবে দ্বীন,
পরকালে দিবেন জাযা রাব্বুল আলামীন।

***

Contents

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (বিদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. নরওয়ে।
২. জাপান।
৩. ইন্দোনেশিয়া।
৪. কায়রো, মিশর।
৫. লণ্ডন (ইংল্যাণ্ড), নিউইয়র্ক (আমেরিকা), টোকিও (জাপান), কলিকাতা (ভারত), সাংহাই (চীন)।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তর

১. সংখ্যাটি ৪।
২. মাটি নেই। কারণ গর্তে মাটি থাকে না।
৩. ০ বড়।
৪. ৩ একক এবং ৫ শতক স্থানীয় অংক।
৫. ২১ হবে (পর পর দু'টি সংখ্যার যোগফল তৃতীয়টি)।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন)

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সবচেয়ে বড় মু'জিযা কি ছিল?
২. প্রধান 'অহি' লেখকের নাম কি?
৩. 'কুরআন' ও 'ফুরক্বান' শব্দের অর্থ কি?
৪. কে কুরআন একত্রিত করার পরামর্শ দেন?
৫. মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য কি?

❒ সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি।

চলতি সংখ্যার ধাঁধাঁঃ

১. জমজ দু'ভাই একজনের মাথায় ঝুঁটি আরেক জনের নেই?
২. ABC তিনটি বর্ণ পাশাপাশি থাকার পরও B-এর শীত লাগছে কেন?
৩. কোন্ টেবিলের পায়া নেই।
৪. এমন একটি জিনিসের নাম বল, যার গলা আছে কিন্তু কথা বলতে পারে না?
৫. কোন্ নারী সদাই হাসে কিন্তু স্বীকার করে না।

❒ সংকলনেঃ জামিরুল
১০ম শ্রেণী, হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা
গাংনী, মেহেরপুর।

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৬৬) বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ হাবীবুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ আবদুল খালেক
পরিচালিকা ঃ শারমীনা সুলতানা
সহ-পরিচালিকা ঃ দিলারা খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ তা'যিমা খাতুন
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ কেয়া খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ ফাহীমা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুর্শিদা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুখতারা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ আমীনা খাতুন।

(২৬৭) ভেউর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধাঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আমজাদ আলী
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন
পরিচালক ঃ শাহ্ আলম
সহ-পরিচালক ঃ মজনুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ বখতিয়ার রহমান
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ সেলিম মিয়া
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ রাসেল মিয়া
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ নূরুল আলম সরকার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ রুবেল সরকার
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মকছেদুল হক্ব।

(২৬৮) উছড়াকান্দর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আখতারুয্যামান
উপদেষ্টা ঃ আযীযুর রহমান
পরিচালক ঃ হাসান হাবীব
সহ-পরিচালক ঃ শাহাদৎ হোসাইন
সহ-পরিচালক ঃ শাহাবুদ্দীন
কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মাঈদুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ ছাদীকুল ইসলাম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ আবদুল কাবীর
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুছাদ্দেক্ব আহমাদ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ যিয়াউল হক্ব।

(২৬৯) উছড়াকান্দর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আখতারুয্যামান
উপদেষ্টা ঃ আযীযুর রহমান
পরিচালক ঃ হাসান হাবীব
সহ-পরিচালক ঃ শাহাদৎ হোসাইন
সহ-পরিচালক ঃ শাহাবুদ্দীন
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ তুহুরা খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ ফাহীমা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ আয়েশা খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ রীমা খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ ফাতিমা খাতুন।

(২৭০) তাহেরপুর পৌরসভা (বালক) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ
পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম শেখ
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবু হেনা

পরিচালক ঃ ইমামুদ্দীন স্বর্ণকার
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শহীদুয্যামান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুয়ায্যেম হোসাইন

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ আবু তালহা আল-ইমাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ সালসাবীল আলম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মীযানুর রহমান
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাস'উদ
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ আসাদ।

(২৭১) তাহেরপুর পৌরসভা (বালিকা) শাখা, বাগমারা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবুল কালাম শেখ
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবু হেনা
পরিচালক ঃ ইমামুদ্দীন স্বর্ণকার
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শহীদুয্যামান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুয়ায্যেম হোসাইন

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ পলি
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ শম্পা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ কামারুন নাহার
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ শিমু খাতুন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ মুসাম্মাৎ স্বর্ণা।

(২৭২) হরিষারডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আনীসুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ নূরুল হুদা
পরিচালক ঃ এরফান আলী
সহ-পরিচালক ঃ রহীদুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ গাযলুর রহমান

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ জাহিদুল ইসলাম
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মোযাম্মেল হক্ব
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ সজীব
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ এনামুল হক্ব
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ আবদুল বারী।

(২৭৩) হরিষারডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ আনীসুর রহমান
উপদেষ্টা ঃ নূরুল হুদা
পরিচালক ঃ এরফান আলী
সহ-পরিচালক ঃ রহীদুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ গাযলুর রহমান

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ শামীমা আখতার
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ খালেদা খাতুন
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ ছাদিক্বা
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ শাহীনা
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ রোক্বাইয়া খাতুন।

(২৭৪) বালিয়াডাংগা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, পবা, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ এনতাজ আলী
উপদেষ্টা ঃ লিয়াক্বত আলী
পরিচালক ঃ আবদুল খালেক
সহ-পরিচালক ঃ ওয়াসিম
সহ-পরিচালক ঃ রনি।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ শিউলী খাতুন
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ নূর জাহান
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ বিউটি খাতুন
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ দিলরুবা ইয়াসমীন
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ শিরীনা খাতুন।

(২৭৫) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (বালক) শাখা, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ
উপদেষ্টা ঃ হাফেয লুৎফর রহমান
পরিচালক ঃ দেলোয়ার হোসাইন (৯ম)
সহ-পরিচালক ঃ আবদুল হামীদ (৯ম)
সহ-পরিচালক ঃ সাইফুল ইসলাম (১০ম)।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ শফীকুল ইসলাম (১০ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ফেরদাউস হোসাইন (৯ম)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (৫ম)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ হাফেয মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম (৮ম)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর।

(২৭৬) হাতেম খাঁন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালক) শাখা, মহানগর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ মুসলিম
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ রহমাতুল্লাহ
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আরীফ
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আসিফ।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ রেযাউল ইসলাম (৭ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মুমিনুল ইসলাম (৫ম)
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ মাহমুদুল হাসান (৫ম)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ ইশতিয়াক্ব আহমাদ (৫ম)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ মুহাম্মাদ সালমান শফীক্ব (৫ম)।

(২৭৭) হাতেম খাঁন আহলেহাদীছ জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, মহানগর, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ
প্রধান উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ ইসহাক্ব
উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আনছার আলী
পরিচালিকা ঃ শারমীন সুলতানা
সহ-পরিচালিকা ঃ তামান্না ইয়াসমীন (৯ম)
সহ-পরিচালিকা ঃ শারমীন আখতার (৯ম)।

কর্মপরিষদঃ
১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ নাছরীন আখতার (৭ম)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ জান্নাতুল ফেরদাউস (৭ম)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ শারমীন সুলতানা (৫ম)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ জান্নাতুল মাওয়া (৩য়)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকাঃ শারমীন আখতার (৪র্থ)।

২০০১-২০০৩ সেশনের 'সোনামণি' যেলা ও মহানগর পরিচালনা পরিষদ-এর তালিকাঃ

যেলা পরিচালনা পরিষদঃ

৮. সাতক্ষীরাঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবদুল মান্নান
(সভাপতি, যেলা আন্দোলন)

উপদেষ্টাঃ মাওলানা ফযলুর রহমান
(সভাপতি, যেলা যুবসংঘ)

পরিচালকঃ মাওলানা গোলাম সারোয়ার
(শিক্ষক, বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার)

সহ-পরিচালকঃ মাওলানা যুলফিকার আলী
(শিক্ষক, বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার)

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
(শিক্ষক, বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার)

সহ-পরিচালকঃ ক্বারী মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াহ্হাব
(শিক্ষক, বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার)

সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ মুযাফ্ফর রহমান।

৯. বাঘা উপযেলা, রাজশাহীঃ

প্রধান উপদেষ্টাঃ মাওলানা আবুল হোসাইন
উপদেষ্টাঃ মুহাম্মাদ আবু ত্বালেব
পরিচালকঃ মুহাম্মাদ আমীনুল হক্ব
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ এবাদুল্লাহ
সহ-পরিচালকঃ মুহাম্মাদ ফীরূযুর রহমান।

সোনামণি সংবাদ

সংলাপঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োচিত তাবলীগী ইজতেমা ২০০২-এর দ্বিতীয় দিন বাদ আছর **'সোনামণি'** সংগঠনের পক্ষ হ'তে দুই দৃশ্য বিশিষ্ট একটি সোনামণি সংলাপ পরিবেশিত হয়। সংলাপটির নাম **'কবর পূজার পরিণাম'**। এতে কবর পূজা, মাযার পূজা, পীর-ফক্বীরদের পূজা ও তাদের গায়েব জানা এবং তাবিজ বাঁধা ইত্যাদি বড় শিরক ও তার পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে রচিত সংলাপটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশে পরিবেশিত হয়। তাবলীগী ইজতেমায় উপস্থিত বিশাল জনতা উক্ত সংলাপের ভূয়সী প্রশংসা করেন। এটি সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ রচিত 'সমাধির সমাধি' নাটকের দু'টি দৃশ্য 'কবর পূজার পরিণাম' নামে সংলাপাকারে পরিবেশিত হয়। সংলাপটি যৌথভাবে পরিচালনা করেন শিহাবুদ্দীন আহমাদ ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যিয়াউল ইসলাম।

সংলাপে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেনঃ

উপস্থাপকঃ আবদুর রহমান (রাজশাহী)।
পরিচালক ঃ ইমামুদ্দীন (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)

এলাকাবাসীর ভূমিকায়ঃ

(১) আবদুল মুক্বীত (রাজশাহী)
(২) আবদুল মুমিন (রাজশাহী)
(৩) আবদুল হামীদ (")
(৪) দেলোয়ার হোসাইন (")
(৫) সাইফুল ইসলাম (")
(৬) যিয়াউল ইসলাম (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)
(৭) একরামুয্যামান (রংপুর)।

সোনামণির ভূমিকায়ঃ

(১) মাঈদুল ইসলাম (রাজশাহী)
(২) মুযাফ্ফর হোসাইন (")
(৩) হাবীবুর রহমান (বগুড়া)
(৪) আক্বীবুল হাসান (")
(৫) এনামুল হক্ব (ঝিনাইদহ)
(৬) হাসীবুদ্দৌলা (দিনাজপুর)
(৭) মুনীরুয্যামান (নওগাঁ)
(৮) ইমরানুয্যামান আল-মামুন (যশোর)।

প্রশিক্ষণঃ

(১) গত ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০২ শুক্রবার সকাল ১১ ঘটিকায় মজোপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ বাগমারা, রাজশাহীতে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলার সহ-পরিচালক আবদুল মুক্বীত। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন বাগমারা উপযেলার উপদেষ্টা জনাব সিরাজুল ইসলাম।

(২) গত ৮ই ফেব্রুয়ারী ২০০২ শুক্রবার বাদ আছর সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে রাজশাহী মহানগরী ও যেলার সোনামণি পরিচালনা পরিষদ-এর এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত প্রশিক্ষণে সোনামণি সংগঠন পরিচালনার দিক নির্দেশনার উপর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় পরিচালক জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। সাংগঠনিক জীবনের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ।

(৩) গত ২১শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাদ আছর রাজশাহী মহানগরীর হাতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব আলহাজ্জ মুসলিম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন **'সোনামণি'** কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তিনি সোনামণিদের চরিত্র গঠন, পারস্পরিক সম্পর্ক, সালাম ও প্রশিক্ষণের নীতিমালা, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ দেন।

অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম ও খুরশিদ আলম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, মুস্তাফীযুর রহমান।

Contents

মহিলাদের পাতা

আমীরের আনুগত্য

*মুসাম্মাৎ আখতার বানু**

আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে চলা ফরয। আর কেবল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শের মাধ্যমেই আল্লাহ্‌র হুকুম সম্বন্ধে জানা যায়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবনাদর্শ ও বুঝ অনুযায়ী আল্লাহ্‌র হুকুম মানতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ-অনুকরণ সকল মুসলমানের উপর ফরয। কেননা তাঁর জীবনাদর্শের মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের থেকে কোন কথা বলেন না। আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ يُوْحَى 'রাসূল তাঁর খেয়াল-খুশী মত কিছুই বলেন না; বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে যে 'অহি' প্রাপ্ত হন, তা-ই বলেন' *(নাজম ৩, ৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্যের পাশাপাশি 'উলিল আমর'-এর আনুগত্য করা অপরিহার্য কর্তব্য। যতক্ষণ না তিনি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী ফায়ছালা দিবেন। আল্লাহ বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য কর এবং রাসূল ও উলিল আমর-এর আনুগত্য কর *(নিসা ৫৯)*। 'উলিল আমর' অর্থ ঐ সমস্ত লোক, যাদের হাতে কোন বিষয়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব থাকে। এ শব্দটি দ্বারা ওলামা ও শাসক উভয় শ্রেণীকেই বুঝায়। সুতরাং 'আমী'র যা বলবেন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বলবেন। উল্লেখ্য যে, মূল ইত্ত্বা'আত্ব (আনুগত্য) হবে আল্লাহ্‌র। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং উলিল আমর-এর আনুগত্য আল্লাহ্‌র আনুগত্যের নামান্তর। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) খিলাফত গ্রহণের পর মদীনার মসজিদে সমবেত মুছল্লীগণের সামনে ভাষণ প্রদান করেন এ মর্মে যে, আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালিত করব, ততক্ষণ তোমরা আমার আদেশ মেনে চলবে। 'আমীরে'র অবাধ্য হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে যেন আল্লাহ্‌র আনুগত্য করল। আর যে 'আমীরে'র অবাধ্য হ'ল, সে যেন আমার আদেশের অবাধ্য হ'ল। আমীরই একমাত্র ঢাল বা বর্ম।[১] অপর এক হাদীছে তিনি বলেন, কোন নাক কাটা, কান কাটা দাসকেও যদি তোমাদের 'আমীর' বানানো হয় এবং তিনি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক তোমাদেরকে পরিচালিত করেন, তাহ'লে তাঁর অনুসরণ করো এবং তাঁকে মেনে চলো।[২]

'আমীর' ভুল করলে তার সংশোধন আছে। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) একদা মসজিদে নববীতে সমবেত মুসলমানদের লক্ষ্য করে বললেন, আমি ওমর যদি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী এবং আমার মনগড়া পথে চলি বা তোমাদেরকে আদেশ করি, তাহ'লে তোমরা কি করবে? এক বেদুঈন উন্মুক্ত তরবারী উত্তোলন করে বললেন, ওমর (রাঃ)! এই তরবারী দ্বারা তোমাকে সোজা করে দিব। আওফ ইবন মালিক (রাঃ) বলেন, আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! এই আমীরদের বিরুদ্ধে আমরা কি সংগ্রাম করব? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যতক্ষণ তারা ছালাত কায়েম করবেন, ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়ো না, যদি সে কোন খারাপ কাজ করে তাহ'লে তাকে অপছন্দ কর। তবুও তা থেকে আনুগত্যের হাতকে ছিনিয়ে নিওনা।[৩] বলাবাহুল্য 'আমীর' চাই উচ্চ বংশের হৌক কিংবা নীচু বংশের হৌক যতক্ষণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক নির্দেশ দিবেন, ততক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা হারাম। পদলোভে বা অন্য কোন হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে 'আমীরে'র বিরুদ্ধাচরণ অবৈধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لا طاعة فى معصية পাপ কাজে আনুগত্য চলবে না।[৪] অপর এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমীর ও শাসকের হুকুম মেনে চলা আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত বৈ-কি। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুম লংঘন হয়, এমন কাজে 'আমীরে'র আদেশ পালন করা চলবে না।[৫]

সুতরাং আমাদেরকে আমীরের আনুগত্য করা ওয়াজিব। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দিন- আমীন!

---

* *আরবী প্রভাষক, পলিকাদোয়া মহিলা দ্বিমুখী আলিম মাদরাসা, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬১ 'ইমারত' অধ্যায়।*
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬২।*
৩. *মুসলিম, মিশকাত, হা/৩৬৭০।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫।*
৫. *মিশকাত, শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক মিশকাত, হা/৩৬৯৬ 'ইমারত' অধ্যায়।*

মৃত্যু সংবাদ

(ক) 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার সাবেক সহ-সভাপতি মাওলানা আবদুল গফূর গত ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২-টায় নিজ গৃহে ইন্তেকাল করেন। 'ইন্না-লিল্লা হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন'। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৫ পুত্র ও ২ কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর জানাযায় যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সহ বিপুল সংখ্যক মুছল্লী শরীক হন।

(খ) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী যেলার অন্যতম উপদেষ্টা ও পশ্চিম কচুয়া শাখার প্রধান উপদেষ্টা কৈমারী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক সদস্য মাওলানা ইবরাহীম আলী গত ২৫শে জানুয়ারী শুক্রবার দিবাগত রাত ১২-টায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। 'ইন্না-লিল্লা হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন'। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে ও ৫ ছেলে এবং নাতি-নাতনী সহ অনেক গুনগ্রাহী রেখে যান। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নীলফামারী যেলার সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন সহ যেলার বিশিষ্ট সুধী ও ওলামায়ে কেরাম তাঁর জানাযায় শরীক হন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক]

স্বদেশ

স্বদেশ

ঢাকায় বায়ু দূষণে প্রতি বছর ৫ হাযার মানুষ মারা যায়

-বিশ্বব্যাংক

বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, বায়ু দূষণে প্রতি বছর ঢাকা মহানগরীতে ৫ হাযার মানুষ মারা যাচ্ছে এবং যানবাহন থেকে নির্গত অনিয়ন্ত্রিত কালো ধোঁয়াই এ জন্য দায়ী।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, ঢাকার বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ বাতাসে বিপুল পরিমাণ ধূলিকণা। এসব ধূলিকণা ১০ মাইক্রণ ডায়ামিটার (পিএম-১০)-এর চেয়েও ক্ষুদ্র। রিপোর্টে দূষণের অন্যান্য কারণ হিসাবে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোকার্বনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে রিপোর্টে বায়ু দূষণের প্রধান কারণ হিসাবে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়াকে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিপোর্টে আরো বলা হয়, গড়ে ২৭ শতাংশ দূষণই হচ্ছে অটোরিক্সা, ট্রাক, বাস এবং পরিবহন-এর পিএম-১০ ধূলিকণার কারণে। শুষ্ক মৌসুমে এই ধূলিকণা দূষণ ৪১ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়।

বিজ্ঞান সাফল্যের সাথে সমস্যাও এনেছে অনেক॥ সমাধান নিহিত মানবিক মূল্যবোধের মধ্যে

-বিজ্ঞানী নযরুল ইসলাম

দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর জামাল নযরুল ইসলাম বলেছেন, বিশ্বের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করতে হ'লে সকল সভ্যতা ও সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। সবার উপর মানুষ সত্য, এই চেতনাকে শাণিত করতে হবে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মাধ্যমে অনেক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। একই সাথে ঐ সাফল্য অনেক সমস্যা, দ্বন্দ্ব ও সংঘাতেরও জন্ম দিয়েছে। সেসব সমস্যার সমাধান কেবল বিজ্ঞানীদের দ্বারা সম্ভব নয়। প্রসঙ্গত তিনি আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধির উপরও গুরুত্বারোপ করেন।

লণ্ডনের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী জামাল নযরুল ইসলাম আরো বলেন, পাশ্চাত্য বিশ্ব বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উচ্চ শিখরে আরোহণ করে। কিন্তু ঐ শতকেই মানবতার ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে গেছে। দু'টি বিশ্বযুদ্ধ ঐ শতকেই সংঘটিত হয়।

এশিয়ার সভ্যতায় ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে, বিশ্ব সভ্যতায় রয়েছে অভূতপূর্ব অবদান

-প্রেসিডেন্ট

প্রেসিডেন্ট প্রফেসর এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, এশিয়ার সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। ইসলামের আলোকে ভারত, মেসোপটেমিয়া এবং পার্সিয়া (ইরান) অঞ্চলে সভ্যতার ক্রমপরিবর্তনে এক নতুন জীবনযাত্রার শুরু হয়। বিশ্ব সভ্যতায়ও ইসলাম এক অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে সামগ্রিকভাবে। 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ' আয়োজিত গত ৭ ফেব্রুয়ারী বিয়াম মিলনায়তনে 'ডায়লগ এবং সিভিলাইজেশন্স' শীর্ষক সেমিনারে প্রেসিডেন্ট প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ইসলামের মর্মবাণী অনুসরণ করেই আমরা সভ্যতাকে আরো সমৃদ্ধ করতে পারি। সমতা, সৌহার্দ্য, ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও বিচারের ক্ষেত্রে ইসলামের আদর্শকে প্রয়োগ করে শান্তির সভ্যতা নিশ্চিত করা সম্ভব। ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকায় ইসলামী মর্মবাণীর কথা প্রেসিডেন্ট উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেন।

সরকারী সেবা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়া হবে

সরকার সব ধরনের সরকারী মালিকানাধীন শিল্প, বাণিজ্য ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান পর্যায়ক্রমে বেসরকারী মালিকানায় ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সম্বলিত বেসরকারীকরণ নীতিমালা অনুমোদন করেছে। গত ৯ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়। এ বেসরকারীকরণ নীতিমালা অনুমোদনের পর বেসরকারী কমিশন পর্যায়ক্রমে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি পিডিবি, ডেসা, টিএন্ডটি, বন্দর রেলওয়ে, বিমান, পেট্রোবাংলা, বিপিসি, ওয়াসা সহ সব ধরনের সেবা সংস্থা বেসরকারী খাতে ছেড়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিআরডি মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, আইনমন্ত্রী ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমাদ, কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতীউর রহমান নিজামী, শিল্পমন্ত্রী এম, কে আনোয়ার, যোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিষ্টার নাজমুল হুদা, বস্ত্রমন্ত্রী আবদুল মতীন চৌধুরী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রী কর্নেল আকবর হোসেন, বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমূদ চৌধুরী, বেসরকারী কমিশনের চেয়ারম্যান ইনাম আহমাদ চৌধুরী প্রমুখ।

সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ নিশ্চিত করা হবে। সেই সাথে শুধুমাত্র অধিক রাজস্ব আদায়ের উপর প্রাধান্য না দিয়ে, ক্রেতার সদিচ্ছা, পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এছাড়া সম্ভাব্য সবক্ষেত্রে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের বন্ধ পরিহার করা এবং বেসরকারীকরণের মধ্যে শিল্পের অব্যাহত চালু থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। বিক্রয় মূল্য হিসাবে বিবেচনা করা হবে বাজার দরকে। হস্তান্তরিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পদের উপর ক্রেতার আইনসঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ক্রেতার স্বার্থ রক্ষা করা হবে। একই সাথে স্বচ্ছতার নীতির অংশ হিসাবে সব ক্রেতার প্রতি পক্ষপাত মুক্ত আচরণ করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুসারে টেণ্ডারের মাধ্যমে বিক্রি এবং পুঁজি বাজারের শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারীকরণ করা হবে। কোন ক্ষেত্রে ২ বার দরপত্র আহ্বান করেও গ্রহণযোগ্য দর পাওয়া না গেলে কমিশন কাঠামো বিন্যাস পদ্ধতি, মিশ্র বিক্রয় পদ্ধতি, ব্যবস্থাপনা চুক্তি, ইজারা প্রদান, লিকুইডেশন ও অন্যান্য পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে।

দেশেই লিভার প্রতিস্থাপন সম্ভব

মানবদেহের সবচেয়ে জটিল অস্ত্রোপচার লিভার প্রতিস্থাপন এখন দেশেই সম্ভব হ'তে যাচ্ছে। এটা হবে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য সেবায় এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

পিজি হাসপাতালের ডাঃ জুলফিকার খান বার্তাসংস্থা 'ইউএনবি'কে বলেন, যকৃত অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষত শল্যবিদ ও সংশ্লিষ্ট দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলছি। তিনি বলেন, এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের মধ্যে দেশে লিভার প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, লিভার অকার্যকর হয়ে যাওয়া এবং লিভার সিরোসিসের ক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত লিভার সরিয়ে সেখানে সুস্থ লিভার প্রতিস্থাপন করা।

যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো থেকে এফআরসিএস ডিগ্রী অর্জনকারী ডাঃ জুলফিকার খান বলেন, দেশে বিপুল সংখ্যক লিভার রোগী রয়েছে। নতুন উইং চালু হবার পর তারা দেশেই সম্ভব সর্বোত্তম চিকিৎসা সুবিধা লাভ করতে পারবে। তিনি বলেন, বর্তমানে লিভার সিষ্ট অপসারণ, ব্যবচ্ছেদ, গলব্লাডার ক্যান্সার, প্যানক্রিয়েটিক টিউমার অপসারণের মত যকৃত সম্বন্ধীয় অস্ত্রোপচার এখানে হচ্ছে। নতুন উইং চালু হওয়ার ফলে এখানে লিভার বদলানো সম্ভব হবে।

ডাঃ খান বলেন, এই অপারেশন অবশ্যই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। সিঙ্গাপুরে লিভার প্রতিস্থাপনে যেখানে ব্যয় হয় ৫০ লাখ টাকার মত, সেখানে বাংলাদেশে এটা ৫ লাখ টাকার মধ্যে সম্ভব হবে। প্রতিস্থাপনের জন্য লিভারের প্রাপ্যতা সম্পর্কে ডাঃ খান বলেন, মৃত্যুর ২৪ ঘন্টার মধ্যে শরীর থেকে লিভার সংগ্রহ করা যেতে পারে এবং কোন জীবিত ব্যক্তি তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে লিভার দান করতে পারেন। তিনি বলেন, আমি মনে করি, কোন মা তার লিভারের একটি অংশ তার অসুস্থ সন্তানকে দিতে দ্বিধা করবেন না। এমনকি কোন ব্যক্তি তার স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি ছাড়াই তার লিভারের একটি অংশ দান করতে পারেন।

সাত মাসের শিশুপুত্রকে কুরবানী!

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ঈদের দিন দুপুরে ময়মনসিংহের ফুলপুর উপযেলার তারাকান্দার লাউটিয়া টেংগুলিয়া কান্দা গ্রামে উন্মাদ পিতা মুহাম্মাদ গোলাম মোস্তফা (৩৮) তার ৭ মাসের একমাত্র শিশুপুত্রকে কুরবানীর নামে জবাই করে হত্যা করেছে। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, পবিত্র ঈদুল আযহার দিন ঘাতক পিতা তার স্ত্রী নূরুন্নাহারকে তার একমাত্র শিশুপুত্র সুলায়মানকে গোসল করে ওযূ করিয়ে দিতে বলে। সে দাবী করে যে, সে স্বপ্নে দেখেছে, তার একমাত্র পুত্রকে নিজ হাতে কুরবানী করছে। তাই বাস্তবেও সে তার নিজগৃহের মেঝেতে শুইয়ে রাখা পুত্র সন্তান সুলায়মানকে নিজ হাতে গলায় ছুরি চালিয়ে হত্যা করে। এরপর স্থানীয় লোকজন মোস্তফাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এ ব্যাপারে মোস্তফার পিতা ও নিহত শিশুর দাদা বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করে।

১৮১ দিনে শিশুর কুরআন শরীফ মুখস্থ

মাত্র ৮ বছরের শিশু উম্মে হাবীবা ১৮১ দিনে পবিত্র কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। উম্মে হাবীবা গত ২৪ জুলাই সেনবাগ উপযেলার ফতেহপুর নূরানী মাদরাসায় ভর্তি হয় এবং ২০ জানুয়ারী সে ৩০ পারা কুরআন মুখস্থ করে ফেলে। এর মধ্যে উক্ত মাদরাসায় তার উপস্থিতি ছিল ১৮১ দিন। অবিস্মরণীয় মেধার অধিকারী উম্মে হাবীবা মাদরাসা শিক্ষকদের সম্মুখে বিশুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন মুখস্থ শুনিয়ে রীতিমত শিক্ষকদের হতবাক করে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হ'লে দূরদূরান্ত থেকে উৎসুক অনেকে শিশুটিকে এক নযর দেখতে আসে। উম্মে হাবীবার বাড়ী বেগমগঞ্জ উপযেলার রসূলপুর গ্রামে।

বিশ্ব মুসলিমকে দাবিয়ে রাখার ভারত-মার্কিন নীতির সর্বশেষ টার্গেট বাংলাদেশঃ ইসলামী দলগুলির বিস্ময়কর নীরবতা

সারা দুনিয়ায় মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখতে ভারত-মার্কিন নীতির অঙ্গ হিসাবে সর্বশেষ টার্গেট করা হয়েছে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে। অন্যান্য দেশের মতই বাংলাদেশেও সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের লক্ষ্যবস্তু হ'ল দেশের ইসলামী শক্তি। তারা শুধুমাত্র ইসলামের রাজনৈতিক প্লাটফর্মকেই হামলার লক্ষ্যবস্তু করেনি, সামাজিক শক্তিসমূহকেও তাদের আক্রমণের টার্গেট হিসাবে বেছে নিয়েছে। মুসলিম বিরোধী বহিঃশত্রুরা যখন মারমুখী, তখন দেশের অভ্যন্তরে সরকার এবং ইসলামী শক্তিগুলি দুঃখজনকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং নির্জীব। সচেতন মানুষ আশা করেছিল যে, এদেশের ইসলামী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে ভারতের একটি প্রভাবশালী মহলের এমন উলঙ্গ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরকারের সংশ্লিষ্ট শাখা সরব প্রতিবাদে মুখর হবে। কিন্তু সরকার ও সংশ্লিষ্ট ইসলামী সংগঠনগুলি বিস্ময়কর নীরবতা বজায় রাখায় মানুষ বিস্মিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ভারতের বহুল প্রচারিত প্রভাবশালী ইংরেজী দৈনিক 'হিন্দুস্তান টাইমস' প্রথম পৃষ্ঠায় একটি খবর প্রকাশ করে। ঐ খবরে বলা হয় যে, পাকিস্তানে ইসলামী রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ওপর জেনারেল মোশাররফ প্রচণ্ড ক্র্যাকডাউন করলে নিরাপত্তা এবং নতুন আস্তানার আশায় তারা বাংলাদেশে পাড়ি জমায়। এর সূত্র ধরে তারা পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা 'আইএসআই'-এর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক আবিষ্কার করে। ভারতের রাজধানী নতুন দিল্লী থেকে এই খবরটি পাঠিয়েছেন স্বাতী চতুর্বেদী। ঐ রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে যে, ভারত সরকার এদের ব্যাপারে সহসাই বাংলাদেশ সরকারের সাথে কথা বলবে। যেসব রাজনৈতিক দল এবং সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে ভারতের ঐ মহলটি জঙ্গীবাদ এবং সন্ত্রাসের বদনাম দিচ্ছে সেসব সংগঠন হ'ল- (১) ইসলামী ঐক্যজোট, (২) ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, (৩) খেলাফত মজলিস, (৪) ইমাম পরিষদ, (৫) ইসলামী ছাত্র শিবির এবং (৬) হরকাতুল জিহাদে ইসলামী।

ভারতের গোয়েন্দা সূত্রের বরাত দিয়ে ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে যে, পাকিস্তানে দমননীতি চালানোর পর বাংলাদেশে এই তিনটি সন্ত্রাসী গ্রুপের অনুপ্রবেশ বেড়ে গেছে। এই তিনটি দল হ'ল- (১) মুসলিম মুজাহেদীন, (২) তাহরীকুল মুজাহেদীন এবং (৩) লশকরে তৈয়বা।

মুক শিল্পী ফখরুল

জীবনমুখী চিত্রকর্ম যার ভাষার মাধ্যম

ধ্বনি যেখানে নীরব, ভাষা সেখানে প্রকাশের পথ খুঁজে খুঁজে উন্মাতাল হয়ে ওঠে। মানুষের অনুভূতিকে করে তোলে চঞ্চল। ফখরুল আনাম একজন পরিপূর্ণ মানুষ। জন্ম থেকেই তিনি মুক ও বধির। কিন্তু অন্তরের ভাষা প্রবোধ মানবে কেন? শিল্পের বেদনা তাকে উত্তাল করে তোলে। মনের যন্ত্রণাগুলিকে ভাষা দিতে চায় রঙ আর তুলির আঁচড়ে।

সাতক্ষীরা যেলা শহর থেকে ৮ কিঃমিঃ পশ্চিম-দক্ষিণে কালিগঞ্জ সড়কের পশ্চিমে বুলারাটি গ্রামে ফখরুল আনামের জন্ম। এখন তিনি সুঠামদেহী পঁচিশের যুবক। মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বাবা আব্দুস সাত্তার মণ্ডল মারা গেছেন অনেক আগেই। মা, মামু ও ভাইদের সহায়তায় রাজশাহী মুক ও বধির স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন, তারপর আর এগুতে পারেন নি। সেই মুক ও বধির প্রতিবন্ধী জীবনের যন্ত্রণাদগ্ধ অনুভূতি থেকেই তার শিল্পী জীবনের শুরু। ক্লান্তিহীন নির্মাণ সাধনায় এখন তিনি একজন দক্ষ ও কুশলী চিত্রকর হয়ে উঠেছেন। তার চিত্রকর্মগুলির মধ্যে গ্রামবাংলার সবুজ বেষ্টিত কুঁড়ে ঘরের ছবি, আঁকাবাকা নদীস্রোত, ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ, আগ্রার তাজমহল, কলিকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এদেশের নদী নিসর্গ তাকে যেমন টানে তেমনি গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করেন বৈরীতার সকল যন্ত্রণাগুলিকে। তাই অবিরাম বৈরী সমাজের বঞ্চনার ছবিগুলিকে নিপুন নান্দনিকতায় অনেক বড় করে তোলেন তিনি।

ছবি আঁকার তেমন একাডেমিক শিক্ষা তার নেই। শুধু সাধনা বলেই একদিন বড় শিল্পী হ'তে চান তিনি। সাতক্ষীরা অঞ্চলে তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কোন মিডিয়ার আশ্রয় না পেয়ে, তিনি একজন তীক্ষ্ণ বোধসম্পন্ন জীবনমুখী শিল্পী হয়েও সাধারণ মানুষের কাছে যেতে পারেননি। সুযোগ ও সহায়তা পেলে তিনিও হয়তো একদিন বিখ্যাত শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন। একটি আর্ট গ্যালারী গড়ে তোলার খুবই ইচ্ছা তার। কিন্তু অর্থাভাবে তিনি অগ্রসর হ'তে পারছেন না। নিজের ঘরেই তিনি আপন ভুবন গড়ে তুলেছেন। রং-তুলিতেই মগ্ন থাকেন সারাক্ষণ। এ যেন তার এক নিটোল নন্দনকানন। এ মগ্নতা একদিন তাঁর সাধনায় সাফল্য এনে দেবে এই আশাটুকু করা যায়।

[আমরা তাঁর জীবনের সাফল্য কামনা করি। -সম্পাদক]

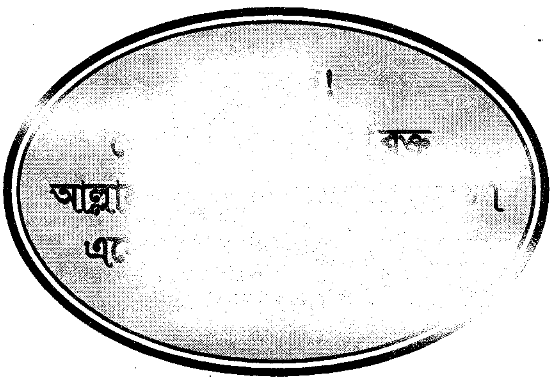

বিদেশ

ভারতে এক্সপ্রেস ট্রেনে অগ্নিসংযোগের সূত্র ধরে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা চরমে

গত ২৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার বিতর্কিত রামমন্দির নির্মাণ-পূর্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে গুজরাটের বাণিজ্যিক রাজধানী আহমদাবাদ যাবার পথে 'সবরমতি এক্সপ্রেস ট্রেনে'র চারটি কামরায় অবস্থানকারী হিন্দু উগ্রবাদীরা রামমন্দিরের সমর্থনে শ্লোগান দিচ্ছিল। এ অবস্থায় এক্সপ্রেস ট্রেনটি মুসলিম অধ্যুষিত গোধরা ষ্টেশন ত্যাগ করার পরপরই ষ্টেশনের অল্প দূরে হামলার শিকার হয়। স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা প্রথমে ট্রেন লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং এক পর্যায়ে ট্রেনের ৪টি বগিতেই আগুন ধরিয়ে দেয়। যেলা প্রশাসক জয়ন্তী রাভী জানান, এ সময় বগিগুলিতে কমপক্ষে ৭৫ জন যাত্রী ছিল। এর মধ্যে অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হয় ৫৬ জন।

'ভিএইচপি'সহ কয়েকটি সূত্র ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনার জন্য স্থানীয় মুসলমানদের দায়ী করেছে। কিন্তু ভারতীয় রেলওয়ে কর্মকর্তারা তাদেরকে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি বলে উল্লেখ করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীসহ অন্য সরকারী কর্মকর্তারা তাদের পরিচয় জানাতে অস্বীকার করেন।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। রাজ্যের প্রধান শহর আহমাদাবাদ সহ বিভিন্ন স্থানে মুসলমানরা হামলার শিকার হয়। শহরে উত্তেজিত হিন্দুরা পুলিশের সামনে মুসলমানদের বসতবাড়ী, হোটেল, কারখানাসহ বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে লুটপাট করে। পরে লুটপাটকৃত সামগ্রী খোলা রাস্তায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে 'বহ্নি-উৎসব করে।

এর ফলে রাজ্যের বেঁচে যাওয়া মুসলমানরা কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। তাদের অনেকেরই নিকট আত্মীয়ের লাশ দাফনের আর কোন সঙ্গতি বা অবস্থা নেই। ফলে পরিকল্পিতভাবে হত্যাকৃত এসব মুসলমানদের গণকবর দেয়া হচ্ছে।

বিবিসি'র ভাষ্য মতে, সপ্তাহব্যাপী দাঙ্গায় তিন হাযার কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। আর কত মুসলমান যে নিহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান এখনো অজ্ঞাত। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে নিহতের সংখ্যা ৬ শ'। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা সহস্রাধিক বলে বিশেজ্ঞ মহলের ধারণা।

কি ঘটেছিল গোধরায় আর কি ঘটানো হ'ল গুজরাটে?

গুজরাটের গোধরা স্টেশনের এক কিলোমিটার দূরে ট্রেনে অগ্নিসংযোগ এবং প্রাণহানির ঘটনায় জড়িতদের ধর্মীয় পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে ঘটনাটিকে একটি সাম্প্রদায়িক ঘটনা হিসাবে চালিয়ে দেয়ার চেষ্টা হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটি কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা ছিল না। ঘটনার নেপথ্যে প্রকৃত সত্য কি তা আড়াল করে রাখা হচ্ছে মাত্র। অথচ এই ঘটনার পর ঘটনার সাথে ধর্মীয় অনুভূতি জড়িয়ে গোটা গুজরাট রাজ্য জুড়ে মুসলিম নিধনের যে তাণ্ডব শুরু করা হ'ল তাতে প্রাণ দিতে হয়েছে সহস্রাধিক মুসলমানকে। বলা হয়েছে, গোধরা স্টেশনে মুসলমানরা পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হামলা চালিয়ে করসেবকদের হত্যা করেছে।

গোধরা স্টেশনের প্রকৃত ঘটনা কিন্তু অন্য কথা বলে। ঘটনার দিন গোধরায় যা ঘটেছিল তার সূত্রপাত হয়েছিল আরো আগে, গোধরার পূর্ববর্তী স্টেশন দাহুদ থেকেই। অযোধ্যা থেকে আসা 'সবরমতি এক্সপ্রেস' ট্রেনের তিনটি বগিতে স্থান নিয়েছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) করসেবকরা। গোধরা থেকে ৭৫ কিলোমিটার পেছনে অবস্থিত দাহুদ স্টেশনে 'সবরমতি এক্সপ্রেস' পৌঁছে সকাল ৬-টার মধ্যে। ট্রেনটি থেমে থাকা অবস্থায় করসেবকরা প্লাটফর্মে নেমে একটি দোকানে স্ন্যাক্স খাওয়ার এক পর্যায়ে দোকানীর সাথে তাদের বিতর্ক হয়। বিতর্কে উত্তেজিত হয়ে করসেবকরা দোকানটি ভেঙ্গে ফেলে। এ ঘটনায় দোকান মালিক স্থানীয় থানায় করসেবকদের বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করে। প্রায় অনুরূপ ঘটনা ঘটে পরবর্তী স্টেশনেও।

সকাল ৭-টার দিকে ট্রেনটি গোধরা স্টেশনে এসে পৌঁছলে করসেবকরা পুনরায় তাদের রিজার্ভ করা বগিগুলি থেকে নেমে এসে প্লাটফর্মে একটি ছোট চায়ের দোকানে বসে চা ও স্ন্যাক্স খায়। দোকানটি চালাচ্ছিলেন একজন শ্মশ্রুধারী মুসলমান বৃদ্ধ। করসেবকরা এখানেও বৃদ্ধ দোকানীর সাথে উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিতর্ক শুরু করে। বিতর্কের এক পর্যায়ে তারা বৃদ্ধকে প্রহার এবং তার দাড়ি ধরে টানাটানি শুরু করে। সংখ্যালঘু হবার কারণে তার সাথে এই অপমানকর আচরণটা করা হচ্ছিল অনেকটা পরিকল্পনা করেই। এ সময় করসেবকরা উসকানিমূলক শ্লোগান দেয় 'মন্দিরকা নির্মাণ কর, বাবরকি আওলাদকো বাহার কর' ইত্যাদি।

এই অযাচিত হট্টগোলের মধ্যে বৃদ্ধের ১৬ বছর বয়স্ক তরুণী মেয়ে পিতার সাহায্যে এগিয়ে আসে। ঘটনার সময় মেয়েটি সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তার সামনেই বৃদ্ধকে প্রহার করা হচ্ছিল। মেয়েটি তার পিতাকে প্রহার না করার আকুল আবেদন জানায়। কিন্তু উন্মত্ত করসেবকরা তার আর্তনাদে কর্ণপাত না করে, তরুণীকেই জোরপূর্বক ট্রেনে তাদের বগিতে তুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। এর পরপরই ট্রেন চলতে শুরু করে। অসহায় বৃদ্ধ পিতা তার অপহৃত মেয়েকে উদ্ধারের জন্য ধীরগতিতে চলমান ট্রেনের নির্দিষ্ট এস-৬ নম্বর বগির দরজায় জোরে করাঘাত করে ট্রেনের সাথে সাথে এগুতে থাকে। কিন্তু বগির দরজা তাতে উন্মুক্ত হয়নি। এ অবস্থায় 'সবরমতি এক্সপ্রেস' গোধরা স্টেশনের প্লাটফর্ম অতিক্রম করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্টেশনের দু'জন হকার ট্রেনের পেছনের বগিতে লাফিয়ে উঠে পড়ে। এই বগিটির ঠিক পরের ক্যাবিন গার্ডদের জন্য নির্ধারিত। হকার দু'জন অসহায় মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে চেন টেনে ট্রেনটি থামিয়ে দেয়। ট্রেন থেমে যাবার পর, মেয়েটিকে যে বগিতে আটকে রাখা হয়েছে, তার বন্ধ দরজায় তারা জোরে করাঘাত করে তাকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ জানাতে থাকে। এ সময় চেঁচামেচি ও চিৎকারের মধ্যে মহিলাসহ আশপাশের লোকজন এসে জড়ো হয় সেখানে। তারাও সমস্বরে আটক নিরপরাধ তরুণীটিকে ছেড়ে দেয়ার দাবী জানায়। কিন্তু বর্বর করসেবকরা মেয়েটিকে ছেড়ে না দিয়ে বরং বগির জানালাগুলিও এবার বন্ধ করে দেয়। এই দৃশ্য দেখে উত্তেজিত হয়ে ওঠে জনতা এবং বন্ধ করে দেয়া জানালায় ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় মেয়েটি যে বগিতে আটক সেই এস-৬ নম্বর বগির সামনে ও পেছনের দু'টি বগি থেকে রণমূর্তি ধারণ করে লম্বা বাঁশ হাতে বেরিয়ে আসে করসেবকরা। তাদের সাথে থাকা ব্যানার থেকে এই বাঁশগুলি খুলে আলাদা করা হয়।

বাঁশ নিয়ে উত্তেজিত করসেবকরা আরো বেশী উত্তেজিত এবং ক্ষুব্ধ জনতার উপর হামলা চালাতে গেলেই পরিস্থিতি হঠাৎ নাটকীয় পর্যায়ে রূপ নেয়। এ সময় অনন্যোপায় হয়ে জনতা কাছাকাছি গ্যারেজ থেকে ডিজেল ও পেট্রোল এনে বগিতে ছিটিয়ে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রকৃত ঘটনাটি হুবহু এরকম। কিন্তু নিকটবর্তী পেট্রোল পাম্প থেকে পেট্রোল আনা হয় এবং পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটানো হয়েছে বলে যে কথা বলা হচ্ছে, তা নিছক অসত্য এবং ভিত্তিহীন। ট্রেনে অগ্নিসংযোগের ঘটনার অল্পক্ষণের মধ্যে স্থানীয় করসেবকরা সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্যারেজগুলি জ্বালিয়ে দেয়। তারা সেখানে 'বাদশা মসজিদ' নামে একটি মসজিদও পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে।

ঘটনাস্থলে অনেক পরে আসে পুলিশ। তারা কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না নিয়েই স্থানীয় নিরপরাধ লোকদের ধরপাকড় শুরু করে। পুলিশ এরপর যা করে তা হচ্ছে, তারা পুরো ঘটনার দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় গোধরার মেয়র আহমাদ হোসেন কলোতার উপর। কংগ্রেস সদস্য জনাব কলোতা একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞও। কার্যত কংগ্রেসের সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্যই এ উদ্যোগ নেয়া হয়। কেননা হিন্দু জাতীয়তাবাদী কট্টরপন্থী সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দুপরিষদ' সাম্প্রদায়িক সহিংসতা শুরু করেছে খুব পরিকল্পিতভাবেই এবং কোনরূপ বাধাবিঘ্ন ছাড়া তারা সফলভাবে তা করে যেতে পারছে, এটা দুঃখজনক হলেও সত্য।

১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনাঃ নিউইয়র্কে সংসারী হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে

অবিশ্বাস্য হ'লেও সত্য যে, ভালোবাসার নগরী 'নিউইর্য়ক সিটি'তে ১১ সেপ্টেম্বরের পর প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে দৈহিক মিলনের হার ৩৫% হ্রাস পেয়েছে। পক্ষান্তরে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা বেড়েছে ৪৬%। নিউইয়র্ক ম্যাগাজিন এবং মেট্রো টিভির যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এক জরিপে এই তথ্য উদঘাটিত হয়। জরিপে জানা যায় যে, প্রাপ্ত বয়স্ক অবিবাহিতদের ৪৬% লোকই গার্লফ্রেণ্ড/বয়ফ্রেণ্ডের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে আগ্রহী। এদের শতকরা ৩২ জনই রীতিমত সংসারী হ'তে চায়। মাত্র ১০% বলেছেন যে, তারা বর্তমানে অধিক সময় ব্যয় করছেন দৈহিক মিলনের জন্য। এই অভূতপূর্ব পরিবর্তনের কারণ হ'ল, ১১ সেপ্টেম্বরের ভয়াবহ ঘটনায় উপলব্ধি এসেছে যে, জীবনটা খুবই ছোট।

যুক্তরাষ্ট্র হ'ল শয়তানের সাম্রাজ্য

-উঃ কোরিয়া

যুক্তরাষ্ট্রকে উত্তর কোরিয়া 'শয়তানের সাম্রাজ্য' হিসাবে অভিহিত করেছে। এছাড়াও ওয়াশিংটন এযাবৎকালের সবচেয়ে বেশী সামরিক ব্যয়ের যে প্রস্তাব করেছে, পিয়ংইয়ং তার সমালোচনা করেছে। উত্তর কোরীয় বার্তাসংস্থা জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও সে সামরিক

ব্যয় ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এতে পরিষ্কারভাবে প্রমাণ হয় দেশটি হ'ল 'শয়তানের সাম্রাজ্য'। বিশ্বের শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতি মহাহুমকি সৃষ্টি করেছে তারা। উল্লেখ্য যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ২০০৩ সালের জন্য ৩৭ হাযার ৯শ' কোটি ডলারের সামরিক বাজেট প্রস্তাব করেছেন।

মাদকের মাধ্যমে এইডস-এর বিস্তার ঘটছে এশিয়ায়

এশিয়ায় মাদক পাচার রুটের আশপাশের এলাকায় এইডস রোগের ভয়াবহ বিস্তার ঘটছে। কথিত 'গোল্ডেন ট্রায়েঙ্গল' থেকে শুরু করে ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশেও এই প্রবণতা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এ অঞ্চলের সরকারগুলি যৌন সংসর্গের মাধ্যমে এইডস বিস্তার রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চালালেও মাদক গ্রহণকারীদের ইনজেকশনের সুচের মাধ্যমে এই রোগের বিস্তার সম্পর্কে তারা একেবারে নিশ্চুপ। এশিয়ার ২২টি দেশ এবং হংকং ও ম্যাকাওয়ে এইডস রোগের উপর এক অস্ট্রেলীয় প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে।

এশিয়ায় ৭০ লাখেরও বেশী মানুষের দেহে এইডস-এর জীবাণু রয়েছে। বিশেষ করে পতিতাদের মাঝে এই প্রক্রিয়ায় রোগটির বিস্তার ঘটছে সবচেয়ে বেশী। রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, পাকিস্তান, ম্যাকাও, হংকং, লাওস ও ফিলিপাইন এই প্রক্রিয়ায় এইডস বিস্তারের ঝুঁকির মুখে রয়েছে। ইরানে ৭৫ শতাংশ, ভিয়েতনামে ৬৫ শতাংশ ও থাইল্যাণ্ডে ৫৪ শতাংশ এইডস রোগী মাদক গ্রহণ করতে গিয়ে এই রোগের শিকার হয়েছে।

কয়েকটি আফ্রিকান দেশে লাখ লাখ টন মার্কিন বিষাক্ত বর্জ্য পুঁতে ফেলা হচ্ছে

মার্কিন প্রশাসন সিয়েরালিয়ন, দক্ষিণ আফ্রিকা, এ্যাঙ্গোলা, গ্যাবন, গিনি বিসাউ, সেনেগাল ও জিম্বাবুয়েসহ কয়েকটি আফ্রিকান দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশ থেকে পাঠানো কয়েক মিলিয়ন টন বিষাক্ত বর্জ্য পুঁতে ফেলার জন্য রাযী করাতে সফলকাম হয়েছে। এসব বর্জ্যকে শিল্প রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য এবং কীটনাশক বিষাক্ত পণ্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই বিষাক্ত বর্জ্যগুলি বাক্স ও বড় বড় আধারে কর্দমাক্ত দ্রব্য আকারে রাখা হয়েছে। উল্লেখিত দেশগুলির পদস্থ কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় কিছু কমিশনের বিনিময়ে মার্কিন প্রসাশন ঐ বিষাক্ত বর্জ্যগুলির বড় অংশই পুঁতে ফেলার কাজে সফল হয়েছে।

মায়ানমার পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী নির্মাণ করবে

মায়ানমারের সামরিক শাসক একটি পারমাণবিক গবেষণা চুল্লী নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে এবং এ ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী খিন মায়ুং উইন একথা জানান। গত ২১ জানুয়ারী প্রকাশিত এক বিবৃতিতে খিন মায়ুং উইন বলেন, সামরিক জান্তা আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থাকে (আইএইএ) চুল্লী নির্মাণে তার অভিপ্রায়ের কথা জানান বলে তিনি উল্লেখ করেন। এর ব্যবহার শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে। বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, মায়ানমার সরকার সমুদ্র উপকূল, আকাশ, মেডিকেল ও পারমাণবিকসহ সকল ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। রুশ ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এ ধরনের একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে।

ফিজির অভ্যুত্থানের নায়ক জর্জ স্পেইটের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

ফিজির হাইকোর্ট অভ্যুত্থানের নেতা জর্জ স্পেইটকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেদেশের প্রেসিডেন্ট জোশেফা ইলোইলো মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। দ্বীপরাজ্যের এটর্নি জেনারেল কোরিনিয়াসা বাল্ক বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট এই হস্তক্ষেপ করেছেন। ২০০০ সালের মে মাসে এক অভ্যুত্থানে মূল ভূমিকার কারণে হাইকোর্ট দীর্ঘ বিচার প্রক্রিয়ার পর জর্জ স্পেইটকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। সেই অভ্যুত্থানে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী মহেন্দ্র চৌধুরী ক্ষমতাচ্যুত হন। জর্জ স্পেইটের সশস্ত্র লোকজন পার্লামেন্ট ভবনে প্রধানমন্ত্রী মহেন্দ্র চৌধুরী ও মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের ৫৬ দিন যিম্মী হিসাবে আটক করে রেখেছিল।

বুশ রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর এক শিশু

-উত্তর কোরিয়া

দুই কোরিয়ার মধ্যকার সমস্যা সমাধান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ওয়েলিংটন প্রস্তুতি পর্বে যে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে, তাকে উত্তর কোরিয়া অপমানজনক প্রস্তাব হিসাবে উল্লেখ করেছে। প্রেসিডেন্ট বুশ দক্ষিণ কোরিয়া সফরের সময় এ প্রস্তাব দেন। উত্তর কোরিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে মিঃ বুশকে রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর শিশু হিসাবে বর্ণনা করেছে। এই বিবৃতিতে বলা হয়, মিঃ বুশ শক্তি ও ডলার দিয়ে উত্তর কোরিয়া দখলের জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে।

মায়ানমার বিশ্বের বৃহত্তম আফিম উৎপাদনকারী দেশ

মায়ানমার বিশ্বের বৃহত্তম আফিম উৎপাদনকারী দেশ। বিশ্বের মোট চাহিদার শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগ আসে মায়ানমার থেকে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো (আইএনসিবি) গত ২৭ ফেব্রুয়ারী এ তথ্য জানায়। 'আইএনসিবি'র সচিব হার্বার্ট স্কেইপে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ২০০১ সালে মায়ানমারে সবচেয়ে বেশী আফিম চাষ করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে মাদক নিয়ন্ত্রণ এবং চাষাবাদ রোধে মায়ানমারকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ততবেশী সহযোগিতা করেনি। মাদকদ্রব্য পাচার রোধেও তেমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। পপি চাষের ক্ষেত্রে মায়ানমার আফগানিস্তানকে ছাড়িয়ে যায়। তালিবান সরকার ক্ষমতা দখলের পর আফগানিস্তানে আফিম উৎপাদন শতকরা ৯০ ভাগ কমে যায়। তালিবান শাসনের আগে আফগানিস্তান ছিল বিশ্বের বৃহত্তম আফিম উৎপাদনকারী দেশ।

মুসলিম জাহান

১২ বছরে ৭০ হাযার কাশ্মীরী নিহত

হিমালয় এলাকার সাবেক রাজ্য জম্মু ও কাশ্মীরে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য কাশ্মীরী জনগণ অর্ধ শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে যে সংগ্রাম চালাচ্ছে, তা এখন ১১ সেপ্টেম্বরের বিমান হামলার পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলন চালাতে গিয়ে গত ১২ বছরে কাশ্মীরে দখলদার ভারতীয় সামরিক বাহিনীর নির্যাতন ও বুলেটে ৭০ হাযারেরও অধিক সংখ্যক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

কিন্তু মুক্তিকামী কাশ্মীরীদের এই আন্দোলনকে ভারত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেভাবে চিত্রিত করতে চাচ্ছে, বাস্তব ঘটনা আদৌ সে রকম নয়। কাশ্মীরীদের এই আন্দোলনের নেপথ্যে যেমন কোন ধর্মীয় উন্মাদনা নেই, তেমনি আন্দোলনের সাথে কথিত পাকিস্তানী পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শনের অভিযোগও অর্থহীন। এমনকি, এটা প্রকৃতপক্ষে কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনও নয়। অথচ বিদেশী রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অনেকেই কাশ্মীরীদের এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে প্রায়ই চালিয়ে দিতে চান।

৫৪ বছর আগে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রশ্নে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তার আলোকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার অধিকারের মধ্যেই কাশ্মীরের আন্দোলনের মূল শিকড় প্রোথিত রয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ভারতের অনাপস ও অনাগ্রহের কারণে কাশ্মীরী জনগণ তাদের সেই বৈধ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত অস্বীকার করে ভারত কাশ্মীরীদের বিরুদ্ধে নৃশংস সামরিক অভিযান চালিয়ে তাদেরকে প্রতিনিয়ত অবদমিত রাখার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী নিজস্ব প্রযুক্তিতে পরিচালিত

-ইসলামাবাদ

চীন পাকিস্তানকে ব্যালাষ্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উদ্ভাবনে সহায়তা করছে বলে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা 'সিআইএ'র অভিযোগ পাকিস্তান অস্বীকার করেছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেছেন, পাকিস্তানের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী পুরোপুরি নিজস্ব প্রযুক্তিতে পরিচালিত। তিনি বলেন, অতীতেও এমন অভিযোগ করা হয়েছিল। তবে পাকিস্তান ও চীন তা নাকচ করেছে। 'সিআইএ'র ওয়েবসাইটের একটি রিপোর্টে এই অভিযোগটি ছাপানো হয়। এর আগে চীন যুক্তরাষ্ট্রকে নিশ্চয়তা দেয় যে, তারা বিদেশে পারমাণবিক প্রযুক্তি বিক্রি করবে না।

ইরানে যাত্রীবাহী বিমান বিধ্বস্ত, ১১৭ জন আরোহীর সবাই নিহত

গত ১২ ফেব্রুয়ারী ইরানের একটি যাত্রীবাহী বিমান দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় খুররমাবাদ নগরীর কাছে একটি পাহাড়ে বিধ্বস্ত হ'লে, ১১৭ জন আরোহীর সকলেই নিহত হয়। ইরানের বেসামরিক বিমান সংস্থার এক বিবৃতিতে বলা হয়, দুর্ঘটনায় বিমানের ১১৭ জন যাত্রী ও ক্রুর সকলেই নিহত হন। দুর্ঘটনায় সে দেশের শিক্ষামন্ত্রণালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তাও নিহত হন।

রুশ নির্মিত টুপোলভ-১৫৪ বিমানটি রাজধানী তেহরান থেকে খুররমাবাদ পৌছার আগ মুহূর্তে রাডার সংযোগ হারিয়ে ফেলে। এই অবস্থায় বিমানটি অবতরণ করতে গেলে নগরীর অদূরে একটি পাহাড়ে বিধ্বস্ত হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিমানটি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে।

তুরস্কের সাবেক পার্লামেন্ট সদস্য নিজেকে 'যীশু খ্রীষ্ট' দাবী করেছেন

আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তফা কামাল আতাতুর্ককে 'একনায়ক' বলায় পার্লামেন্টের সাবেক সদস্য হাসান নাজারীকে এক বছর কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। পার্লামেন্টের এই সাবেক সদস্য নিজেকে 'যীশু খ্রীষ্ট' হিসাবে দাবী করেছেন। তিনি ১৯৯২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার তৎকালীন মানবাধিকার কর্মী ও পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার কাছে পাঠানো এক টেলিগ্রামে 'আতাতুর্ক শান্তি পুরস্কার' প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানান। টেলিগ্রামে তিনি বলেন, মানব ইতিহাসে গুটিকয়েক একনায়কের অন্যতম কামাল আতাতুর্ক।

সঊদী আরবে কা'বা শরীফের ইমাম শূরা পরিষদের স্পীকার নিয়োগ

বাদশাহ ফাহ্দ কা'বা শরীফের একজন ইমামকে দেশের 'শূরা পরিষদে'র স্পীকার নিয়োগ করেছেন। নয়া স্পীকার শেখ ছালেহ বিন হামীদ শেখ মুহাম্মাদ বিন জুবায়ের-এর স্থলাভিষিক্ত হ'লেন। শেখ মুহাম্মাদ ৭৬ বছর বয়সে গত জানুয়ারী মাসে ইন্তেকাল করেন। পূর্বসূরীর মত ইবনু হামীদও প্রভাবশালী শূরা পরিষদের সদস্য ছিলেন। শরী'আহ বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী ইবনু হামীদ দেশের প্রধান ওলামা পরিষদ ও আন্তর্জাতিক ইসলামী ত্রাণ সংস্থাসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য। সঊদী আরবে ওয়াহ্হাবী মতবাদের কেন্দ্রস্থল বুরাইদাতে ১৯৫০ সালে ইবনু হামীদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সঊদী আরবের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের মিডিয়া অভিযানের সমালোচনার জন্য পরিচিত। গত ৪ জানুয়ারী কা'বা শরীফে জুম'আর খুৎবায় তিনি পাশ্চাত্যকে যুদ্ধোন্মাদ বলে আখ্যায়িত করেন এবং অন্য দেশগুলিকে দমন ও বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করার জন্য অভিযুক্ত করেন।

মিসরে ট্রেনে অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৩৫০, আহত ৫৫

মিসরের রাজধানীর ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণে কায়রো ও লুক্সারের মধ্যে গত ২০ ফেব্রুয়ারী একটি রেলগাড়ীতে আগুন লেগে প্রায় ৩৫০ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গিজা প্রদেশে এই দুর্ঘটনা ঘটে। গিজার সরকারী কর্মকর্তারা ও সিনিয়র মেডিকেল অফিসাররা জানান, আল-আয়াত শহরের কাছে রাত ২-টার দিকে যাত্রী বোঝাই ট্রেনটিতে আগুন লাগে। এর পরপরই তৃতীয় শ্রেণীর কয়েকটা বগিতে ভয়ংকর আগুন ধরে যায়। এই অবস্থায় ট্রেনটি কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে গেলে ভীত-সন্ত্রস্ত লোকজন চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে। পুলিশ জানায়, রেল লাইনের পাশে কয়েক ডজন লোকের লাশ পাওয়া যায়। এছাড়া কমপক্ষে ৫৫ জন আহত হয়েছে।

...ন ও বিস্ময়

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড

মানুষ স্বাভাবিক মৃত্যুর আগেও অন্তত কিছুদিন বেঁচে থাকতে পারবে। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা মানুষের দেহে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরী ও প্রয়োগ করে সফল হয়েছেন। ব্রিটিশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা অক্সফোর্ডের জন রেডক্লিফ হাসপাতালে ৬১ বছরের পিটার হফটনের দেহে হৃৎপিণ্ড সংযোজন করে এর সাফল্য ঘোষণা করেন। মার্কিন বিজ্ঞানী রবার্ট জারভিক এই কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরী করেন। তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয়েছে 'জারভিক ২০০০'। বৃদ্ধাঙ্গুলি আকারের মত টাইটেনিয়াসের তৈরী ডিভাইসটিতে সম আকৃতির একটি পাম্প থাকে। এর ওযন ঠিক ৯০ গ্রাম। এটিকে হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ে সংযুক্ত করা হয়। এর ফলে পাম্পিং ও সংকোচন-প্রসারণ ক্ষমতা ফিরে পায়। এটি আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক অভূতপূর্ব সাফল্য সূচিত হ'ল।

যে বিমান প্রতি সেকেণ্ডে ১ মাইল উড়বে

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা 'নাসা' হাইপারমানিক গতিবেগ সম্পন্ন নতুন এক যাত্রীবাহী বিমান উদ্ভাবন করেছে। শব্দের পাঁচগুণ বেশী অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে ১ মাইল বা ঘন্টায় ৩ হাযার ৬০০ মাইল হবে এর গতিবেগ। প্রথমে পাইলট ও যাত্রীহীনভাবে এ ফ্লাইট পরীক্ষা করা হয়। 'নাসা' এর নাম দিয়েছে 'স্ক্র্যামজেট'। সাংকেতিক নাম এক্স-৪৩। সর্বাধুনিক জেট ইঞ্জিনের নবতর সংস্করণ ব্যবহার করা হয় এই বিমানে। আকার-আকৃতি প্রচলিত বিমানের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে ফ্লাইট অনেক বেশী নিরাপদ এবং ব্যয় কম হবে, এটাই উদ্ভাবকের বিশ্বাস।

লাল গোশত ও চর্বিযুক্ত খাদ্য বয়স্কদের ডায়াবেটিসের ঝুঁকি ৬০ শতাংশ বাড়ায়

লাল গোশত, উচ্চ মাত্রার চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত খাবার এবং মিহি ময়দার ভাজা খাদ্যদ্রব্য যারা বেশী খান, ৪০ বছর বয়স পার হবার পর তাদের ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা শতকরা ৬০ ভাগ বেড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত সমীক্ষায় গত ৪ ফেব্রুয়ারী সোমবার এ তথ্য জানানো হয়।

বয়স্কদের ডায়াবেটিস ও খাদ্যতালিকার মধ্যে সম্ভাব্য সম্পর্ক পর্যবেক্ষণের জন্য পরিচালিত এই ব্যাপক ভিত্তিক সমীক্ষায় গবেষকরা দেখতে পান যে, যারা ফলফলাদি, শাক-সব্জি, সব ধরনের শস্যদানা, মাছ এবং মুরগীর গোশত খাদ্য তালিকায় রাখেন, তাদের টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি স্বাভাবিক মাত্রার চেয়ে শতকরা ২০ ভাগ কমে যায়। সমীক্ষায় স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত ৪২,৫০৪ জন পুরুষের মধ্যে তাদের খাদ্যতালিকা, ব্যায়াম ও ওযন সম্পর্কে জানতে চেয়ে প্রশ্নপত্র বিতরণ করা হয়। এদের প্রত্যেকের বয়স ৪০ থেকে ৭৫ বছরের মধ্যে। ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু করে এই সমীক্ষা একটানা ১২ বছর ধরে চালানো হয়। সমীক্ষাটি শেষ হয় ১৯৯৮ সালে। এই দীর্ঘ সময়ের পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, প্রশ্নপত্রের জবাবদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে ১৩শ' ব্যক্তির দেহে টাইপ-২ ধরনের বয়স্কদের ডায়াবেটিসের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মোট রোগীর সংখ্যা এক কোটি ৬০ লাখ। এর মধ্যে শতকরা ২ ভাগই টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এ ধরনের ডায়াবেটিস সাধারণত ৪০ বছর বয়স পার হওয়ার পরে হয়ে থাকে। রোগটি তাদেরই হয় যাদের দেহ যথেষ্ট ইনসুলিন উৎপাদনে সক্ষম নয় কিংবা যাদের দেহ নিঃসৃত ইনসুলিন কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পারে না।

ডোরবেলের সামান্য শব্দও হৃদরোগের সৃষ্টি করতে পারে

ডোরবেল বা হঠাৎ বেজে উঠা টেলিফোনের মত সামান্য শব্দেও হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। ওয়াশিংটনের তেলআবিব ইউনিভার্সিটির একদল গবেষকের গবেষণা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। গবেষক দলের সদস্য ডঃ নাতান বর্ণসটেইন জানান, তার দল হৃদরোগে কখন মানুষ আক্রান্ত হয়, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। বিশেষ করে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল ও অন্যান্য কারণে মানুষ যখন অত্যধিক ঝুঁকির মধ্যে থাকে। তিনি বলেন, এসব রোগী কেন হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভোগেন তা আমরা জানি না। আমরা চেষ্টা করছি এমন কিছু পেতে, যা দিয়ে তার আক্রান্ত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা দেখেছি বিশেষ কারণে দেহের অবস্থানে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে, যাকে আমরা নেতিবাচক আবেগ বলছি। তিনি বলেন, কারণগুলি জেনে সেগুলির সাথে অভ্যস্থ হ'লে রোগী ঝুঁকিমুক্ত হ'তে পারে।

স্মৃতি জাগানিয়া চশমা

দেখার কাজে সাহায্য করা ছাড়াও স্মৃতির দুয়ারো নাড়া দিয়ে ভুলে যাওয়া কোন কিছুকে স্মরণ করিয়ে দিবে এমনটি বিবেচনা করেই তৈরী প্রক্রিয়া চলছে 'মেমোরি গ্লাস' বা 'স্মৃতি জাগানিয়া চশমা'র। এর ফ্রেমটা হবে এমন, যা আপনার স্মৃতিকে সজাগ রাখতে সাহায্য করবে।

উদাহরণস্বরূপ, মুদি দোকানে গিয়ে চকলেট কিনতে ভুলে গেলে অথবা বাড়ী ফেরার পথটা ভুলে গেলে, তখনই ইয়ার পিসের সাহায্যে চশমাটি আপনাকে বলে দিবে যে, 'আপনি চকলেট কিনতে ভুলে গেছেন' অথবা 'বাড়ী যেতে হ'লে ডান দিকের পথ ধরুন'। বয়স হ'লে অনেকে অনেক কিছু মনে রাখতে পারে না। তাদের কথা বিবেচনা করে নিউইয়র্কের 'সেন্টার ফর ফিউচার হেলথ' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়াররা এ জাতীয় ছোটখাটো যন্ত্র উদ্ভাবনে বেশ এগিয়ে গেছেন।

সংগঠন সংবাদ

দেশের পূর্বাঞ্চলে সপ্তাহব্যাপী সফরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত

(শেষ কিস্তি)

১- চট্টগ্রাম সফর ২৬শে ডিসেম্বর বুধবারঃ

সিলেট শহরের শাহজালালের মাযার সংলগ্ন দরগা গেইটে অবস্থিত শহীদ সুলেমান হলে ২৫শে ডিসেম্বর ২০০১ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশ শেষে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সেখানেই সিলেট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নবগঠিত যেলা কর্মপরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অতঃপর যেলা সাধারণ সম্পাদক জনাব মুনীরুল ইসলামের বাসায় রাতের খাবার সেরে রাত্রি ৯-১০ মিঃ-এর 'উদয়ণ' আন্তঃনগর এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। স্টেশনে তাঁদের বিদায় জানান যেলা সভাপতি জনাব আবদুছ ছবূর, সাধারণ সম্পাদক জনাব মুনীরুল ইসলাম ও জনাব আবিদ আলী প্রমুখ।

জনাব আবিদ আলী (৫৫) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্য হিসাবে কুয়েত থাকাকালে চার বছর পূর্বে সেখানে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের বক্তৃতার ক্যাসেট শুনে ও তাঁর বইপত্র পড়ে এবং সেখানকার আল-জাহরা ইসলামিক সেন্টারে যাতায়াতের মাধ্যমে 'আহলেহাদীছ' হন। তিনি সুনামগঞ্জ যেলার দেরাই উপযেলাধীন ভাটিপাড়া গ্রামের মানুষ। বর্তমানে সিলেট শহরে বসবাস করেন।

২৬শে ডিসেম্বর বুধবার সকাল ৭-টায় চট্টগ্রাম স্টেশনে পৌছলে সেখানে তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চট্টগ্রাম যেলা সভাপতি জনাব ছদরুল আনাম ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাহমূদুল হাসান। মুহতারাম আমীরে জামা'আত চট্টগ্রামে সভাপতির বাসাতেই অবস্থান করেন। এইদিন সন্ধ্যায় তিনি পাহাড়তলীর ঝাউতলা স্টেশন সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আয়োজিত যেলার কর্মী ও মুছল্লী সমাবেশে ভাষণ দেন ও সেখানে 'যেলা কর্মপরিষদ' পুনর্গঠন করেন। পরদিন বাদ ফজর মুছল্লীদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি উত্তর পতেঙ্গা টিএসপি কলোনী জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ-এর পরিচয়' শীর্ষক এক সারগর্ভ ও নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। সেখান থেকে ফিরে যেলা সভাপতির বাসায় নাস্তা সেরে তিনি বিমানে করে দুপুরে ঢাকায় অবতরণ করেন।

(২) গাযীপুর সফর ২৭ ও ২৮শে ডিসেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

ঢাকা বিমানবন্দরে গাযীপুর যেলা সভাপতি ও সম্পাদক জনাব আলাউদ্দীন সরকার ও মাওলানা কফীলুদ্দীন তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান ও মাইক্রোযোগে গাযীপুরের শরীফপুর রওয়ানা হন। সেখানে যেলা সভাপতির বাড়ীতে দুপুরের খানাপিনা সেরে বিকালে যেলার মণীপুর এলাকা সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত ইসলামী সম্মেলনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

মণীপুর এলাকা সম্মেলন ২৭শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবারঃ গাযীপুর যেলাধীন মণীপুর বাজারে নবনির্মিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে আয়োজিত বিরাট ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচলিত অর্থে কোন ব্যক্তি ভিত্তিক মাযহাবী আন্দোলন নয়। এটি ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক আদি ও নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন বাংলার মানুষকে সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।

যেলা সভাপতি জনাব আলাউদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), মাওলানা সাইফুল ইসলাম (টাঙ্গাইল) ও আহলেহাদীছ যুবসংঘের গাযীপুর যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখ। শিল্পী শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট) সম্মেলনে জাগরণী পরিবেশন করেন।

ভাষণের পূর্বে ও পরে মুহতারাম আমীরে জামা'আত মসজিদ কমিটির সভাপতি জনাব আশরাফুল আলম (৪০), স্থানীয় গীভেন্স স্পিনিং মিল্‌স-এর প্রকৌশলী তোফাযযল হোসায়েন (টুটুল), জনাব খসরু পারভেজ সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মত বিনিময় করেন ও অত্রাঞ্চলের বিরাট আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকার সাংগঠনিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন।

টোক এলাকা সম্মেলন ২৮শে ডিসেম্বর ২০০১ঃ অদ্য বাদ আছর কাপাসিয়া উপযেলাধীন টোকনগর দক্ষিণপাড়া দারুল হাদীছ সিনিয়র (আলিম) মাদরাসা প্রাঙ্গনে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর যেলার টোক এলাকা সংগঠনের উদ্যোগে বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি জনাব আলাউদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত জিহাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত টোক-টাঙ্গাব-এর বিশাল আহলেহাদীছ অধ্যুষিত এলাকায় আসতে পেরে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন, বিগত দিনে আহলেহাদীছগণ যেমন বৃটিশ বেনিয়াদের কুফরী শাসন ও শোষণ উৎখাতের জন্য বুকের তাযা রক্ত ঢেলেছে, তেমনি মুসলিম সমাজে প্রচলিত শিরক ও বিদ'আতের কুসংস্কার উৎখাতের জন্য জীবন বাজি রেখে জান-মাল, সময়-শ্রম সবকিছু অকাতরে ব্যয় করেছে। ফলে একদিকে যেমন তাদেরকে ইংরেজ ও তার দোসরদের হামলার শিকার হ'তে হয়েছে, তেমনি শিরক ও বিদ'আতের শিখণ্ডী দুষ্টমতি আলেম ও সমাজ নেতাদের হিংসা ও আক্রোশের শিকার হ'তে হয়েছে। আজ ইংরেজ নেই। কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া মতবাদ আছে। যার অনুসরণে সমাজে গণতন্ত্রের নামে চলছে দলতন্ত্র ও ক্যাডারতন্ত্র। সেই সাথে চলছে ইসলামী আন্দোলনের নামে মাযহাবী ও তরীক্বাপন্থী আন্দোলন। অথচ মহামতি ইমাম চতুষ্টয়ের সকলেই স্ব স্ব অনুসারীদেরকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার জন্য তাকীদ দিয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন এদেশের মানুষকে সকল প্রকারের মানব রচিত ইজম, মতবাদ, মাযহাব ও তরীক্বা হ'তে মুখ ফিরিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানায়।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার সম্মানিত সদস্য ও নওদাপাড়া আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), মাওলানা সাইফুল ইসলাম (টাঙ্গাইল), যেলা যুবসংঘের সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম এবং স্থানীয় সুধীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম। জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম (জয়পুরহাট)।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত স্বীয় সফরসঙ্গীদের নিয়ে সকালে শরীফপুর থেকে এখানে এসে যেলা কর্মপরিষদ সদস্য জনাব আবদুর রহীম-এর বাড়ীতে অবস্থান করেন এবং তাওহীদ ট্রাষ্টের সৌজন্যে নির্মিত এখানকার জামে মসজিদে খুৎবা প্রদান করেন।

টোক-টাঙ্গাব পরিচিতিঃ জুম'আর ছালাতের পরপরই তিনি জনাব আবদুর রহীম, টোকনগর আলিয়া মাদরাসার অধ্যক্ষ মাওলানা নেয়ামাতুল্লাহ প্রমুখদের সাথে নিয়ে শীতলক্ষ্যা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের মিলনস্থলে নদীর পাড়ে চলে যান এবং টোকের ঠিক বিপরীতে নদীর উত্তরপাড়ে ঈসা খাঁ-মানসিংয়ের ঐতিহাসিক যুদ্ধক্ষেত্র অবলোকন করেন। স্থানটি এখন 'ডাকবাংলো' বলে খ্যাত। যা ময়মনসিংহ যেলার গফরগাঁও উপযেলার অন্তর্গত। এর পূর্বদিকে ২ কিঃ মিঃ দূরে এগারসিন্দুর গ্রামটি অবস্থিত। যেখানে ঈসা খাঁর দুর্গ ছিল। গ্রামটি এখন কিশোরগঞ্জ যেলাধীন পাকুন্দিয়া উপযেলার অন্তর্গত। টোক বাজারের পূর্ব-দক্ষিণে ৩ কিঃ মিঃ দূরে নরসিংদী যেলার মনোহরদী উপযেলার সাগরদী গ্রাম অবস্থিত। এলাকার সুলতানপুর (দর্গাপাড়া) শাহী জামে মসজিদ ও পাকুন্দিয়ার শাহী জামে মসজিদ আজও মোগল আমলের স্মৃতি বহন করে। যুদ্ধ ও দুর্গের নমুনা হিসাবে এখনও এসব স্থানে টিলা, পুকুর ইত্যাদি রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থান হিসাবে সরকারী ভাবে এগুলি সংরক্ষণ করতে পারলে পর্যটন শিল্পে নতুন মাত্রা যোগ হবে।

টোক হ'তে ৩ কিঃ মিঃ পূর্বে আড়ালিয়া থেকে টোক-এর উপর দিয়ে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত সরাসরি সড়কপথ ছিল, যা ছিল উভয় স্থানের সাথে ব্যবসায়িক যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। টোক ছিল হস্তশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার লোকেরা শুধু ঈসা খাঁর সাথেই নয় বরং পরবর্তীকালে সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদের সাথে ইংরেজ বিরোধী 'জিহাদ আন্দোলনে' শরীক হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ যার কারণে টোক ও টাঙ্গাব এলাকার অধিকাংশ মুসলমান 'আহলেহাদীছ'। যুদ্ধস্থল ডাকবাংলোতে রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি, কুয়েত-এর সৌজন্যে একটি জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। এখানকার সবাই আহলেহাদীছ। টাঙ্গাব গ্রামটিই একটি ইউনিয়ন। নদীর তীরবর্তী প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ বিশাল এই গ্রামটিতে ৫/৬ হাযার লোকের বসবাস। যেখানে ১০টি আহলেহাদীছ ও ৭টি হানাফী জামে মসজিদ রয়েছে। গ্রামে বহু শহীদ ও গাযী রয়েছেন। যারা বালাকোট ও অন্যান্য জিহাদের স্মৃতি বহন করেন। টাঙ্গাব-এর মৌলবী ছানাউল্লাহ ইবনে হোসেনুদ্দীন দিল্লীতে লেখাপড়া শিখে সীমান্তে গিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। পরে দেশে ফিরে এসে এলাকায় আহলেহাদীছ-এর দা'ওয়াতে দেন। একই গ্রামের গাযী আবদুর রহীম জিহাদে গিয়ে আর দেশে ফেরেননি। গ্রামের গাযীরা সবাই 'আহলেহাদীছ' (আলহামদুলিল্লাহ)।

টোকনগর এলাকা সম্মেলন সেরে রাতেই মুহাতারাম আমীরে জামা'আত শরীফপুরে যেলা সভাপতি জনাব আলাউদ্দীন সরকারের বাড়ীতে আসেন এবং পরদিন ২৯শে ডিসেম্বর শনিবার সকালে বিমানযোগে ঢাকা থেকে রাজশাহী ফিরে আসেন।

[সমাপ্ত]

ভারতের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামান

-বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভারত সরকারের একটি শরীক দলের উগ্রবাদী করসেবকদের প্রত্যক্ষ উস্কানীতে গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী বুধবার গুজরাট রাজ্যের আহমাদবাদে যে মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়, তার পরিণতিতে হাযারের অধিক নিরীহ নিরপরাধ মুসলমান নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধকে জবাই, গুলি ও পুড়িয়ে মারার মত নৃশংস ও লোমহর্ষক ক্রিয়াকাণ্ড নির্বিবাদে হ'তে দিয়ে ভারতীয় প্রশাসন চরম অন্যায় ও দুষ্কর্মের পরিচয় দিয়েছে। ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বরে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংসকারী দলের নেতা বাজপেয়ী এখন প্রধানমন্ত্রী ও আদভানী এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। হিন্দুত্বকে উস্কে দিয়েই তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এখন সেই লোভনীয় গদি টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই তারা পুনরায় হিন্দুত্বের উত্থান কামনা করেন এবং জোট সরকারের অংশীদার দল 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ'-কে দিয়েই আগামী ১৫ই মার্চ ২০০২ পুনরায় বাবরী মসজিদের ধ্বংসস্থলে রাম মন্দির নির্মাণের তারিখ ঘোষণা করানো হয়। যদিও তার উপরে সে দেশের সুপ্রীম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। এভাবে রামমন্দির নির্মাণের তারিখ ঘোষণা ও তার প্রস্তুতির নামে উস্কানীমূলক তৎপরতার মাধ্যমে প্রথমে মুসলমানদেরকে ক্ষুব্ধ করে অতঃপর মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় গিয়ে ট্রেনে আগুন ধরিয়ে তারা দোষটা মুসলমানদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার ঘৃণ্য অপকৌশল অবলম্বন করে। যেভাবে তারা নিজেরা ইতিপূর্বে ভারতীয় পার্লামেন্টে হামলার মাধ্যমে ইস্যু সৃষ্টি করে পাকিস্তানের উপরে এবং কলিকাতায় আমেরিকান কনস্যুলেটে হামলার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপরে দোষ চাপিয়ে দেশগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পাঁয়তারা করেছে।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, হিন্দু হৌক মুসলমান হৌক প্রকৃত ধার্মিক লোকেরা কখনোই স্রেফ ধর্মের নামে একে অপরের জান-মাল ও ইযযতের উপরে হামলা করতে পারে না। তিনি এই অমানবিক মুসলিম নিধনযজ্ঞ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান। -*প্রেস বিজ্ঞপ্তি*।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর দু'দিন ব্যাপী তাবলীগী ইজতেমা সম্পন্ন

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী ও ১লা মার্চ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০০২ রাজশাহীর নওদাপাড়া মারকায-এর পশ্চিমে অনতিদূরে ট্রাক টার্মিনালে অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। ১ম দিন বাদ আছর থেকে শুরু উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় তেলাওয়াতে কালামে পাকের পর স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও তাবলীগী ইজতেমা ব্যবস্থাপনা কমিটির আহ্বায়ক শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। অতঃপর বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, পঞ্চগড়সহ দেশের অন্যূন ৪২টি যেলা থেকে আগত কর্মীদের উদ্দেশ্যে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' গতানুগতিক কোন আন্দোলন নয়। বরং এ আন্দোলন মানুষকে মানুষের রচিত বিভিন্ন মাযহাব, মতবাদ ও তরীক্বার বেড়াজাল হ'তে মুক্ত করে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে জীবন গড়ার আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলি, মাযহাবী ফের্কাবন্দী ও পীর-মুরীদীর ভাগাভাগি ভুলে গিয়ে নিঃশর্তভাবে কেবলমাত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে মাথা পেতে মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে মুসলিম ঐক্য কামনা করে।

লক্ষাধিক জনতার এ মহাসমাবেশে তিনি আরো বলেন, **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** দুনিয়ার মানুষের মধ্যে বাছাই করে ঐ মানুষগুলোকে ডেকে একত্রিত করার চেষ্টা করে, যারা সবকিছুর বিনিময়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাসে। যারা দুনিয়াবী লোভ-লালসাকে পায়ে মাড়িয়ে শুধুমাত্র পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করতে আগ্রহী। যারা মানব রচিত বিধান সমূহের উর্ধ্বে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ জীবন বিধানকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। তাই আজকের এই মহা সম্মেলনের একটাই মাত্র মূল বক্তব্য হ'লঃ **'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'**। তিনি উক্ত লক্ষ্য হাছিলের জন্য নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবের উদ্দেশ্যে সকলকে ইমারতের অধীনে জামা'আতবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

আমীরে জামা'আতের সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী ভাষণের পর আমন্ত্রিত অতিথি ও বক্তাদের পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা সমূহ শুরু হয়। যথাক্রমেঃ

(১) মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা), **বিষয়**- তাক্বওয়াঃ সামাজিক অগ্রগতির চাবিকাঠি; (২) প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়), বায়তুল মাল সংগ্রহ ও বন্টন ব্যবস্থা এবং দারিদ্র বিমোচনে উহার সুফল; (৩) শায়খ আবু আবদুল বার আহমাদ আবদুল লতীফ নাছির (জর্ডান), শিরকী আমল (৪) ডঃ মুহাম্মাদ লোকমান হোসাইন (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়), তাওহীদে রুবূবিয়াত; (৫) মাওলানা মুছলেহুদ্দীন (ঢাকা), আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা (৬) মাওলানা আবদুল মালেক (ঝিনাইদহ), ইত্তেবায়ে সুন্নাহ; (৭) মাওলানা আবদুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মা'রেফাতঃ ব্যাখ্যা ও স্বরূপ; (৮) মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক্ব (নওগাঁ), সূদঃ উহার অপকারিতা; (৯) অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর), দ্বীন প্রতিষ্ঠায় সংগঠনের গুরুত্ব; (১০) শায়খ আবদুর রশীদ (গাইবান্ধা), তাওহীদে ইবাদত; (১১) মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ (রাজশাহী), বিদ'আত ও উহার পরিণাম; (১২) মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা), আল্লাহ্র পথে জিহাদ; (১৩) মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), সমাজ বিপ্লবের ধারা; (১৪) মাওলানা রুস্তম আলী (রাজশাহী), ইসলাম ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ; (১৫) অধ্যাপক আলমগীর হোসাইন (সিরাজগঞ্জ), জাহান্নামের বিবরণ; (১৬) মাওলানা আবদুল্লাহ বিন আবদুল হালীম (সাতক্ষীরা), ঘুষঃ উহার ক্ষতিকারিতা; (১৭) হাফেয আবদুল আলীম (যশোর), (১৮) মাওলানা বদরুয্যামান (সাতক্ষীরা), (১৯) মাওলানা মুহাম্মাদ মুরাদ (খুলনা), (২০) মাওলানা সাইফুল ইসলাম (টাঙ্গাইল) ও (২১) মাওলানা ইবরাহীম (বগুড়া)।

উল্লেখ্য যে, ইজতেমার দু'দিনই বাদ এশা মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রতিবারের ন্যায় একটি করে পূর্ণাঙ্গ বক্তৃতা করেন।

দ্বিতীয় দিন শুক্রবার বাদ ফজর 'ছালাতের গুরুত্ব ও ছালাত আদায়ের পদ্ধতি' বিষয়ে দরসে কুরআন পেশ করেন শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। অতঃপর সকাল পৌনে ৭ ঘটিকা হ'তে ১১ ঘটিকা পর্যন্ত ইজতেমার মূল কর্মসূচীর অংশ হিসাবে পৃথক পৃথক প্যাণ্ডেলে যেলা দায়িত্বশীল বৈঠক, ওলামা সমাবেশ ও মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিকালে বাদ আছর মূল স্টেজে অনুষ্ঠিত হয় আকর্ষণীয় 'সোনামণি সংলাপ'।

দায়িত্বশীল বৈঠকঃ সকাল পৌনে ৭ ঘটিকায় ইজতেমার মূল প্যাণ্ডেলের উত্তর পার্শ্বের বিশেষ প্যাণ্ডেলে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর যেলা দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ 'দায়িত্বশীল বৈঠক' অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী।

উক্ত বৈঠকে সংগঠনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মাননীয় নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, মাওলানা মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

ওলামা সমাবেশঃ অতঃপর সকাল সোয়া ৮ ঘটিকায় বিশেষ প্যাণ্ডেলে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত ওলামায়ে কেরামকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'ওলামা সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক ও মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসার তাফসীর বিভাগের শিক্ষক সঊদী মাব'উছ শায়খ আবদুর রশীদ (গাইবান্ধা)। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ডঃ **মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

তিনি তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্যে হকপন্থী আলেমদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে বর্ণনা করেন এবং আহলেহাদীছ আলেমদেরকে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

ইসলাম গ্রহণঃ এই সময় তাঁর হাতে দিনাজপুর থেকে আগত একজন হিন্দু যুবক ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি তার নাম রাখেন 'ওমর ফারূক'। অতঃপর সাতক্ষীরার শ্যামনগর (সুন্দরবন এলাকা) থেকে আগত জনৈক কামেল পাস আলেম ও ফাযিল মাদরাসার প্রভাষক আহলেহাদীছ হন। এছাড়াও সাতক্ষীরা থেকে আরেকজন এবং গাযীপুর যেলার কাপাসিয়া উপযেলা থেকে দু'জন সহ মোট ৪ জন ভাই 'আহলেহাদীছ' হন। উল্লেখ্য যে, ইজতেমায় এসে হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়ার ঘটনা এবারই প্রথম ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

মহিলা সমাবেশঃ সকাল সোয়া ৯ ঘটিকায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে ইজতেমার মহিলা প্যাণ্ডেলে দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত এবং স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে বিশেষ মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সভানেত্রী মুসাম্মাৎ তাহেরুন্নেসা-এর সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, আল্লাহ পাক নারী ও পুরুষের সম্মানজনক সামাজিক অবস্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তার ব্যতিক্রম হ'লে সমাজে অশান্তি অনিবার্য। তিনি মা-বোনদেরকে মা খাদীজা, আয়েশা, ফাতেমা (রাঃ)-এর অনুসরণে সুশিক্ষিতা ও আত্ম মর্যাদাশীল হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। নারীর ক্ষমতায়নের নামে নারী ও পুরুষের মাঝে সংঘাত বাঁধানোর যে পাঁয়তারা চলছে, তিনি সে বিষয়ে মা-বোনদেরকে হুঁশিয়ার করে দেন।

সোনামণি সংলাপঃ দ্বিতীয় দিন বাদ আছর কেন্দ্রীয় 'সোনামণি' সংগঠনের উদ্যোগে 'কবরপূজা' বিষয়ে ইজতেমা মঞ্চে একটি আকর্ষণীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ (বগুড়া) ও যিয়াউল ইসলাম (রাজশাহী)।

হেফয সমাপনঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর হিফয বিভাগের তিনজন ছাত্র এ বৎসর পবিত্র কুরআনের হেফয সম্পন্ন করেছে। ইজতেমার দ্বিতীয় দিন বাদ মাগরিব তাদের পাগড়ী পরান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। হেফয সমাপনকারী ছাত্ররা হ'লঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক (রাজশাহী), মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান (রাজশাহী) ও মুহাম্মাদ ইসহাক্ব আলী (রাজশাহী)।

বাইসাইকেল যোগে ইজতেমায় অংশগ্রহণঃ **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত তাবলীগী ইজতেমা ২০০২-এ অংশগ্রহণের জন্য সুদূর সাতক্ষীরা (অন্যূন ৩২৫ কিঃমিঃ দূর) হ'তে ১০ জন ভাই সাইকেল যোগে অংশগ্রহণ করেন। আর্থিক অনটন যে ঈমানী চেতনাকে অবদমিত করতে পারে না, এ দশ জন ভাই তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। পবিত্র ঈদুল আযহার পরপরই আর্থিক সংকটের কারণে তারা বাই সাইকেলে আসতে বাধ্য হন। গতবারেও এই যেলা থেকে তিন জন ভাই সাইকেলে এসেছিলেন। ঈমানী বলে বলিয়ান ঐ দশজন ভাই হ'লেন-

(১) মুহাম্মাদ ইসহাক্ব (২) মুহাম্মাদ আলমগীর হোসাইন (৩) আলাউদ্দীন (৪) মুহাম্মাদ রেযাউল করীম (৫) মুহাম্মাদ শাহীনুর রহমান (৬) হোসাইন আলী (৭) আবদুর রহমান (৮) মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ (৯) আবদুল হক্ব ও (১০) আসাদুল ইসলাম। এরা সবাই সাতক্ষীরা সদরের খড়িবিলা গ্রামের অধিবাসী।

উল্লেখ্য যে, দলনেতা মুহাম্মাদ ইসহাক্ব সরদারের নেতৃত্বে তারা ২৬শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১-টায় সাতক্ষীরা হ'তে রওয়ানা হয়ে ২৩ ঘন্টা ৩০ মিনিট পরে ২৭শে ফেব্রুয়ারী বুধবার দিবাগত রাত ১২ টা ৩০ মিনিটে রাজশাহীতে এসে পৌঁছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ। আল্লাহ তাদের ঈমানী জাযবা আরও বৃদ্ধি করুন- আমীন!

ইজতেমায় গৃহীত প্রস্তাব সমূহঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বার্ষিক তাবলীগী ইজতেমা ২০০২-য়ে নিম্নোক্ত প্রস্তাব সমূহ বিবেচনার জন্য বাংলাদেশের সরকার ও জাতির নিকট পেশ করা হয়ঃ

১. আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আদেশ-নিষেধকে সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবার বিষয়ে দেশের সংবিধানে সংশোধনী আনতে হবে।

২. শিক্ষার সকল স্তরে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৩. পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী অর্থ ও বিচার ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে। বিশেষ করে সূদমুক্ত কৃষিঋণ ব্যবস্থা অবিলম্বে চালু করতে হবে।

৪. ফিলিস্তীন, ফিলিপাইন, কাশ্মীর ও গুজরাট এবং আফগানিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরিচালিত মুসলিম নিধন ও নির্যাতন বন্ধের যরূরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আজকের সম্মেলন বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৫. দেশে ক্রমবর্ধমান খুন-ধর্ষণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাস কঠোর হস্তে দমনপূর্বক অবিলম্বে সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য জোট সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে।

৬. রেডিও-টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে অশ্লীল অনুষ্ঠানাদি প্রচার এবং ইসলামী মূল্যবোধ বিরোধী চিহ্নিত কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় অনৈসলামী বিজ্ঞাপন ও প্রচার-প্রচারণা দ্রুত বন্ধের সার্বিক ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. দেশে প্রচলিত ব্যাপক ঘুষ এবং মদ, জুয়া, লটারী, নগ্নতা ও বেহায়াপনা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালতে নারী ও পুরুষের পর্দাহীন ভাবে সহশিক্ষা ও সহচাকুরী অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং দেশে সত্বর পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৯. ফিলিস্তীন ও কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধান কল্পে যরূরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ও.আই.সি ও জাতিসংঘের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

১০. সম্প্রতি ভারতের ইংরেজী দৈনিক 'হিন্দুস্তান টাইম্‌স' পত্রিকায় বাংলাদেশে তথাকথিত চারটি জঙ্গী সংগঠনের অন্যতম হিসাবে 'আহলেহাদীছ'কে চিহ্নিত করার বিরুদ্ধে অত্র কেন্দ্রীয় তাবলীগী ইজতেমা তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জ্ঞাপন করছে।

বগুড়ায় ইসলামী সম্মেলন সম্পন্ন

কুড়াহার, শিবগঞ্জ ২রা ফেব্রুয়ারী বুধবারঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বগুড়া সাংগঠনিক যেলার শিবগঞ্জ এলাকা

সংগঠনের উদ্যোগে কুড়াহারে বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মাষ্টার আনছার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। বিশেষ অতিথি ছিলেন নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ। প্রধান বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার অন্যতম সদস্য মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ।

মাননীয় প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে আহলেহাদীছ আন্দোলনের রক্তঝরা ইতিহাস বর্ণনা করে উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীকে ফেলে আসা জিহাদী ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের এবং পরকালে জান্নাত পাওয়ার লক্ষ্যে সেই শিক্ষা অনুসরণে ধৈর্যের সাথে আহলেহাদীছ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

টাংগাইলে ইসলামী সম্মেলন

বল্লা, কালিহাতি, ৩ ফেব্রুয়ারী রবিবারঃ টাঙ্গাইল যেলাধীন বল্লা আদি আহলেহাদীছ জামে মসজিদ সংলগ্ন ময়দানে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** বল্লা এলাকা সংগঠনের উদ্যোগে এক বিরাট ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মাননীয় নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী-এর অধ্যক্ষ **শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী**। বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দারুল ইফতার সদস্য ও নওদাপাড়া মাদারাসার শিক্ষক মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ, মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম (সাতক্ষীরা) প্রমুখ।

মাননীয় প্রধান অতিথি সম্মেলনে 'সপরিবারে জাহান্নাম থেকে মুক্তি' বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন।

পরের দিন সকাল ৭ ঘটিকায় বল্লা শাখার কর্মী ও দায়িত্বশীলদের নিয়ে একটি সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উপস্থিত কর্মীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মাননীয় নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী।

কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ-এর বিভিন্ন যেলায় সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম আবদুল লতীফ গত ১১ থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন যেলায় তাবলীগী সফর করেন। গত ১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারী রোজ সোম ও মঙ্গলবার 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার রামভদ্রপুর, বাশটি ও বানেশ্বর প্রভৃতি শাখায় সফর শেষে ১২ই ফেব্রুয়ারী ফুলপুর থানার রামভদ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত কর্মী ও সুধী সমাবেশে যোগদান করেন।

ময়মনসিংহ-উত্তর যেলা গঠনঃ রামভদ্রপুর জামে মসজিদে সমাবেশ শেষে তিনি জনাব আযীযুর রহমানকে সভাপতি, হাজী নূরুদ্দীনকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ আবু তালেব আকন্দকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'যেলা কর্মপরিষদ' পুনর্গঠন করেন।

নরসিংদী যেলা গঠনঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নরসিংদী যেলার পাঁচদোনা বাজার জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নরসিংদী সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কর্মী ও সুধীদের সমাবেশে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আবদুল লতীফ-এর উপস্থিতিতে মাওলানা আমীনুদ্দীনকে সভাপতি, অধ্যাপক শফীউদ্দীনকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ আমীর হামযাকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট নরসিংদী যেলা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ঐ দিন বাদ যোহর তিনি নারায়ণগঞ্জের পাঁচরুখী পশ্চিম পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী বৈঠকে অংশগ্রহণ করে উপস্থিত কর্মী, সুধী ও শুভানুধ্যায়ীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন এবং তাদেরকে সাংগঠনিক কাজে একনিষ্ঠভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

ময়মনসিংহ-দক্ষিণ যেলা আহবায়ক কমিটি গঠনঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ফুলবাড়িয়া কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত যেলার বিভিন্ন এলাকা হ'তে আগত কর্মী ও সুধীদের সমাবেশে কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ জনাব এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর উপস্থিতিতে মাওলানা ইউসুফ আলী খানকে আহ্বায়ক ও মাওলানা আবদুর রাযযাককে যুগ্ম আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ময়মনসিংহ-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

যুবসংঘ

রামভদ্রপুর, ময়মনসিংহঃ গত ১১ই ফেব্রুয়ারী রোজ সোমবার বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রামভদ্রপুর এলাকার উদ্যোগে তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত রামভদ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ। তিনি এলাকার কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে সচেতন ও সক্রিয়ভাবে সাংগঠনিক কাজ করার প্রতি জোর তাকীদ করেন এবং বিচ্ছিন্ন যুবশক্তিকে দা'ওয়াতের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র পতাকা তলে সংঘবদ্ধ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি অত্র এলাকার প্রত্যেক শাখায় সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক, মাসিক ইজতেমা, প্রতিদিন বাদ ফজর অথবা বাদ এশা নিয়মিত হাদীছ পাঠ সহ কর্মী যোগাযোগ ও ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণের মাধ্যমে সংগঠনের মযবুতী অর্জনে ও পরকালীন মুক্তি হাছিলে সকলকে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান।

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ময়মনসিংহ-উত্তর সাংগঠনিক যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

পাঠকের মত

'আত-তাহরীক' নিয়ে কিছু কথা

'আত-তাহরীক' সারা বিশ্বের মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও তাওহীদী পত্রিকার নাম। আমি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করে দেশে ফেরার পর আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা আবদুল মতীন আমাকে পত্রিকাটি পড়তে দেন। পত্রিকাটি পড়ে এর নানা অঙ্গে বিচরণ করে সত্যিই আমি বিমোহিত হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি তথ্যবহুল সব আলোচনার জন্য। এতে রয়েছে দরসে কুরআন, দরসে হাদীছ, প্রশ্নোত্তর, ছাহাবা চরিত, মনীষী চরিত, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান বিস্ময়, কবিতা-এর মত নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে এর সম্পাদকীয় অন্য যেকোন পত্রিকাকে হার মানায়।

মুসলিম সম্প্রদায় পৃথিবীর দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। এমন অনেক এলাকা রয়েছে, যেখানে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলো নেই। অনেকেই কর্ম জীবনে কর্মরত অবস্থায় ছালাত-ছিয়াম আদায়ের সুযোগটুকুও পাচ্ছেন না। যেমন কম্যুনিষ্ট চীনের কথাই বলি, সেখানকার মুসলমানদের সাথে আলোচনা করে জানলাম, তাদের কাছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন কপি পর্যন্ত নেই। আমরা যেমন ছালাতের সময় হ'লে পবিত্র যে কোন স্থানে তা আদায় করে নিতে পারি। তাদের ভাগ্যে কিন্তু এরূপ সুযোগ-সুবিধা জুটে না। অফিস ছুটি হ'লে বাড়ীতে গিয়ে ধর্মকর্ম পালন করতে হয়। ১৯৭৮ সনে দক্ষিণ আমেরিকার টাম্পা, রোমারিও, সান্তাফি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও ভেনিজুয়েলা ভ্রমণ করি। টাম্পাতে কিছু নিগ্রো নও মুসলিমের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের ধর্মকর্ম পালনের অবস্থা জানতে চাই। তাঁরা আমাকে জানান, আমরা যখন অফিসে ডিউটিতে যাই, তখন মসজিদে তালা দিয়ে যাই। অফিস ছুটি হ'লে বাসায় ফিরে যার যতটুকু সম্ভব ইবাদত-বন্দেগী করি। এভাবে আমাদের নিত্যদিনের ইবাদত-বন্দেগী চলে।

আমি মনে করি মুসলমানদের চরম এ দুঃসময়ে কেবল **'আত-তাহরীক'**ই তাদের পাশে বন্ধু হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথে পরিচালনা করতে পারে। এমতাবস্থায় পত্রিকাটি যদি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করা যায়, তাহ'লে বিশ্ব মুসলিম এর থেকে অনেক ফায়দা অর্জন করতে পারবে।

আশা রেখে মনে
দুর্দিনে কভু
নিরাশ হয়ো না তাই,
কোনদিন যাহা
পোহাবে না হায়
তেমন রাত্রি নাই।

পরিশেষে আমি এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

❒ মুহাম্মাদ আকবর আলী খাঁন
[অবঃ নৌ-বাহিনীর সদস্য, ভূ-পর্যটক]
গ্রামঃ কানসোনা
পোঃ সলপ, থানাঃ উল্লাপাড়া
সিরাজগঞ্জ।

চাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ইসলামী বীমা

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান!

সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেন। পর- এদেশে অহি ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের একমাত্র দিশারী মাসিক **'আত-তাহরীক'** ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যার (ডিসেম্বর ২০০১) 'অর্থনীতির পাতা' কলামে প্রকাশিত **'বাংলাদেশে ইসলামী বীমাঃ সমস্যা ও আমাদের করণীয়'** শীর্ষক আপনার প্রবন্ধটি গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে বীমা সম্পর্কে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে। অত্যন্ত সুন্দর ও যুগোপযোগী বিষয়ে লেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

বিবাহিত জীবনে বেকারত্বের নির্মম কষাঘাতে যখন আমি জর্জরিত, চাকুরী নামক একটি 'সোনার হরিণ' ধরার আশায় যখন হন্যে হয়ে ঘুরছিলাম ঢাকার রাজপথে, ধর্ণা দিচ্ছিলাম বিভিন্ন লোকের দ্বারে দ্বারে, তখন বিভিন্ন বীমার প্রতিনিধিরা তাদের পেশায় নিয়োজিত হওয়ার টোপ দিয়েছিল, বেকারত্ব ঘুচানোর আশায় এসব লোভনীয় প্রস্তাব গ্রহণ করে বীমা পেশায় নিয়োজিত হ'তে গিয়ে দেখেছি সবগুলিই সূদ ভিত্তিক। পরকালীন শাস্তির ভয়ে অর্থনৈতিক দৈন্যকে মেনে নিয়ে ঐসব প্রস্তাব থেকে ফিরে এসেছি। দেশের প্রচলিত বীমাগুলি শুধু সূদ ভিত্তিকই নয় বরং তারা ছদ্মনামে লোভনীয় সুযোগ-সুবিধার কথা উল্লেখ করে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে ও অগাধ অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। বেকারত্বের সেই দিনগুলিতে চাকুরীর সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ঐসব তিক্ত অভিজ্ঞতা হাছিল করেছি।

পরবর্তীতে কিছু অর্থ সঞ্চয়ের তাকীদে বিভিন্ন ব্যাংকে ঘুরেছি। এমনকি ইসলামী ব্যাংকেও গিয়েছি। আমার মনে হয়েছে অন্যান্য সূদী ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

সূদ ভিত্তিক বলে জীবনে বীমা গ্রহণ করতে পারিনি। কিন্তু আপনার কয়েকটি লেখা পড়ে ইসলামী বীমার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য এটাও বুঝলাম, দেশে এখনো প্রকৃত ইসলামী বীমা শুরু হয়নি। মুসলমানরা সূদ চায় না, চায় সূদ মুক্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা। তেমনি চায় ইসলামী বীমা, যা পরিচালিত হবে সূদমুক্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে।

তাই আপনার কাছে আমার আবেদন আপনি **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর অধীনে 'অহি' ভিত্তিক একটি ইসলামী বীমা গড়ে তুলুন, যাতে মানুষ সূদ থেকে রক্ষা পায় এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। আপনার মত জ্ঞানীদের জ্ঞানকে বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না রেখে, তা সমাজের কাজে লাগানোর বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের সবিনয় অনুরোধ করছি। আপনি ইসলামী বীমা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যান, লোকের অভাব হবে না ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আপনার সহায় হৌন! আমীন!! (মর্মার্থ)।

❒ এম,এ, কাফী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গিভেন্সী স্পিনিং মিল, গাজীপুর।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১৭৬)ঃ কেউ মারা গেলে সে বাড়ীতে তিন দিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো এবং অন্যের বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করার প্রচলন সঠিক কি-না? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-তোতা
গড়েরবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ মৃতের প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য হ'লঃ (কমপক্ষে) একটি দিন ও রাত মৃতের পরিবারের লোকদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। বাড়ীর সদস্যরা যেহেতু বেদনার্ত থাকেন, সেহেতু একদিনের খাদ্য তাদের বাড়ীতে পাঠানো সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, যখন যুদ্ধে 'জা'ফরের শাহাদাতের খবর আসল, তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর। কেননা তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩৯ 'জানাযা' অধ্যায়)*। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত প্রথাটি বাড়াবাড়ি মাত্র।

প্রশ্নঃ (২/১৭৭)ঃ মসজিদের কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয়?

-জসীমুদ্দীন
জামদহ, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদের কোন স্থান বেশী নেকীর জন্য নির্ধারিত নেই। তবে কাতারের ডানদিকে দাঁড়ানো ভাল এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ালে বেশী নেকী হয়। বারা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করতাম এবং তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে পসন্দ করতাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৭ 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ যদি জানত আযানে এবং প্রথম কাতারে কি নেকী রয়েছে। তাহ'লে লটারীর মাধ্যমে হ'লেও আযান দেওয়ায় ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য অংশগ্রহণ করত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৭৮)ঃ পিতা বা অন্য যে কোন মাহরাম ব্যক্তির সামনে মাথার চুল খোলা যায় কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফাতিমা বিনতে শহীদুল্লাহ
খানগঞ্জ, বেলগাছি, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ পিতা বা অন্য যে কোন মাহরাম ব্যক্তির সামনে মাথার চুল খোলা যায়। ইবনে আব্বাস, ক্বাতাদা ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, নারীরা মাহরাম ব্যক্তির সামনে তাদের সাজ-সজ্জার স্থান সমূহ প্রকাশ করতে পারে। যেমনঃ সুরমা, বালা, হার, আংটি, গয়না ও মেহেদি পরার স্থান সমূহ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, সূরা নূর ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৭৯)ঃ এক ব্যক্তি তার আপন বোনের সৎ দেবরের কন্যাকে বিবাহ করতে চায়। শরী'আতে এ বিবাহ জায়েয হবে কি-না?

-রেযাউল করীম
বেকারী দোকান, সাতত্তলা
বাগেরহাট।

উত্তরঃ আপন বোনের সৎ দেবরের কন্যাকে বিবাহ করা যায়। এমনকি আপন বোনের নিজ দেবরের কন্যাকেও বিবাহ করা যায়। কেননা তারা ঐসব নারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদেরকে বিবাহ করা পবিত্র কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে *(নিসা ২৯)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৮০)ঃ টুপি বিহীন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায় কি-না?

-রফীকুল ইসলাম
সন্ধ্যাবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ টুপি বিহীন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায়। কেননা টুপি মাথায় দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতার প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তবে কুরআন তেলাওয়াত একটি ইবাদত। তাই ইবাদতের সময় ইসলামী আদব বজায় রাখা কর্তব্য। ছালাত হ'ল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যার মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতের সময় সৌন্দর্যমণ্ডিত পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৩১)*। টুপি পুরুষের জন্য সৌন্দর্য্যের একটি পোষাক মাত্র। এটি ছালাত বা তেলাওয়াতের জন্য অপরিহার্য কিছু নয়।

প্রশ্নঃ (৬/১৮১)ঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে না বলার পরে? রাফ'উল ইয়াদায়েন করার সময় হাত কতক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে?

-মুর্শিদা যামান
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) এ সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৩ 'ছালাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলা শেষ হওয়া মাত্র হাত ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেননা রুকূ থেকে উঠার পর প্রত্যেক জোড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাওয়ার কথা হাদীছে এসেছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। আর রুকূ থেকে উঠে হাত উঁচু করে রাখলে কিংবা পুনরায় বুকে বেঁধে রাখলে জোড়গুলি স্ব স্ব স্থানে পৌঁছে না।

প্রশ্নঃ (৭/১৮২)ঃ মিম্বার কত স্তরের হওয়া সুন্নাত এবং ইমাম কোন্ স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-এমদাদুল হক
কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মিম্বার তিন স্তর বিশিষ্ট হওয়া সুন্নাত। আবদুল আযীয ইবনে আবু হাযেম বলেন, কাঠের মিম্বারটি ছিল তিন স্তর বিশিষ্ট *(মুসলিম, আওনুল মা'বূদ ৩/২৯৫-৯৬ পৃঃ 'মিম্বার' অনুচ্ছেদ)*। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, জনৈক্য ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য কি একটি মিম্বার তৈরী করব? যার উপর দাঁড়িয়ে আপনি খুৎবা দিবেন এবং জুম'আর দিন আপনার খুৎবা মানুষকে শুনাবেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ' (তাই করা হোক)। তখন তাঁর জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বার তৈরী করা হ'ল *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৪৩৫ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মিম্বারের শুরু অবস্থা' অনুচ্ছেদ)*। তবে ইমাম কোন স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন তা কোন হাদীছ দ্বারা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না। কাজেই সুবিধামত ইমাম যে কোন স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৮/১৮৩)ঃ ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উত্তোলন করতে হবে কি?

-আফসার আলী
প্রসাদপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উত্তোলন করা সুন্নাত *(ফিরইয়াবী ২/১৩৬ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/১১৩ পৃঃ)*। ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাকবীরের সাথে সাথে তাঁর দু'হাত উঠাতেন *(আহমাদ, ইরওয়া হা/৬৪১)*। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াহছাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাকবীরের সাথে সাথে তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতে দেখেছি *(আহমাদ, সনদ হাসান, ইরওয়া ৩/১১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৮৪)ঃ আমরা মুসলমান-হিন্দু একই গ্রামে বসবাস করি। রাস্তার পূর্ব ধারে আমাদের জমিতে আমরা একটি মসজিদ তৈরী করেছি। মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে হিন্দুদের একখণ্ড জমি ছিল, যা আমরা ক্রয় করে নিয়েছি। ঐ জমির পূর্বপার্শ্বে রাস্তার ধারে একটি গাছ আছে যার পাশে হিন্দু মহিলারা বছরে একবার 'ভাটুই পূজা' করে। গাছটি আমরা বিক্রি করতে চাইলে হিন্দুরা বলে, গাছটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ অর্ধেক মসজিদে ও অর্ধেক মন্দিরে লাগানো হোক। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ হারেছুদ্দীন
কালিকাপুর, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ যেহেতু হিন্দু মালিক শর্তহীনভাবে মুসলমানদের কাছে গাছসহ জমিটি বিক্রি করেছে, সেহেতু এ গাছের মালিক মুসলমানরা। অতএব এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ মুসলমানদের হবে।

প্রশ্নঃ (১০/১৮৫)ঃ চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালাম ও দু'সালাম উভয় নিয়মেই কি পড়া যায়?

-আবদুল্লাহ
আখিলা, নবাবগঞ্জ
ও
আবদুল হামীদ
রাণীবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালাম ও দু'সালাম উভয় নিয়মেই পড়া যায়। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়া মাত্রই যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। মাঝে কোন সালাম ফিরাতেন না' *(ইবনু মাজাহ হা/৯৫৮)*। আছিম ইবনে সামুরা সালুমী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যোহর ও আছরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাক'আতকে সালামের মাধ্যমে পৃথক করতেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/৯৬০; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭১ 'সুন্নাত ছালাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৮৬)ঃ আমার পিতা আমার এক ফুফাত ভাইকে আমাদের বাড়ীতে লালন-পালন করেন। সে এখন বড় হয়েছে। তাকে আমাদের সম্পত্তির অংশ দিতে হবে কি?

-মাহফুযুল গনী
বাদিনারপাড়া, সাঘাটা
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি সম্পত্তির অংশীদার হবে না। তবে যারা অংশহারে কিছু পায় না তাদেরকে অছিয়ত স্বরূপ কিছু দান করা ভাল। এ দানের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নেই। তবে সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র রাসূল! আমার অনেক অর্থ রয়েছে। আর আমার মেয়ে মাত্র একজন। আমি কি আমার সম্পূর্ণ মাল অছিয়ত করব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি পুনরায় বললাম, তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগ দান করা যায়। তবে এটাও বেশী। নিশ্চয়ই তোমার ছেলেমেয়েকে বিত্তবান অবস্থায় ছেড়ে যাবে। এটা দরিদ্র করে ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে ভাল। কারণ তারা মানুষের কাছে চাইতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য খরচ করলে নেকী দেওয়া হবে। এমনকি স্ত্রীর মুখে কিছু উঠিয়ে দিলেও নেকী পাওয়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১ 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৮৭)ঃ কাকে লক্ষ্য করে ছালাত শেষের সালাম করা হয়? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-রজব আলী

শাহারবাটী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ছালাত শেষের সালাম ফেরেশতা, নবীগণ এবং তাদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। আছিম ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর দিনের নফল ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আপনারা কি তা পালন করতে পারবেন? আমরা বললাম, আপনি বলুন আমরা সম্ভবপর পালন করব। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) সূর্য ঢলে যাওয়া মাত্র যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, পরে দু'রাক'আত এবং আছরের পূর্বে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাক'আত পর নিকটতম ফেরেশতা, নবীগণ এবং তাদের অনুসারী মুমিন-মুসলমানদের উপর সালাম করতেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/৯৬০; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭১ 'ছালাতে সুন্নাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৮৮)ঃ ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা যদি কেউ সূদে খাটায় এবং ঐ সূদে খাটানো টাকা দ্বারা ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করে তবে ইসলামী ব্যাংকের জন্য সেটি জায়েয হবে কি? নাকি ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে জড়িত সকল গ্রাহকের সেই সূদ খাওয়া হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহেল কাফী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গিভেন্সী স্পিনিং মিল্স লিঃ, গাযীপুর।

উত্তরঃ ঋণ দেওয়া-নেওয়া শরী'আতের বিধান। এখন ঋণ নিয়ে যদি কেউ অবৈধ কাজে ব্যবহার করে বা অবৈধ পথে উপার্জিত টাকা দ্বারা কিস্তি পরিশোধ করে তাহ'লে ঋণদাতা কোনক্রমেই দায়ী হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*। তবে ঋণদাতা যদি জানতে পারে যে, ঋণের টাকা সূদে ঘটানো হচ্ছে এবং সূদের টাকা দিয়ে কিস্তি পরিশোধ করা হচ্ছে তাহ'লে সবাই দায়ী হবে। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) সূদদাতা, গ্রহীতা, তার লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত, হা/২৮০৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৮৯)ঃ আমাদের গ্রাম্য মসজিদের ইমাম আমাকে ই'তেকাফে বসার পূর্বে মাথা মুণ্ডানো দেখে বলেন, এভাবে মাথা মুণ্ডানো হারাম। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারূনুর রশীদ
বাণিজ্যিক বিভাগ
ইউরিয়া সার কারখানা লিঃ
ঘোড়াশাল, নরসিংদী।

উত্তরঃ ই'তেকাফে বসার পূর্বে যে মাথা মুণ্ডন করতে হবে শরী'আতে এরূপ কোন বিধান নেই। তবে সাধারণভাবে চুল ছোট, বড় এবং প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডানো করা যায় *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৮৩, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৬ ও ৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৯০)ঃ আমি একজন স্কুল ছাত্র। পরীক্ষার প্রশ্নে উল্লেখ ছিল তারাবীহ্'র ছালাত কত রাক'আত? ১ম সাময়িক পরীক্ষায় উত্তর দিয়েছিলাম ৮ রাক'আত। এতে আমাকে নম্বর দেওয়া হয়নি। আবার বার্ষিক পরীক্ষায় একই প্রশ্ন এসেছিল। আমি উত্তর দিয়েছিলাম ২০ রাক'আত। এতে পুরো নম্বর যোগ করা হয়। আমার প্রশ্নঃ জেনে শুনে সঠিককে বেঠিক লিখলে কোন পাপ হবে কি?

-শাহীনুর রহমান
নন্দলালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বর্তমানে স্কুল-মাদরাসাগুলিতে যে সমস্ত ধর্মীয় বই পড়ানো হয় সেগুলি নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বই। যাতে অধিকাংশ মাসআলা জাল, যঈফ, রায় ও ক্বিয়াসের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। ফলে পরীক্ষার সময় বেঠিক মাসআলাগুলিকে সঠিক বলে না লিখলে নম্বর দেওয়া হয় না। এমতাবস্থায় বেঠিক হ'লেও বইয়ে যেটা আছে সেটাই লিখলে গোনাহ হবে না বলে আশা করা যায়। কারণ এটি তার জন্য বাধ্যগত অবস্থা। উল্লেখ্য, ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যতগুলি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলির সূত্রই যঈফ অথবা জাল *(মির'আত হা/১৩০৮ ও ১২, ২/২২৯ ও ২৩৩ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৪৬-এর আলোচনা ২/১৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৯১)ঃ জনৈক ব্যক্তি নিজ ভাগনীর মেয়েকে বিবাহ করেছে এবং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছে। এ বিবাহ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে? বিবাহ নাহ'লে কিভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায়? বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন।

-আবুল হাসনাত
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ শরী'আতে নিজ ভাগনীর মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা নিজ মেয়েকে ও বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন *(নিসা ২৩)*। আর এ মেয়ে বলতে মেয়ের মেয়ে, তার মেয়ে এরূপ যত নীচে যাবে সবাই উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত *(দেখুনঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের আলোচনা)*। সুতরাং তাদের বিবাহই সংঘটিত হয়নি। এমনিতেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাছাড়া এরূপভাবে যতদিন তারা থাকবে যেনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (১৭/১৯২)ঃ কুরবানীর ঈদের চাঁদ উঠার পর কুরবানী ক্রয় করা হয়েছিল। ঈদের আগের রাত্রে কুরবানী চুরি হয়ে যায়। কুরবানী দাতা কুরবানীর কি নেকী পাবেন? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত

করবেন।

-মুহাম্মাদ মহসিন আলী
ভেড়ীপাড়া সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী দাতা কুরবানীর নেকী পাবেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কুরবানীর পশুর গোশত আর রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না, তোমাদের হৃদয়ের তাক্বওয়াই কেবল তার নিকটে পৌঁছে থাকে' *(হজ্জ ৩৭)*। সুতরাং কুরবানীর গরু বা পশু চুরি হয়ে গেলেও কুরবানী দাতা নেকী পাবেন।

প্রশ্নঃ (১৮/১৯৩)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার জন্য বাংলায় দো'আ করা জায়েয হবে কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ দাফনের পরে মাইয়েতের 'তাছবীত' অর্থাৎ মুনকার-নাকীরের সওয়ালের জবাব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলের দো'আ করা উচিত। যেমন- 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়া 'ছাব্বিতহু'। অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং দৃঢ় রাখুন' *(হিছনুল মুসলিম, দো'আ নং ১৬৪)*।

এক্ষণে যদি কেউ হাদীছের দো'আ বলতে সক্ষম না হন, তাহ'লে মাতৃভাষায় তার জন্য দো'আ করতে পারেন। কেননা একটি যুদ্ধে জনৈক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু সে আরবী ভাল না জানায় 'আসলামনা' (আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম) এর বদলে 'ছাবা'না' (আমরা ধর্ম পরিবর্তন করলাম) বলেছিল। তার বক্তব্য বুঝতে না পেরে খালিদ বিন ওয়ালীদ তাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে আমি তা থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ভাষা জানেন' *(বুখারী, জিযয়াহ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ১১)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯৪)ঃ আমার পিতা তার মৃত্যুর পর তার রূহের মাগফিরাতের জন্য বিরাট খানার আয়োজন করার অনুরোধ জানান। কিন্তু আমি বিদ'আত ভেবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি। এতে বিশেষ করে আমার মা মনে কষ্ট পান। এমতাবস্থায় আমি কি অপরাধী হব? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-শামস ইবনে ময়েয
৫৫৭/১ দক্ষিণ গোড়ান
(নীচতলা পূর্ব) ঢাকা-১২১৯।

উত্তরঃ মৃতু ব্যক্তির রূহের মাগফিরাত কামনার্থে এধরনের খানা পিনার আয়োজন করা বিদ'আত। ইবনু তাইমিয়া (রাঃ) বলেন, এরূপ আমল ইসলামী বিধান নয় *(মাজমূ'আ, ফাতাওয়া ২৪/৩০০ পৃঃ)*। এদেশে তথা উপমহাদেশে প্রচলিত কুলখানি ও চেহলাম বা চল্লিশা খানার যে অনুষ্ঠান চালু আছে তা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। যা অবশ্য বর্জনীয়। বিদ'আত বন্ধের কারণে মা কষ্ট পেলেও আপনি সঠিক কাজ করেছেন। ফলে আপনি অপরাধী নন। সূরা লোকমানের ১৪ ও ১৫ নং আয়াতটি স্মরণ করিয়ে মাকে বিষয়টি ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

প্রশ্নঃ (২০/১৯৫)ঃ ইনস্যুরেন্স বা জীবন বীমা বৈধ কি-না?

-মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
কম্পিউটার প্লাস লিঃ
১২০/৩৭ গফুর ম্যানশন
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১০০০।

উত্তরঃ ইসলামী জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য জীবন বীমা নিঃসন্দেহে সূদভিত্তিক। কাজেই প্রচলিত জীবন বীমা শরী'আতে জায়েয নয়। 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদখোর, সূদদাতা, তার লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন এবং বলেছেন, পাপের ক্ষেত্রে তারা সবাই সমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে কয়েকটি ইসলামী বীমা (তাকাফুল) কাজ শুরু করেছে। কিন্তু সেগুলি পূর্ণ ইসলামী কি-না, যাচাই সাপেক্ষ। এ বিষয়ে 'আত-তাহরীক' ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যা পাঠ করুন।

প্রশ্নঃ (২১/১৯৬)ঃ মাসবূক মুছল্লী দু'রাক'আত ছালাত ইমামের সাথে পেলে এবং সে দু'রাক'আতকে প্রথম ধরে শেষের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়লে চার রাক'আতেই কেবল সূরা ফাতিহা পড়া হয়। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-মীযানুর রহমান
ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়া আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাত। তবে সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হবে না। কাজেই চার রাক'আতেই শুধু সূরা ফাতিহা পড়লেও ছালাত হবে এবং ছালাতের কোন ক্ষতি হবে নাই *(ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১৬৩৪; ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৫৮)*। হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়। যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৯৭)ঃ পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীকে বাড়ীতে না পাঠিয়ে কাযীর মাধ্যমে আমাকে তালাক দিয়ে তালাকনামা পাঠিয়ে দেয়। প্রশ্ন হ'ল, এ রকম তালাক বৈধ কি-না? যদি তালাক না হয়ে থাকে তাহ'লে আমি আমার স্ত্রীকে কিভাবে ফিরিয়ে নিব।

-নওশের
খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ তালাক প্রদানের অধিকার একমাত্র স্বামীর। তবে

Contents

কোন কারণে স্ত্রী স্বামীর সাথে সংসার করতে ব্যর্থ হ'লে, স্বামীর প্রদত্ত মোহর ফেরত দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন হ'তে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য সরকার অনুমোদিত কাযী 'খোলা তালাক' দিতে পারে। যেমনভাবে ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী 'খোলা তালাক' গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত ২৮৩ পৃঃ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৯৮)ঃ ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা নাস তেলাওয়াতে কোন শারঈ প্রতিবন্ধকতা আছে কি? অনেকের মতে প্রথম রাক'আতে সূরা নাস পড়া যাবে না। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান চাই।

-সাঈদুর রহমান
৫৩/৭-ই, ব্লক, মিরপুর- ১২, ঢাকা।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহা পাঠের পর ছালাতে অন্য ক্বিরাআত হিসাবে কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ইচ্ছামত যে কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'অতঃপর তোমরা পড় কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম যেন আমরা ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ি এবং কুরআন থেকে যা সহজ হয় তাই পড়ি *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৩২)*।

উল্লিখিত আলোচনা প্রমাণ করে যে, মুছল্লী সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা বিনা তারতীবে বা ধারাবাহিকতা ছাড়াই পড়তে পারেন। তবে কুরআনী তারতীব অনুযায়ী আগের সূরা আগে ও পরের সূরা পরে পড়া ভাল।

অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) কোন কোন ছালাতে কোন বিশেষ সূরা তেলাওয়াত করতেন, যাকে মাসনূন ক্বিরাআত বলে, যা বজায় রাখা কর্তব্য। যেমন জুম'আর দিন ফজর ছালাতে ১ম রাক'আতে সূরা সাজদাহ ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা দাহর পড়তেন ইত্যাদি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৯৯)ঃ কুরআন মাজীদের প্রথমে অনেক বিষয়ের নকশা লিখে বিভিন্ন ফযীলতের কথা লেখা আছে। এই নকশার উপরে আমল করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুশতাক আহমাদ
গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরআন মাজীদের প্রথমে যেসব নকশা তৈরী করা আছে এবং ফযীলতের কথা লেখা আছে, শরী'আতে সেগুলির কোন স্থান নেই। বরং দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত, যা প্রত্যাখ্যাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের শরী'আতের মধ্যে কেউ যদি এমন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার মধ্যে নেই তাহ'লে তা প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। কাজেই এই ধরনের নকশার উপর মোটেই বিশ্বাস বা আমল করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/২০০)ঃ বিবাহ, আক্বীক্বা বা অনুরূপ কোন অনুষ্ঠানে অমুসলিম প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের আনীত উপহার গ্রহণ করা যাবে কি?

-মীর বিলালুদ্দীন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ অনুরূপ অনুষ্ঠানসমূহে মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেওয়া যায়। তবে ঐ উপলক্ষে উপঢৌকন নেওয়া ঠিক নয়। কেননা এর কোন দলীল পাওয়া যায় না। যদিও সাধারণভাবে কেউ যদি প্রতিবেশীকে উপঢৌকন দেয় তাহ'লে তা শরী'আত সম্মত হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রতিবেশীকে ছাগলের একটি ক্ষুর (সামান্য বস্তু) হাদিয়া দেওয়াকে বা গ্রহণ করাকে ছোট মনে কর না' *(বুখারী, হা/২৫৬৬ 'হেবা' অধ্যায়)*। জনৈক মুশরিক-এর পক্ষ থেকে একটি জুব্বা রাসূল (ছাঃ)-কে উপহার দেওয়া হয়েছিল *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ, 'মুশরিকদের হাদিয়া কবুল করা' অনুচ্ছেদ)*।

কাজেই হিন্দুদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের দাওয়াত খাওয়া শরী'আতে জায়েয আছে *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২০; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫; আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৯৩১, 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*। তবে তাদের যবেহকৃত গোশত খাওয়া যাবে না এবং হারাম খাদ্য রান্না করা পাতিল ধৌত না করে তাতে খাওয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৬/২০১)ঃ রাসূল (ছাঃ) কি মসজিদে সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন? না করলে আমরা করি কেন? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহসিন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) সুন্নাত ছালাত মসজিদে আদায় না করলেও তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করার জন্য বলেছেন এবং তারা নিয়মিত মসজিদে সুন্নাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফযর ছালাত আদায় করার পর সুন্নাত বা নফল ছালাত ফরযের স্থান থেকে সামনে পিছনে কিংবা ডানে বা বামে কিছুটা সরে গিয়ে আদায় করতে বলেছেন *(দেখুনঃ ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৮ ও ১৪৪৯; ছহীহ আবুদাউদ হা/৬১৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৭২৭; মিশকাত হা/৯৫৩ 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৯৩)*। তবে সুন্নাত বা নফল ছালাত বাড়ীতে আদায় করাই উত্তম। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বাড়ীতে আদায় করতেন এবং (ছাহাবাগণকে) আদায় করার জন্য বলতেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যোহর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সুন্নাত বা নফলগুলি বাড়ীতে আদায় করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, যাদুল মা'আদ ১/৩০৪ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলতেন, 'হে জনতা! তোমরা তোমাদের বাড়ীতে ছালাত (সুন্নাত ছালাত) আদায় কর। কেননা ফরয ছালাত ব্যতীত অন্যান্য ছালাত বাড়ীতে পড়াই উত্তম' *(বুখারী, যাদুল মা'আদ ১/৩০৫ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় বাড়ীতেই সুন্নাত-নফল আদায় করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০; যাদুল মা'আদ)*। তবে

জামা'আতের কারণ বিশিষ্ট নফল ছালাত সমূহ মসজিদে পড়েছেন *(বায়হাক্বী ৪/৫২)* এবং প্রতি বছর রামাযানের শেষ দশক ও মৃত্যুর বছর শেষ ২০ দিন মসজিদে ইতিকাফে সময় তিনি ফরয-সুন্নাত-নফল সকল ছালাত মসজিদেই আদায় করতেন। কেননা এই সময় পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রয়োজন ব্যতীত তিনি বাড়ীতে যেতেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৭, ২০৯৯, ২১০০)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২০২)ঃ কেউ কেউ বলে থাকেন, লোকের সামনে নফল ইবাদত-বন্দেগী করলে ছওয়াব কমে যায়। এমতাবস্থায় মসজিদে নফল ছালাত আদায় বা তেলাওয়াত করলে ছওয়াব কমে যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাকী হোসায়েন
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
টিএসপি সিএল, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ লোকের সামনে নফল ইবাদত করলে ছওয়াব কমে যায় কথাটি ঠিক নয়, যদি 'রিয়া' বা লোক দেখানো মনোবৃত্তি না জাগে। কেননা 'রিয়া' হ'ল ছোট শিরক। যা থাকলে ফরয বা নফল সব ছালাতই ব্যর্থ হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২০৩)ঃ হিন্দু মেয়েকে মুসলমান করে বিয়ে করতে হবে? না হিন্দু অবস্থায় বিয়ে করে মুসলমান করতে হবে? বিবাহ করলে তাদের সাক্ষী কে হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মাসুদ রানা
দুর্গাদহ, হাট শেরপুর
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ হিন্দু মেয়েকে মুসলমান করে বিয়ে করতে হবে। অন্যথায় বিয়ে হবে না। কারণ হিন্দুরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*। আর উক্ত মেয়ের বিবাহের সাক্ষী হবে যে কোন দুইজন মুসলমান অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী *(দারেমী, ছহীহ মওকূফ, ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮৪৪, ৪৫ ৬/২৫১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২০৪)ঃ প্রচলিত মোযার উপর মাসাহ করা যাবে কি-না?

-ইয়াকুব আলী
প্রধান দপ্তরী
শিবদেব চর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ যে কান ধরনের পাক মোযার উপরে মাসাহ করা যায় *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩; মির'আত ১/৩৪২)*। ওযূ করে পায়ে মোযা পরতে হবে। অতঃপর নতুন ওযূর সময় মোযার উপরিভাগে দুই হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি পায়ের পাতা হ'তে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় ১ দিন এক রাত ও মুসাফির অবস্থায় ৩ দিন ৩ রাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে *(মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০ 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২০৫)ঃ দীর্ঘদিন বেহুশ অবস্থায় কেউ যদি বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার কাছে কয়েকজন মিলে অনুষ্ঠান করে কুরআন শরীফ পড়া যাবে কি?

-আবু তালেব সরকার
হরিরামপুর, মিরগঞ্জ
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন বেহুশ ব্যক্তির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কুরআন পড়া নাজায়েয। এমনকি মৃত্যুর প্রাক্কালে শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক, মাজাহ, মিশকাত হা/১৬২২-এর টীকা নং ৩)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২০৬)ঃ আমাদের দেশে পীর-দরবেশদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখে 'ওরস'-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ উপস্থিত হয়ে বিভিন্নভাবে যিকর করে থাকে এবং গরু-ছাগল নিয়ে এসে যবেহ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সকল পশু পীর-দরবেশের নামে যবেহ করা হয়। এ ধরনের কার্যাবলী কি জায়েয?

-ফেরদাউস আলম

ও

ফাতেমা

তারাপাইয়া, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কারো জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন করা ইসলামী শরী'আতে নেই। 'ওরস' সম্পূর্ণ একটি বিদ'আতী প্রথা। যার অর্থ নবদম্পতির বাসর মিলন। যেখান থেকে সমার্থ নেওয়া হয়েছে পীরের আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের আনন্দঘন মুহূর্ত। ইসলামের ইতিহাসে সালাফে ছালেহীনের যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সম্মিলিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে যিকর করার কোন দলীল নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর বিনীতভাবে ও চুপিচুপি' *(আ'রাফ ৫৫)*। গরু-ছাগল যবেহ করা যদি পীরের নামে হয়, তাহ'লে নিঃসন্দেহে তা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র নামে কোন দরগাহে বা কবরস্থানে পশু যবেহ করাও স্থানগত শিরকের পর্যায়ে পড়ে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২০৭)ঃ ধান, গম, সরিষা, চাউল এই খাদ্য শষ্যগুলি কতদিন মজুদ রেখে বিক্রি করা যাবে? অনেকে বলেন, ৪০ দিন। একথা কি ঠিক?

-আব্দুল মান্নান
গ্রাম ও পোঃ ছালাভরা
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ চল্লিশ দিন খাদ্যশষ্য মজুদ করার হাদীছগুলি সবই

মওযূ *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ হা/৮৫৭-৫৯)*। তবে খাদ্য মজুদকারী ব্যক্তি গোনাহগার মর্মের হাদীছটি ছহীহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯২)*। ইমাম শাওকানী বলেন, 'জনগণের ক্ষতির উদ্দেশ্যে মাল মজুদ রাখা হারাম। সাধারণ অবস্থায় জায়েয'। ইমাম সুবকীও অনুরূপ বলেন। ইমাম শাওকানী আরো বলেন, 'চল্লিশ দিন মজুদ রাখার উপরে কোন বিদ্বান আমল করেছেন বলে আমার জানা নেই' *(নায়লুল আওত্বার ৬/৩৮১-৮৩, 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*। ইবনে হাযম বলেন, 'স্বচ্ছলতার সময় মজুদ রাখলে সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে না' *(মুহাল্লা ৭/৫৭২ 'ইহতেকার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২০৮)ঃ কোন ব্যক্তি হজ্জ উপলক্ষে মক্কা গমনের পথে যদি দুর্ঘটনাবশতঃ কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন, তাহ'লে তিনি হজ্জের ছওয়াব পাবেন কি-না? কিংবা তিনি হাজী হিসাবে গণ্য হবেন কি-না?

-এস,এম, শাফা'আত হোসাইন
গ্রামঃ নাচুনিয়া, পোঃ জুনারী
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ ঐ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে হজ্জের পূর্ণ নেকী পাবেন *(নিসা ১০০)*। কারণ তিনি হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। আর সকল আমলের ছওয়াব নির্ভর করে নিয়তের উপরে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। তবে তিনি হাজী বলে গণ্য হবেন না। কারণ তিনি আরাফায় অবস্থান করতে সক্ষম হননি।

প্রশ্নঃ (৩৪/২০৯)ঃ জনৈক আলেমের কাছে জানতে পারলাম যে, মি'রাজের সময় নাকি ২৭ বছর সময়ের গতি থেমে ছিল। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মাশউয্যামান
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মি'রাজের সময় ২৭ বছর সময়ের গতি থেমে ছিল কথাটি ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। মি'রাজের মূল ঘটনা উপলব্ধি করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, উল্লেখিত ধরনের কথাগুলি বানাওয়াট *(বিস্তারিত দেখুনঃ আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী) ২১৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২১০)ঃ 'মহিলাদের জামা'আতের জন্য মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া 'মাকরূহ তাহরীমী' আর তাদের জন্য পৃথক মসজিদ তৈরী করা নাজায়েয ও 'বিদ'আতে সাইয়িয়াহ' মাসিক 'আল-বাইয়্যেনাত'-এর এ বক্তব্য কি সঠিক?

-মাওলানা মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন
ইমাম, হরিপুর নতুন পাড়া জামে মসজিদ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। সুগন্ধিবিহীনভাবে শারঈ পর্দা সহকারে পূর্ণ শালীনতা বজায় রেখে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া ও জামা'আতে শরীক হওয়া নিঃসন্দেহে শরী'আত সম্মত। একই ফ্লোরে হ'লে পর্দার সাথে পুরুষের পিছনে মহিলাদের কাতার হবে। আর পৃথক ফ্লোর হ'লে ইমামের আওয়ায শোনা গেলে ইমামের ইক্তেদা করবে নতুবা মহিলাগণ মহিলাদের প্রথম কাতারের মধ্যবর্তী স্থানে সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে জামা'আতে ইমামতি করবেন *(আবুদাউদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭১; আবুদাউদ, দারাকুৎনী প্রভৃতি; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৯৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (১) 'তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের গৃহসমূহ তাদের জন্য উত্তম' *(ছহীহ আবুদাউদ, হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২, 'জামা'আতে ছালাত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। (২) 'তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তারা যেন সুগন্ধিবিহীনভাবে বের হয়' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫৬৫)*। (৩) 'যে সমস্ত মহিলা সুগন্ধি মাখে তারা যেন আমাদের সাথে এশার ছালাতে হাযির না হয়' *(মুসলিম, নাসাঈ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৭১ পৃঃ)*। (৪) আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা মহিলাদেরকে রাত্রিবেলায় মসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তখন তাঁর জনৈক পুত্র দু'বার বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমর তাদেরকে মসজিদে যেতে অনুমতি দিব না'। তখন ইবনে ওমর স্বীয় পুত্রকে গালি দেন ও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, আমি বলছি রাসূলের নির্দেশ তোমরা তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও'। আর তুমি বলছ, আমরা তাদেরকে অনুমতি দিব না *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫৬৮)*।

সহযোগী মাসিক 'আল-বাইয়্যেনাত'-এর লেখকগণ এ সম্পর্কে মা আয়েশার যে, মতামত পেশ করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশকে অমান্য করতে চাননি; বরং মহিলাদের প্রতি পর্দার অধিকতর কঠোরতা আরোপ করেছিলেন মাত্র।

সেজন্য ইমাম আবূদাউদ অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন التشديد في خروج النساء إلى المسجد বলে। আয়েশা (রাঃ)-এর মতামতটি নিম্নরূপঃ 'বর্তমানে মহিলারা যেসব করছে তা যদি রাসূল (ছাঃ) জানতে পারতেন, তাহ'লে তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল' *(ছহীহ আবূদাউদ হা/৫৬৯)*। অথচ মা আয়েশা ও তাঁর যুগের অন্যান্য মহিলাগণ নিয়মিত মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করতেন।

এর জবাবে বলা চলে যে, (১) মহিলারা পর্দাহীনভাবে মসজিদে না গেলে তার কোন আপত্তি ছিল না। (২) বনী ইসরাঈলের নিষেধ করার বিষয়টি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সম্যক অবগত ছিলেন। (৩) রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশ কোন ছাহাবীর মতামত দ্বারা মানসূখ হ'তে পারে না।